নূর তত্ত্ব
THE THEORY OF NUR

বিখ্যাত 'ইমাম মুসলিম (রহ.) : জীবন ও কর্ম'গ্রন্থের
লেখক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্ড়াবিদ ও গবেষক

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম

এম.এম, বি.এ অনার্স, এম.এ (প্রথম শ্রেণী) পি-এইচ.ডি.

আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন

নূর তত্ত্ব

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম
ph.d.halim@gmail.com
01817-072254

ই. মু. ফা. গবেষণা-০০২
ই. মু. ফা. প্রকাশনা-২০১৩/২

প্রথম প্রকাশ :
সেপ্টেম্বর - ২০১৩ খৃ.
যুলক্বা'দাহ - ১৪৩৪ হি.
আশ্বিন - ১৪২০ বা.

গ্রন্থ স্বত্ত্ব :
গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক :
মোহাম্মদ নুরুন্নবী
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ :
ডা. মুহাম্মদ আখতার আমীন চৌধুরী
প্রাপ্তিস্থান :
রেজভী কুতুবখানা, আন্দরকিল-া, চট্টগ্রাম।

NUR TOTTA [THE THEORY OF NUR] by Dr. Mohammad Abdul Halim in Bangla and Published by Mohammad Nurunnabi Director Publication Department, Al-Imam Muslim (Rh.) Foundation, Hathazari, Chittagong, Bangladesh. September- 2013.

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় আমার পিতা মরহুম মোহাম্মদ আছলক মিয়া

ও

বড় আব্বা মরহুম মোহাম্মদ ইসলাম, বড় মা মরহুমা গোলবাহার খাতুন-এর রূহের মাগফিরাত ও ইসালে সওয়াবের জন্য উৎসর্গ করলাম।

আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন-এর উপদেষ্টামন্ডলীর সম্মানিত সভাপতি, পীরে কামিল, মুরশিদে বরহক্ব 'আল-ামা মুহাম্মদ আবূ বকর ছিদ্দিক ফার"ক্বী (ম.জি.আ.)-এর

বক্তব্য

আল-াহ তা'আলার উদনিয়্যত (নৈকট্য)-এর সর্বউচ্চ স্ড়রে আল-াহর হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম অধিষ্টিত। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, لى مع الله وقت لايسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى ولا مرسل আল-াহর সাথে আমার এমন এক মূহুর্ত অতিবাহিত হয়েছে যাতে কোন নৈকট্য প্রাপ্ত ফিরিস্ড়া কিংবা নবী-রাসূল আমাকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। আল-াহ তা'আলা স্বয়ং নূর, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম তাঁরই নূর থেকে সৃষ্ট এবং এ সৃজিত নূর থেকে অপরাপর সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই প্রত্যেক সৃষ্টির মূলে নূরের ঝলকানী বিদ্যমান। মূলত আল-াহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক মহান নূর আমাদের মাঝে তশরীফ নিয়ে এসেছেন। অধিকাংশ কুরআন ভাষ্যকারদের ভাষ্যমতে তিনি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি

ওয়াসাল-াম। সাহাবী (রা.)-এর এক প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, 'ওহে জাবির ! আল-াহ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টির পূর্বে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন।' সুতরাং বুঝা গেল প্রথম সৃষ্টি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নূর। অতঃপর তাঁর জন্য নবুয়্যত সাব্যস্ড় হয়। তখন আদম (আ.) মাটির সাথে মিশ্রিত ছিলেন অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিই হয়নি। অতঃপর সে নূর আদম (আ.)-এর মাঝে স্থাপন করা হলো। এভাবে তাঁর থেকে হযরত শীষ (আ.)-এর নিকট স্থানান্ড়রিত হলো। এভাবে পবিত্র সত্ত্বা থেকে নিষ্কলুষ সত্ত্বার মাধ্যমে স্থানান্ড়রিত হয়ে হযরত মা আমেনার রেহেম শরীফে আগমন করলেন। মা আমেনা (রা.) বলেন, আমার থেকে এমন একটি নূর বের হলো যাঁর মাধ্যমে আমি সিরিয়ার রাজপ্রসাদ দেখতে পেয়েছি।

মূলত নূর তত্ত্ব একটি বহুল আলোচিত বিষয়। আমার স্নেহধন্য মাওলানা ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম এ বিষয়ে তাঁর প্রাপ্ত তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে একথা প্রমাণ করেছেন যে, 'হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আল-াহ তা'আলার নূর থেকে সৃজিত সর্বপ্রথম সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সে নূর থেকে অপরাপর সবকিছু আল-াহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। বইটি অধ্যায়ন করে প্রকৃত সত্য জানার ও বুঝার তাওফিক দান কর"ন এবং আল-াহ তা'আলা আমাদেরকে হেদায়ত নসীব কর"ন। আমীন !

(মুহাম্মদ আবূ বকর ছিদ্দিক ফার"ক্বী)

ভাইস-চেয়ারম্যানের কথা

আল-াহ তা'আলার অগণিত-অসংখ্য রহস্যে ভরা এ বিশ্বব্রাম্মন্ড। প্রতিটি ধুলি কণা বা পদার্থে আল-াহর কুদরত, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নূর বিদ্যমান। আল-াহ তা'আলার নূর থেকেই বিশ্বনবীর সৃষ্টি। তাঁর নূর থেকে অপরাপর সব বস্তু সৃজিত হয়েছে বলে গবেষণায় দেখা যায়।

মূলত নবীকে আমাদের মত শুধু মানুষ বলা কাফিরদের বৈশিষ্ট্য। তিনি নূরী বশর বা মানুষ। তাঁর কোন তুলনা নেই। তিনি বে-নযীর বে-মিসাল অনন্য সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ অনুপম সৃষ্টি। যাঁর মান-মর্যাদা শান-শওকত আল-াহ তা'আলাই বুলন্দ করেছেন। তাঁর সন্তোষ্টি মহা প্রভু কামনা করেন। কালিমা, আযান, একামতে আল-াহর নামের সাথে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়। যা তাঁর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। ছায়া বিহীন কায়া বিশিষ্ট এ মহান সত্ত্বার কবরের ধুলা-বালি 'আরশ 'আযীমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ইসলামী চিন্ড়াবিদগণ মনে করে থাকেন।

নূর একটি গবেষণা মূলক বিষয়। যার সম্পর্কে আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান-বিশিষ্ট গবেষক ও ইসলামী চিন্ড়াবিদ, বিখ্যাত "ইমাম মুসলিম (রহ.) : জীবন ও কর্ম" গ্রন্থের লেখক মাওলানা ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম নিরলস গবেষণা করে এক যুগান্ড়কারী সিদ্ধান্ড়ে উপনীত হয়েছেন। তা-ই পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। মুসলিম জাতির ঈমান-আক্বিদা সুদৃঢ় করতে বইখানা গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

আল-াহ তা'আলা আমাদের সকলের খেদমত কবুল কর"ন। আমীন !

মোহাম্মদ আলমগীর
ভাইস-চেয়ারম্যান
আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ড়েশন

প্রকাশকের বক্তব্য

আল-াহ তা'আলার হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর আলোচানা সর্বোৎকৃষ্টতম ইবাদত। আল-াহর গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে জানা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এর পরেও আল-াহ তা'আলা তাঁর হাবীবকে যা শিক্ষা দিয়েছেন এবং আমাদেরকে যা কিছু প্রকাশ করেছেন তা-ই আমাদের জন্য পরম পাওনা। আল-াহর কালাম ও নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রদত্ত তথ্যের আলোকে একথা জানা যায় যে, আল-াহর হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম সৃষ্টির মূল, প্রাণ স্পন্দন ও কর্ণার আধার। আল-াহর নূর থেকেই তাঁর সৃষ্টি। তাঁর নূর থেকে অপরাপর সবকিছু সৃষ্টি বলে গবেষণায় দেখা যায়।

মূলত কুরআন-হাদীস ও ইসলামী চিন্ড্রবিদগণের প্রাপ্ত বিভিন্ন মতামতের আলোকে গবেষক তাঁর গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেছেন। ইসলামী 'আক্বিদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইহা একটি গুর্ত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণা ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান আল-ইমাম মুসলিম (রহ) ফাউন্ডেশন মুসলিম সমাজে উক্ত গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ও গুর্ত্ব অনুধাবন করতঃ প্রকাশের এক যুগান্ড়কারী সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করেন।

গ্রন্থে ব্যবহৃত বিভিন্ন তথ্য-উপাথ্য ও দলীল-প্রমাণ খুবই নির্ভরযোগ্য। গ্রন্থটির উপস্থাপনা, গ্রন্থনা ও বিন্যাস দেখে জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া আলীয়ার শায়খুল হাদীস হযরতুল 'আল-ামা হাফিয সুলায়মান আনছারী সন্ড্রোষ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর সুচিন্ড়িত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অত্র প্রকাশনায় মুদ্রণ প্রমাদ ও থাকা অস্বাভাবিক নয়। আশা করি এরূপ কোন ভুল-ভ্রান্ড়ি নযরে আসার পর আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। ইনশা আল-াহ!

যাঁদের সহযোগিতা ও মহানুভবতায় গ্রন্থটি পাঠকদের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হয়েছে তাঁদের সবাইকে আন্ড়রিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল-াহ তা'আলা আমাদের সকলকে কবুল কর্ন। আমীন !

মোহাম্মদ নুর্ন্নবী

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন

এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার শায়খুল হাদীস এবং ও.এ.সি. বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্ড়াবিদ, উস্ড়াযুল 'উলামা হযরতুল 'আল-াম হাফেয মুহাম্মদ সোলায়মান আনছারী (ম.জি.আ.)-এর

অভিমত

আল-াহর প্রিয় নবী হুযুর আক্বদস সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি সবগুণে গুনান্বিত। সর্বদিক দিয়ে অতুলনীয়, দৃষ্টান্ড়হীন, অনুপম চরিত্রের অধিকারী। স্বয়ং রাব্বুল 'আলামীন কুরআন করীমে তাঁর উত্তম আদর্শ ও চরিত্র উত্তম ভাবে বর্ণনা করেছেন। انك لعلى خلق عظيم এ আয়াতটি হুযুর সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর উত্তম চরিত্রের উপর উজ্জ্বল সাক্ষী। সৃষ্টি জগতের যাবতীয় নি'আমত যা সৃষ্টি হয়েছে, হচ্ছে, হবে সকল নি'আমতরাজি রাব্বুল 'আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে দান করেছেন। আল-াহর প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আল-াহ প্রদত্ত্ব যাবতীয় নি'আমত বন্টন করেন। হুযুর আক্বদস সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম নিজের কথা, কাজ ও অনুমোদন পরিভাষায় যাকে হাদীস বলা হয়, এরই মাধ্যমে সমস্ড় নি'আমতের বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং কুরআন করীম মানব জাতির মুক্তির সনদ, হেদায়ত ও কল্যাণের প্রস্রবন বিশ্বমানবতার অন্যতম দিক নির্দেশক। হেদায়ত করার দায়িত্ব আল-াহর কূদরতের হাতে ন্যস্ড়। অনুরূপভাবে কুরআন করীমের বাস্ড়ব ব্যাখ্যা বর্ণনা করার দায়িত্ব স্বয়ং আল-াহর কূদরতীর হাতে নিহিত রয়েছে। যে সব মনীষীদের মাধ্যমে কুরআনকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন অনুরূপভাবে ঐ সব মনীষীদের মাধ্যমে হাদীস শরীফকেও রক্ষা করেছেন। হাদীস নির্ভর যোগ্য হওয়ার জন্য হাদীস বিশারদগণ 'আসমাউর রেজাল' তথা রাবীদের জীবন চরিতের উপর স্বতন্ত্র ভাবে গ্রন্থ রচনা করেছেন। যাতে হাদীস শরীফকে যাচাই বাচাই করা সহজ হয় ও ভুলভ্রান্ড়ি হতে মুক্ত থাকে। কেউ যদি হাদীসের সূত্রের মাঝে ভেজাল প্রবেশ করিয়ে দেয় কিংবা মূল হাদীসের মতনে ইচ্ছা-

অনিচ্ছায় কোন অংশ প্রবেশ করিয়ে দেয়, এই ষড়যন্ত্র আসমাউর রেজাল এর মাঝে প্রকাশ পেয়ে যায়। হাদীসকে যাচাই-বাচাই করার জন্যে **جرح و تعديل** নামক মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ভিত্তিহীন ও মানুষের তৈরী ভেজাল হাদীস ধরা পড়ে। কৃত্রিম হাদীসের উপর অনেক কিতাব রচিত হয়েছে।

অত্যন্ড় আনন্দের বিষয় ও গর্বের কারণ এই যে রাসূল করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম নূরের তৈরী না মাটির অবয়ব দ্বারা গঠিত ? এ ব্যাপারে 'উলামাদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তার সমাধান কল্পে তথ্য ও তাত্ত্বিক গবেষণামূলক **'নূর তত্ত্ব'** নামক বিশে- ষণধর্মী একটি পুস্ড়ক আমার স্নেহাস্পদ, **'ইমাম মুসলিম (রহ.) জীবন ও কর্ম, হৃদয়ের আয়নায় নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ও আ-লে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম** গ্রন্থ সমূহের লিখক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্ড়াবীদ ও গবেষক, রাঙ্গুনীয়া নুর"ল উলূম ফাযিল ডিগ্রী মাদ্রাসা সুযোগ্য উপাধ্যক্ষ ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম (এম.এম, বি.এ অনার্স, এম.এ, পি-এইচ.ডি.) কর্তৃক লিখিত এ পুস্ড়কটি আদ্যন্ড় পাঠ করে দেখেছি। কিতাবটি তথ্য ও তত্ত্ব বহুল, বাস্ড়বিকপক্ষে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার দাবীদার। পাঠকদের নিকট এ ধরণের গবেষণামূলক পুস্ড়ক আসা সময়ের দাবী। লিখক তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে আমাদের প্রিয় নবী হুযুর সাইয়্যিদে 'আলম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম নূরের-ই সৃষ্টি, মাটির সৃষ্টি নয়। তা নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। আমি মনে করি বর্তমান ফেতনা-ফাসাদের যুগে অত্র পুস্ড়কটি পাঠের মাধ্যমে পাঠক সমাজের কাছে ফিতনা নিরসনে সম্ভবপর হবে। আমি উক্ত পুস্ড়কের বহুল প্রচার ও লেখকের দীর্ঘায়ু, উজ্জ্বল ভবিষ্যত ও উন্নতি কামনা করি। এবং দো'আ করি আল-াহ লেখককে হিংসুকের হিংসা ও নিন্দুকের নিন্দা হতে রক্ষা করেন ও এ ধরনের গবেষণা লব্ধ তথ্যবহুল পুস্ড়ক লিখে ভবিষ্যতে যাতে আরো বেশী মুসলিম মিল-াতের খেদমত আঞ্জাম দিতে পারেন আল-াহ তাঁকে সে তাওফিক নসীব কর"ন। আমীন বেহুরমতে সাইয়্যিদিল মুরসালীন।

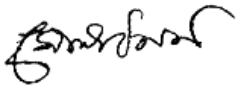

(হাফেজ মুহাম্মদ সোলায়মান আনছারী)

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

নূর সম্পর্কীয় আলোচনা -১৮
নূরের শব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা-২০
নূরের প্রকার ভেদ-২২
প্রথম প্রকারের উদাহরণ-২২
দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ -২৪
আল-কুরআনে নূরের ব্যবহার -২৫
আমাদের নিকট আগমনকারীও নূর -২৭
প্রথম অভিমত : রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম
আমাদের মত ও তার জবাব -৩৩
দ্বিতীয় অভিমত : রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম মাটির
মানুষ ও তার জবাব -৪০
তৃতীয় অভিমত : অধিকাংশ আহলে হকের মতে ইসলামের
মৌলিক 'আক্বীদা-বিশ্বাস হলো তিনি
মানবাকৃতিতে আমাদের মত মানুষ হলেও
সৃষ্টিগত ভাবে নূর।-৪৪
নূর সম্পর্কিত প্রথম দলীল -৪৪
নূর সম্পর্কিত দ্বিতীয় দলীল -৫৪
নূর সম্পর্কিত তৃতীয় দলীল -৬০

নূর সম্পর্কিত চতুর্থ দলীল -৬০
হযরত মা আমিনা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস-৬৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৃষ্টি সম্পর্কীয় আলোচনা -৭১
প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে হাদীসের পর্যালোচনা-৭২
ইমাম তিরমিযী (রহ.) থেকে বর্ণিত হাদীস -৭৯
كنت نبيا و ادم بين الماء و الطين সম্পর্কে আলোচনা। -৮২
সর্ব প্রথম সৃষ্টি নূরে মুহাম্মদী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-৮৫
হাদীসে জাবির (রা.) -৮৬
আরো কয়েকটি হাদীস -৯০
হাদীসে জাবির (রা.)-এর সমালোচনার উত্তর-১ -৯৮
ড. আস-সাদিক মুহাম্মদ-এর সমালোচনার উত্তর - ১০২
হাদীসে জাবির (রা.)-এর সমালোচনার উত্তর-২ -১০৩
ছায়া বিহীন কায়া মুবারক -১০৫
নূর মুবারকের আদী উৎস -১০৯
নূর ও আধুনিক বিজ্ঞান - ১১৯
উপসংহার -১২১
গ্রন্থপঞ্জী -১২৩

বিছমিল-াহর মনোগ্রাম

আল-াহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম কর"ণাময় অতি দয়ালু

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد الانبياء والمرسلين و على اله و اصحابه اجمعين اما بعد !

আল-াহ তা'আলার অনুপম ও সর্বোত্তম সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ সল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম। যিনি সৃষ্টি জগতের প্রাণ স্পন্দন, কর"ণার আধার, চারিত্রিক মাধুর্য্যতার মূর্ত প্রতিক, নিষ্কুলুষ-নিস্পাপ এক মহান সত্ত্বা। যাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করা হতো না। সর্ব প্রথম তিনি সর্বশেষও তিনি। যাঁর সন্তুষ্টি স্বয়ং প্রভু কামনা করেন। যাকে শাফা'আতে কুবরার একমাত্র অধিকারী, মাকামে মাহমূদের একচ্ছত্র মালিক বানিয়েছেন আল-াহ তা'আলা। যাঁর কথাগুচ্ছ মুক্তামালার ন্যায়, দাঁত মুবারক ছদব পাথরের ন্যায় আলোক উজ্জ্বল। পবিত্র মুখমন্ডল চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার ন্যায়, যাঁর শরীর মুবারক অতি উজ্জ্বল আলোকময়, ঘর্ম মুবারক মেশক আম্বরের ন্যায় অতীব সুগন্ধীময়, ছায়াবিহীন কায়া বিশিষ্ট। মেঘমালা যাঁকে ছায়াদানে সুশীতল করে, বনের হরিণ যাঁর কথা মানে, যাঁর থুথু মুবারক শিফা স্বরূপ, যাঁর আঙ্গুল বেয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, যাঁকে বৃক্ষ-লতা সালাতু-সালামের অভিনন্দনে সিক্ত করে, মুষ্টিবদ্ধ পাথর যাঁর শানে কথা বলে, যাঁর আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়। দুলনায় থেকে যিনি চন্দ্রের সাথে খেলা করেন, যাঁর নির্দেশে অস্ড় মিত সূর্য আবার উদিত হয়। রওদ্বা শরীফে যাঁর শরীর মুবারক স্পর্শিত ধুলা-বালি আরশ 'আযীমের চেয়ে মর্যাদাবান। যাঁকে আল-াহ তা'আলা যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে সর্ববিষয়ের 'ইলম দান করেছেন। যিনি অতুলনীয়, বেনযীর-বেমেছাল, সর্বোৎকৃষ্ট, যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, যিনি সমস্ড় নবী রাসূলের

ইমাম। নবীদের দায়িত্বই ছিল আল-াহর একত্ববাদ ও নবী করীম রউফুর রহীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর শুভাগমনের সুসংবাদ প্রদান করা, তাঁকে পেলে সাহায্য-সহযোগিতা ও বিশ্বাস স্থাপন করা, যাঁর শান মান-মর্যাদার কথা সকল আসমানী কিতাবে লিপিবদ্ধ ছিল, আর আল-কুরআনই যার চারিত্রিক সনদ। যিনি উম্মতের প্রতি পরম দয়ালু ও তাদের ব্যথায় ব্যথিত, শয়নে স্বপনে যিনি রাব্বি হাবলি উম্মতি বলে বলে ক্রন্দন করেন, তিনি উভয় জাহানের বাদশাহ হয়েও ফকীরের মত জীবন যাপন করেছেন। যিনি ক্ষুধায় পেট মুবারকে পাথর বেঁধেছেন। যাঁর আলোচনা উর্ধ্বলোকে অনুষ্ঠিত হয়, যাঁকে মিরাজ করিয়ে মহা প্রভু আনন্দিত হন। যাঁর প্রতি প্রভু সদা সর্বদা দরূদ-সালামের দয়া বর্ষণ করেন। ফিরিস্ড়াকুল যাঁর শান-মান বর্ণনায় মশগুল, যাঁর চর্চা প্রভু অনেক উঁচু করেছেন। কলেমায় আযান-একামতে আল-াহর নামের সাথে যাঁর নাম উচ্চারিত হয়। আরশ 'আযীম বেহেস্ড়ের কুল-কাননে যাঁর নাম খুদাইকৃত। যাঁর প্রেম-ভালবাসা মুমিনের কলবে জাগর"ক। প্রত্যেক নবী-রাসূল যাঁর জয় ধ্বনী করেছেন। যাঁর প্রশংসায় স্বয়ং প্রভু পঞ্চমুখ, যাঁকে স্বয়ং প্রভু নিজ 'নূর' হতে সৃষ্টি করেছেন বলে ঘোষণা করেছেন। যেমনটি তিনি বলেছেন, **قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين** (নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল-াহর পক্ষ থেকে একটা 'নূর' এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব) তত্ত্ব ও তথ্যগত বিচারে তিনি সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আল-াহর নূর থেকে সৃষ্টি। যাঁর বহু প্রমাণ ও যুক্তি এখানে আলোচনা করা হযেছে। বিশুদ্ধ হাদীস মতে তিনি হযরত আদম (আ.)-এর অনেক পূবেই সৃজিত হয়েছেন। তিনি একমাত্র সৃষ্টি যাঁর পূর্বে আল-াহ তা'আলা অন্য কিছু সৃষ্টি করেননি সে হিসেবে তিনি الاول বা প্রথম। আর নবী হিসেবে তিনি সবার শেষে আগমন করেছেন। সে হিসেবে তিনি الاخر বা সর্বশেষ। মাটি, আগুন, বাতাস, পানি তাঁর অনেক পরে সৃষ্টি হয়েছে। সে হিসেবে তিনি মাটির মানুষ নন। তিনি নূরের তৈরী মহামানব। তিনি মানুষের বেশে মানুষের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করেছেন, মানুষের

সমস্ড় উত্তম গুণে গুণান্বিত ছিলেন বটে কিন্তু মানবীয় দূর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন। একথা সত্য বশারিয়্যাত (মানবীয় অবস্থা) নূরানীয়্যাত-এর প্রতিবন্ধক নয়। যেমন হযরত জিব্রাইল (আ.) মানবীয় বেশে আল-াহর রাসূলের দরবারে তাশরীফ এনেছেন কিন্তু তিনি মানুষ ছিলেন না।

প্রকৃত পক্ষে তিনি তিনটি গুনে গুনান্বিত ছিলেন। মিছলে ছূরী তথা মানবীয় আকৃতি, মিছলে মালাকী তথা ফিরিস্ড়র গুণ সম্পন্ন, মিছলে হাক্বীক্বী তথা প্রকৃত অবস্থা-নূরানী সত্ত্বা বিশিষ্ট।

'নূর তত্ত্ব' একটি বহুল আলোচিত বিষয় যা নিয়ে নিগুঢ় গবেষনা হয়েছে। আহলে হক্ব তথা সত্য পন্থিদের অভিমত হলো হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আল-াহ তা'আলার 'নূর' থেকে সৃষ্টি। আর সমস্ড় কিছু রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর 'নূর' থেকে সৃষ্টি। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর অনু-প্রমাণুতে তাঁর নূর বিদ্যমান। যাকে আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় Electron ও Proton বলা হয়।

মূলত আল-াহ তা'আলার প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রশংসা, গুণ-কীর্তন কোন সৃষ্টির পক্ষে করা সম্ভব নয়। কোন মানুষের পক্ষেও তাঁর যথাযথ প্রশংসা করা সম্ভব নয়। স্বয়ং আল-াহ তা'আলা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাই কবির ভাষায় বলতে হয়-

لايُمْكِنُ الثَّنَاءَ كَمَا كَانَ حقه
بعد از خدا بزر گ توئی قصه مختصر
অসম্ভব বয়ান করা আপনার শান
বলা যায় শুধু আল-াহর পরেই আপনার স্থান

অত্র 'নূর তত্ত্ব' কিতাবটি ৮ রমদ্বানুল মুবারক ১৪৩১ হি. / ১৮ আগষ্ট ২০১০ খৃ. সালে আরব আমিরাতের ডুবাই জুমু'আল-মাজিদ লাইব্রেরীতে আরম্ভ করি। বিভিন্ন কিতাবাদী থেকে উপকৃত হই। আমার প্রিয় বন্ধু সাঈদ আহমদ সাইফ (Dr. Saeed Bin Ahmad Al-Tunaiji, Brigadier, Manager- Dept. of

Naturalization, Sharjah, U.A.E) ও হাটহাজারীর জামেয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হযরতুল 'আল-ামা মোহাম্মদ ছৈয়দ হোসাইন এ বিষয়ে আমাকে গুর"ত্বপূর্ণ বই পুস্ড়ক দিয়ে, মূল্যবান সময় দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। আল-াহ তা'আলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান প্রদান কর"ন। মাওলানা নুর"ল আলম নূর"ল-াহ (শায়েস্ড়া খাঁ পাড়া হাটহাজারী) সাহেবসহ যাঁরা আন্ড়রিক সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন আল-াহ তা'আলা তাঁদেরকে পুরস্কৃত কর"ন। তা ছাড়া যাঁদের গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে আমি তাঁদের সকলের কাছে ঋণী।

অন্ড়রের অন্ড়স্থল থেকে শুকরিয়া ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার শায়খুল হাদীস হযরতুল 'আল-ামা উস্ড়াযুল 'উলামা হাফেয মুহাম্মদ সোলায়মান আনছারী হাজারো ব্যস্ড়তা সত্বেও অত্র গ্রন্থ মূল্যায়ন পূর্বক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আরো

২০১১ খৃ./১৪৩২ হি. সালে উক্ত কিতাবটি পূর্ণাঙ্গরূপে, পরিমার্জিতভাবে সম্পাদনা করার নিমিত্তে আল-াহ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় পান্ড়ুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছে।

সুতরাং কুরআন করীম, হাদীসে রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মতের অধিকাংশ 'উলামা মাশায়েখের ভাষ্য মতে উক্ত আকিদা বিশুদ্ধ ও সঠিক। এতে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ নেই।

হে আল-াহ কবুল কর"ন, উক্ত কিতাবকে আমাদের নাজাতের উছিলা বানিয়ে দিন। আমিন !

وماتوفيقى الاباالله العظيم

প্রথম অধ্যায়

নূর সম্পর্কীয় আলোচনা

اَلنُّوْرُ- (আন্-নূর) শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ। যা একাধারে আল-াহ তা'আলা[১], নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম[২] ও আল-কুরআনুল করীম-এর গুণবাচক নাম।[৩] সর্বোপরি এটি

---

১. 'আবদুর রয্যাক্ব ইবন 'আবদুল মুহাসিন আলবদর : ফিক্বহুল আসমায়িল হুসনা (মদীনা মুনাওয়ারা : ফিহরাসাতু মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ আল-ওয়াতানিয়া, ১ম সং ২০০৮ খৃ./১৪২৯ হি.) পৃ. ৬৭

২. জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী : কিফাইয়াতুত্ব ত্বালিবিল লবীব ফী খাসায়িসিল হাবীব যা আল-খাসায়িসুল কুবরা নামে প্রসিদ্ধ (বৈর"ত : দার"ল কিতাবিল আরবী, দক্ষিণ হায়দারাবাদ থেকে ৪ঠা রজব ১৩২০ হি. সালে প্রকাশিত) খ. ১, পৃ. ৭৮, প্রাগুক্ত, বঙ্গানুবাদ মহিউদ্দীন খান (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, ৯ম সং ২০১১ খৃ.) খ. ১, পৃ. ১৩৮। জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী (রহ.) বলেন, রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নাম মুবারকের ব্যাখ্যায় আমি একটি গ্রন্থ রচনা করেছি। যার মধ্যে পবিত্র কুরআন মজীদ, হাদীস শরীফ ও প্রাচীন কিতাব সমূহ থেকে ৩৪০টি নাম সন্নিবেশিত করেছি। ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব (রহ.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এ যে, আল-াহ তা'আলা আপন নাম সমূহ থেকে প্রায় ৩০টি নাম রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নাম হিসাবে ঘোষণা করেছেন। নাম সমূহ হলো : আল-আকরাম, আল-আমিন, আল-আউয়াল, আল-আখির, আল-বশীর, আল-জব্বার, আল-হক্ব, আল-খবীর, যুলকুওয়াহ, আর-রাউফ, আর-রহীম, আশ-শহীদ, আশ-শাকুর, আস-সাদিক, আল-'আযীম, আল-'আফভূ, আল-'আলীম, আল-'আযীয, আল-ফাতেহ, আল-করীম, আল-মুবীন, আল-মূমিন, আল-মুহায়মিন, আল-মুক্বাদ্দাস, আল-মাওলা, আল-ওয়ালী, আন-নূর, আল-হাদী, ত্বোয়াহা, ইয়াছিন।

৩. **القران - আল-কুরআন-এর বর্ণনা :**

আল-কুরআন শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। যা 'কিরাআতুন' (قِرَاءَةٌ) শব্দের সমার্থবোধক। তবে আল-কুরআনকে 'মাকর"উন' (مَقْرُوْءٌ) তথা পঠিত অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। আর যেহেতু কুরআন মাজীদ দুনিয়ার সকল গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ বলেই তাকে কুরআন বলা হয়।

আল-কুরআনুল কারীমের ২৪ তম সূরার নামও বটে।[৪] শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়।

পরিভাষায় আল-কুরআন বলা হয় :

اَلْقُرْانُ كَلام اللهِ الْمُعْجِزُ, اَلْمُنَزَّلُ عَلى خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ, بِوَاسِطَةِ الأَمِيْنِ جِبْرَيلَ عَلَيهِ السَّلامِ, اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمُصَاحِفِ, اَلْمَنْقُوْلُ اِلَيْنَا بِالتَّوَاتِرِ, اَلْمُتَعَبَّدُ بِتِلاَوَتِه, اَلْمَبْدُوْءُ بِسُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ, اَلْمُتَخَتَّمُ بِسُوْرَةِ النَّاسِ

"আল-কুরআন আল-াহ তা'আলার কালাম, যার মুকাবিলায় সবাই অক্ষম। হযরত জিব্রাইল আমীন (আ.)- এর মাধ্যমে সর্বশেষ নবী ও রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম - এর উপর এটি অবতীর্ণ। মাসহাফ সমূহে এটি লিপিবদ্ধ। মুতাওয়াতির পর্যায়ে এটি আমাদের নিকট বর্ণিত। এর তিলাওয়াত করা 'ইবাদত। এর আরম্ভ সূরা 'ফাতিহা' দ্বারা। আর সমাপ্তি সূরা 'নাস' এর মাধ্যমে।"

কিতাবটি আল-াহ তা'আলার কালাম, যা সৃষ্টি নয়। এতে তাওহীদ (আল-াহ তা'আলার একত্ববাদ) তাযকীর (আল-াহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি, ভয় প্রদর্শন, জান্নাত-জাহান্নাম, বাহ্যিক ও অভ্যন্ড়রীণ স্বচ্ছতা অর্জন সম্পর্কিত নির্দেশাবলী) ও আহকাম (শরী'আতের সকল বিধান, নির্দেশ ও নিষেধাবলী) বিষয়ক সহ সবকিছুর প্রমাণিক বর্ণনা রয়েছে। মুত্তাকিদের জন্য হেদায়ত ও রহমত- প্রশান্ড়ি ছাড়াও সর্বকালের, সর্বস্থানের সব সমস্যা সমাধানের মৌলিক উৎস হলো আল-কুরআন। এতে মক্কী সূরা ৮৬টি মতান্ড়রে ৯২টি মাদানী সূরা ২৮টি সর্বমোট ১১৪টি সূরা ৬২৩৬টি আয়াত ৮৬,৪৩০টি শব্দ ৩,২১,২৫০টি অক্ষর।

বিস্ড়রিত জানার জন্য দেখুন :

১. মান্না'আল-কাত্তান; মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন (বৈরুত : মুআস্সাতুর রিসালা, ৫ম সং ১৪১৮হি. / ১৯৯৮ খৃ.) পৃ. ১৯.

২.মুহাম্মদ'আলী সাবূনী ; আত্-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন (বৈরুত : 'আলামুল কুতুব' ১ম সং ১৪০৫ হি. /১৯৮৫খৃ.) ১ম. পৃ.

[৪]. **সূরা এর বর্ণনা :**

সূরা (السُّوْرَةُ) শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে- দেয়ালের পাথরের সারি, ভবনের সুউচ্চ ও সুন্দর অংশ, সম্মান, মর্যাদা, পদমর্যাদা, চিহ্ন, আল-কুরআনের অধ্যায়, সূরা ইত্যাদি। ড. ফজলুর রহমান : আল-মুজামুল ওয়াফী (আধুনিক আরবী -বাংলা অভিধান) (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী ৬ষ্ঠ সং , ২০০৯ খৃ:) পৃ. ৫৮১। উপরিউক্ত সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ। ক্রমানুশারে এটি ২৪তম সূরা। যাতে নয়টি রুকু এবং চৌষট্টিটি আয়াত রয়েছে।

ড. রূহী আল-বা'লাবাক্কীর মতে,[৫] نُوْرٌ (Nur),অর্থ ضُوْءٌ (Light), بَهَاءٌ (Brightness), أشْعَاءٌ (Gleam), إضَاءَةٌ (Glow), إنَارَةٌ (Ilhumination) প্রভৃতি।

ইলিয়াস আনতুন- এর মতে,[৬] نُوْرٌ (নূর) শব্দটি একবচন, বহুবচনে أنْوَارٌ (আনওয়ার), نِيْرَانٌ (নীরান) যার অর্থ ضُوْءٌ (Light)

মজদুদ্দীন মুহাম্মদ ফিরূযাবাদীর মতে,[৭]

اَلنُّوْرُ بِالضَّمِّ : اَلضَّوْءُ أوْ شُعَاعَةٌ ج : أنْوَارٌ و نِيْرَانٌ

আন্-নূর শব্দটির 'নূন' বর্ণে পেশ যোগে অর্থ হবে আলো অথবা অগ্নিশিখা যার বহুবচন আন্ওয়ার এবং নীরান।

মুহাম্মদ ফরীদ ওয়জদীর মতে ,[৮] نُوْرٌ শব্দটি نَارَالرَّجُلُ يَنُوْرُ نُوْرًا থেকে উদগত, অর্থ أضَاءُوْ -উজ্জ্বল করা, আলোকিত করা , আলোময় করা।

রাগিব ইস্পাহানীর মতে,[৯] اَلضَّوْءُ المُنْتَشِرُ الَّذِىْ يُعَيَّنُ عَلى اللإبْصَارِ অর্থাৎ বিস্ড়ৃত আলো যা দিয়ে উপলব্দি বা প্রত্যক্ষ করা যায় তাকে 'নূর' বলে।

মুফতি 'আমীমুল ইহসান (রহ) نُوْرٌ এর সংজ্ঞায় বলেন,[১০]

---

৫. ড.রূহী আল-বা'লাবাক্কী : আল-মাওরিদ আস-সুলাসী (বৈরূত: দারুল 'ইলম লিল মালাঈন' ১ম সং ২০০৪ খৃ.) পৃ. ১৮৫৭

৬. ইলিয়াস আন্তুন : Elias Modern Dictonary (Arabi–Eng) (কায়রো : শিরকাতু দারি ইলিয়াস আল-'আসরীয়্যাহ, তা.বি.) পৃ. ৭৪১

৭. ফিরূযাবাদী: আল-ক্বামূসুলমুহীত্ব (কায়রো:দারুলহাদীস,১৪২৯হি./২০০৮খৃ.) নং ৯৪৭৮ পৃ. ১৬৬১।

৮. ওয়াজদী : দায়িরাতু মা'আরিফ আল কুরনিল ইশরীন (বৈরূত : মা 'আরিফা' ৩য় সং, তা.বি) খ. ১০, পৃ.৩৮২।

৯. রাগিব ইস্পাহানী : মুফরাদাত আলফাযিল কুরআন, (বৈরূত:দারুশ শামীয়্যাহ, দামিস্ক: দারুল ক্বলম, ২য় সং ১৪১৮ হি/১৯৯৮ খৃ.) পৃ.৮২৭; সামিহ 'আত্বিফ আয্-যাইন: মু'জামু তাফসীরে মুফরাদাত আলফাযিল কুরআনিল কারীম (কায়রো : দারুল কিতাব আল-মাসরীয়্যাহ, (বৈরূত : দারুল কিতাব আল-লিবনানী, ৫ম সং, ১৪২৮ হি/২০০৭ খৃ:) পৃ: ১০৫০

১০. মুফতী 'আমীমুল ইহসান : ক্বাওয়াইদুল ফিক্বহ (ইউ পি: দারুল কিতাব দেওবন্দ, ১ম সং, ১৯৯১ খৃ:) পৃ : ৫৬৩।

اَلنُّوْرُ : كَيْفِيَّةٌ تُدْرِكُهَا الْبَاصِرَةَ اَوَّلاً وَبِوَاسِطَتِهَا سَائِرَالْمُبْصِرَاتِ وَ اَلضُّوْءُ اَخَصَّ مِنْهُ

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমানের মতে,[১১] نُوْرٌ শব্দটি أَنْوَارٌ এর একবচন। যার অর্থ-আলো, উজ্জ্বলতা, কিরণ, জ্যোতি, প্রদ্বীপ ও বাতি ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় রচিত অধিকাংশ আরবী-বাংলা অভিধানে **اَلنُّوْرُ** শব্দের অর্থ আলো, জ্যোতি ইত্যাদি

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানের মতে,[১২] نُوْرٌ অর্থ আলো, জ্যোতি, আলোকরশ্মি, কিরণ, উজ্জ্বলতা, ঝলক, প্রদীপ, লন্ঠন, জ্যোতিষ্ক, সত্য প্রকাশ ইত্যাদি। বহু বচন أَنْوَارٌ

এছাড়া ও মিছবাহুল লুগাত প্রণেতার মতে,[১৩] যে কোন প্রকার আলো, জ্যোতি, কিরণ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত।

পরিভাষায় نُوْرٌ বলা হয় -[১৪]

إِنَّ النُّوْرَ عِبَارَةٌ مِنَ الظُّهُوْرِ وَقَدْانْكَشَفَ بِهِ اَلْحَقَائِقَ الإِلهِيَّةِ وَالأَسْرَارِ الأَحَدِيَّةِ وَالأَسْتَارِالصَّمَدِيَّةِ وَبِهِ اشْرَقَتِ الْكَائِنَاتِ وَخَرَجَتْ عَنْ خِيَزِ الظُّلَمَاتِ -

"নূর অর্থ হচ্ছে প্রকাশিত হওয়া। এর দ্বারা আল-াহ তা'আলার প্রকৃতভেদ, একক ও অদ্বিতীয় সত্তার গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হয়, এছাড়াও সৃষ্টির অবলোকন ও অন্ধকারের গহবর থেকে বেরিয়ে আসাকে নূর বলে।"

সাধারণ অর্থে নূর একটি অবস্থা,দৃষ্টি শক্তি প্রথম যেটিকে অবলোকন ও অনুধাবন করে। অত:পর নূরের মাধ্যমে অন্যান্য দৃষ্ট বস্তুও অনুধাবন তথা

---

[১১]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : আল-মুজামুল ওয়াফী (আধুনিক আরবী -বাংলা অভিধান) (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী ৬ষ্ঠ সং , ২০০৯ খৃ:) পৃ:১০৮৯

[১২]. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান : আল- মুনীর (আরবী-বাংলা অভিধান) (ঢাকা : দারুল হিকমাহ বাংলাদেশ, ১ম সং ২০১০ খৃ:) পৃ: ১০৬১

[১৩]. আবুল ফযল মাওলানা আবদুল হাফিয বালয়াভী (র:): মিছবাহুল লুগাত (বঙ্গাঁনুবাদ: হাফেজ মাওলানা নাজমুল হুদা) (সাহারানপুর/ইউ.পি সাহারা লাইব্রেরী ১৯৯৮ খৃ) পৃ. ৯৬৩।

[১৪]. খাফাজী : শরহু শিফা (বৈরূত :দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১ম সং ১৪১২হি/২০০১খৃ) খ. ১, পৃ .৪৮- ৪৯।

অবলোকন করা হয়। এখানে নূরের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, তা تَعْرِيْفُ الجَلِى بِالخَفِى (তারীফুল জলী বিল খফী) । মূল কথা হচ্ছে নূর সংজ্ঞায়িত করার অনেক উর্ধ্বে।[১৫]

মুহাক্কিকীনদের দৃষ্টিতে ‘ নূর ’ বলা হয়- যেটি নিজে জাহের (প্রকাশিত) এবং অন্যের জন্য মুজহির বা প্রকাশকারী।[১৬]

রাগিব ইসপাহানী نُوْرٌ কে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা - ১. ইহকালীন (দুনইয়াভী) ২. পরকালীন (উখরভী) ‘ ইহকালীন নূর ’ দু ভাগে বিভক্ত : প্রথমত : বিবেক দৃষ্টি সমৃদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি যা আল-াহ তা‘আলার ফুয়ুযাত বধান্যতা থেকে বিস্তৃত। যেমন- ‘আক্বল তথা বিবেকের নূর (জ্যোতি)’ আল-কুরআনুল করীমের নূর (জ্যোতি)ইত্যাদি।[১৭]

দ্বিতীয় : مَحْسُوْسٌ بِعَيْنِ الْبَصَرِ চোখে অনুভূত হয়। অর্থাৎ আলোকিত বস্তুটি চোখে দৃশ্যমান। যেমন চন্দ্র , সূর্য ও নক্ষত্ররাজী. এবং আলোকিত বস্তুসমূহ ইত্যাদি।[১৮]

প্রথম প্রকারের উদাহরণ আল-কুরআনুল কারীমের ভাষায়

(১) قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُبِيْنٌ

নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল-াহ তা‘আলার পক্ষ থেকে একটা ‘নূর’ এসেছে এবং সুস্পষ্ট কিতাব[১৯]

(২) وَجَعَلْنَا لَه نُوْرًا يَّمْشِى بِه فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُه فِى الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

---

১৫. আ‘লা হযরত : নুরুল মুস্তাফা সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম (বাংলায় অনূদিত) (চট্টগ্রাম : ছিরাতুল মুসতাকিম প্রকাশনী , ২০০৪ খৃ.)পৃ.

১৬. আ‘লা হযরত : নুরুল মুস্তাফা সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম পৃ. ৯

১৭. রাগিব ইস্পাহানী : মুফরাদাত আলফাযিল কুরআন, (প্রাগুক্ত) পৃ. ৮২৭; সামি ‘আত্বিফ আয-যাইন : মু‘জামু তাফসীরে মুফরাদাত, (প্রাগুক্ত) পৃ. ১০৫০ -

১৮. রাগিব ইস্পাহানী : মুফরাদাত আলফাযিল কুরআন (প্রাগুক্ত) পৃ. ৮২৭

১৯. আ‘লা হযরত : কানযুল ঈমান (বাঙ্গানুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান) (চট্টগ্রাম : গুলশান-ই-হাবিব ইসলামি কমপে- ক্স, ১ম সং ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খৃ.) সূরা মায়িদা : আয়াত নং ১৫ পৃ. ২১১

"এবং তার জন্য একটা আলো সৃষ্টি করে দিয়েছি, যা দ্বারা সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে, যে অন্ধকাররাজিতে রয়েছে, তা থেকে বের হবার নয় ? "[২০]

(৩) مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَالْكِتَابُ وَ الايْمَانُ وَ لكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِه مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا

'এর পূর্বে না আপনি কিতাব জানতেন, না শারী'আতের বিধানাবলীর বিস্ড়ারিত বিবরণ। হ্যা, আমি সেটাকে আলোকিত করেছি; যা দ্বারা আমি পথ দেখাই আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করি।' [২১]

(৪)اَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلاِسْلاَمِ فَهُوَ عَلى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّه

'তবে কি ঐ ব্যক্তি, যার বক্ষ আল-াহ ইসলামের জন্য উম্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে আলোর উপর রয়েছে। '[২২]

দ্বিতীয় প্রকার তথা চোখে দৃশ্যমান নূর-এর উদাহরণ আল-কুরআনুল কারীমের ভাষায়

(১) هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا

'তিনিই হন, যিনি সূর্যকে ঝকমককারী করেছেন এবং চন্দ্রকে করেছেন জ্যোর্তিময়। '[২৩] এখানে আল-াহ তা'আলা সূর্যের বেলায় ضِيَاءٌ এবং চন্দ্রের বেলায় نُوْرٌ (জ্যোতি) ব্যবহার করেছেন অন্য আয়াত শারীফে চন্দ্রে জন্য مُّنِيْرًا (আলো) ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন-

(২) تَبرَكَ الَّذِى جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّ جَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا

'বড় মঙ্গলময় তিনি ,যিনি আসমানে কক্ষপথ সৃষ্টি করেছেন, এবং সে গুলোর মধ্যে প্রদীপ স্থাপন করেছেন আর জ্যোতির্ময় চন্দ্র।'[২৪]

---

[২০]. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা আল-আন'আম আয়াত নং ১২৩ পৃ. ২৬৯

[২১]. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা আশ-শূরা আয়াত নং ৫২ পৃ. ৮৭৪

[২২]. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা আয্-যুমার আয়াত নং ২২ পৃ. ৮৩১

[২৩]. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা ইউনুস আয়াত নং ৫ পৃ. ৩৮৩

[২৪]. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা ফুরক্বান আয়াত নং ৬১ পৃ. ৬৬৩

তবে ضِيَاءٌ শব্দটি গৌন অর্থবোধক। অর্থাৎ ضِيَاءٌ এর তুলানায় نُوْرٌ শব্দটি 'আম তথা ব্যাপক অর্থবোধক।[২৫]

তাছাড়াও 'নূর' কে আল-াহ তা'আলা আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন :-

(১) وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ النُّوْرَ

' এবং অন্ধকাররাশি ও আলো সৃষ্টি করেছেন।'[২৬]

(২) يَجْعَلْ لَكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِه

'এবং তোমাদের জন্য জ্যোতি সৃষ্টি করবেন যার মধ্যে তোমরা চলবে।'[২৭]

(৩) وَاَشْرَقَتِ الارْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا

'এবং যমীন উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আপনার প্রতিপালকের আলোকে।'[২৮]

উখরভী নূরের উদাহরণ আল-কুরআনের ভাষায় -

(১) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ يَسْعى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ

'যেদিন আপনি ঈমানদার পুর"ষগণ ও ঈমানদার নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের আলো রয়েছে তাদের সম্মুখে ও তাদের ডানে, ছুটাছুটি করছে।'[২৯]

(২) لايُخْزِى اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا مَعَه نُوْرَهُمْ يَسْعى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا

'যেদিন আল-াহ তা'আলা অপমানিত করবেন না নবী ও তাঁর সঙ্গেকার ঈমানদারদেরকে ; তাঁদের আলো দৌড়াতে থাকবে তাঁদের সম্মুখে এবং তাঁদের ডানদিকে, আরয করবে হে আমাদের প্রতিপলক ! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও।'[৩০]

(৩) اُنْظُرْنَا نَقْتَبِسُ مِنْ نُّوْرِكُمْ

---

২৫. রাগিব ইস্পাহানী : মুফরাদাত আলফাযিল কুরআন (প্রাগুক্ত) পৃ. ৮২৮

২৬. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা আল-আন'আম আয়াত নং ১ পৃ. ২৪২

২৭. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা আল-হাদীদ আয়াত নং ২৮ পৃ. ৯৭৪

২৮. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা আয্-যুমার আয়াত নং ৬৯ পৃ. ৮৩৮

২৯. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা আল-হাদীদ আয়াত নং ১২ পৃ. ৯৭০

৩০. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা আত-তাহ্রীম আয়াত নং ৮ পৃ. ১০১০

‘আমাদের দিকে একবার তাকাও ! যাতে আমরা তোমাদের নূর থেকে কিছু অংশ নিই।’[৩১]

(৪) قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا

‘তাদের কে বলা হবে, ‘ তোমাদের পেছনের দিকে ফিরে যাও, সেখানে আলো অন্বেষণ কর।’[৩২] উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা পরকালীন ‘নূর’ উদ্দেশ্য।

আল-াহ তা‘আলা আল-কুরআনুল কারীমে আন-নূর (اَلنُّوْرُ) শব্দটি চব্বিশবার,[৩৩] নূরান (نُوْرًا) শব্দটি নয়বার,[৩৪] (نُوْرِكُمْ) একবার,[৩৫] নূরান (نُوْرَنَا)একবার,[৩৬] নূরিহি/নূরাহু (نُوْرِه/ نُوْرَهُ) চারবার,[৩৭] নূরুহুম/নূরিহিম (نُوْرُهُمْ/ نُوْرِهِمْ) চারবার,[৩৮] আল-মুনীর (اَلْمُنِيْرُ)

---

[৩১]. আ‘লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা আল-হাদীদ আয়াত নং ১৩ পৃ. ৯৭০

[৩২]. আ‘লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা আল-হাদীদ আয়াত নং ১৩ পৃ. ৯৭০

[৩৩]. মুহাম্মদ ফুআদ‘আবদুল বাক্বী : আল-মু‘জামুল মুফাহারিসু লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম (ইস্‌ড়াম্বুলঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামীয়্যাহ, ১৯৮৪ খৃ.) পৃ. ৭২৫। নিম্নে সূরা ও আয়াতের ক্রমিক উলে-খ করা হলো : আন্-নূর (اَلنُّوْرُ) ২৪ বার। যথা: ২: ২৫৭, ২:২৫৭, ৫: ১৫ , ৫: ১৬, ৫: ৪৪ , ৫: ৪৭ , ৬: ০১ , ৭: ১৫৭ , ৯: ৩২ , ১৩ : ১৬ , ১৪: ০১ , ১৪: ৫ , ২৪: ৩৫ , ২৪: ৩৫ , ২৪: ৩৫ , ২৪: ৪০ , ৩৩:৪৩, ৩৫: ২০ , ৩৯: ২২ , ৩৯: ৬৯ , ৫৭: ০৯ , ৬১: ০৮ , ৬৪: ০৮ , ৬৫:১১।

[৩৪]. মুহাম্মদ ফুআদ‘আবদুল বাক্বী:(প্রাগুক্ত) পৃ. ৭২৫। আল-কুরআনে (نُوْرًا) নয়বার উলে-খ করা হয়েছে। যথা: ৪: ১৭৪ , ৬:৯১ , ৬: ১২২ , ১০: ৫ ২৪: ৪০ , ৪২: ৫২ , ৫৭: ১৩ , ৫৭:২৮ , ও ৭১: ১৬।

[৩৫]. মুহাম্মদ ফুআদ‘আবদুল বাক্বী:(প্রাগুক্ত) পৃ. ৭২৫। আল-কুরআনে (نُوْرِكُمْ) একবার উলে-খ হয়েছে। যথা: ৫৭: ১৩ ।

[৩৬]. মুহাম্মদ ফুআদ‘আবদুল বাক্বী:(প্রাগুক্ত) পৃ. ৭২৫। আল-কুরআনে (نُوْرَنَا) একবার উলে-খ হয়েছে। যথা: ৬৬: ০৮ ।

[৩৭]. মুহাম্মদ ফুআদ‘আবদুল বাক্বী:(প্রাগুক্ত) পৃ. ৭২৫। আল-কুরআনে (نُوْرَه /نُوْرِه) চারবার উলে-খ হয়েছে। যথা: ৯:৩২, ২৪:৩৫,২৪:৩৫,৬১:৮

[৩৮]. মুহাম্মদ ফুআদ‘আবদুল বাক্বী:(প্রাগুক্ত) পৃ. ৭২৫। আল-কুরআনে (نُوْرِهِمْ/نُوْرُهُمْ) চারবার উলে-খ হয়েছে। যথা:২:১৭,৫৭:১২, ৫৭:১৯,৬৬:৮

চারবার,[৩৯] এবং মূনীরান (مُنِيْرًا) দু'বার[৪০] উলে-খ করেছেন।

আল-াহ তা'আলার প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর দুইশত একটি মতান্ড়রে তিনশত চলি-শটি গুণবাচক নাম রয়েছে। তম্মধ্যে نُوْرٌ হলো অন্যতম।[৪১]

মূলত نُوْرٌ শব্দটি ظلمة তথা অন্ধকারের বিপরীত অর্থজ্ঞাপক। আলোর বিপরীত অন্ধকার। আবার نُوْرٌ এর বিপরীত جهل তথা অজ্ঞতা-মূর্খতাও এসে থাকে। তবে নূর শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। পৃথিবীতে যত সুন্দর, যত সত্য উদ্ভাসিত, আলোকিত সবই নূর। যেমন আল-াহ তা'আলার একমাত্র মনোনিত ধর্ম ইসলামকেও নূর বলা হয়। (اَلاسْلاَمُ نُوْرٌ) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম বিশ্ববাসীর জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ।[৪২] অনুরূপভাবে اَلعِلْمُ نُوْرٌ -নবুওয়াতের উৎস, রহমতের ফলগুধারা রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহ 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র ক্বালব শরীফ থেকে উৎসারিত জ্ঞানও নূর,[৪৩] মনুষ্যবোধ জাগ্রতকারী একমাত্র উপাদান 'আক্বলও নূর[৪৪]। এভাবে বলা হয় আল-কুরআনুল কারীমের নূর, ঈমানের

---

৩৯. মুহাম্মদ ফুআদ'আবদুল বাক্বী:(প্রাগুক্ত) পৃ. ৭২৫। আল-কুরআনে (اَلمُنِيْرُ) চারবার উলে-খ হয়েছে। যথা:৩: ১৮৪ ,২২:০৮, ৩১:২০, ৩৫:২৫

৪০. মুহাম্মদ ফুআদ'আবদুল বাক্বী:(প্রাগুক্ত) পৃ. ৭২৫। আল-কুরআনে (مُنِيْرًا) দু'বার উলে-খ হয়েছে। যথা: ২৫:৬১ ও ৩৩: ৪৬।

৪১. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান আল-জাযুলী: দালায়িলুল খায়রাত। (উর্দু অনুবাদও পাদটীকা যুক্ত)(দিল-ীর কুতুব খানা ইশা'আতে ইসলাম, তা.বি.) পৃ. ৩২

৪২. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : তাফসীরে জালালাইন। সূরা আল-মায়িদার ১৫ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য-

৪৩. মোল-া'আলী ক্বারী : মিরকাত ; ওলিউদ্দীন আল-খত্বীব : মিশকাত কিতাবুল 'ইলম-এর পাদটীকা দ্রষ্টব্য। মোল-া'আলী ক্বারীর ভাষায়- اَلْعِلْمُ نُوْرٌ فِى قَلْبِ الْمُؤْمِنِ

৪৪. মুফতী আমীমুল ইহসান: ক্বাওয়ায়িদুল ফিক্হ (দেওবন্দ : দার্ল ইফ্তা, ১ম সং, ১৩৮১হি./১৯৯১খৃ.) পৃ. ৩৮৪।

(১) اَلْعَقْلُ نُوْرٌ فِى قَلْبِ يُعْرَفُ بِهِ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ

নূর , ফিরাসাতের নূর , ক্বলবের নূর , ওযুর নূর , তাওরাতের নূর প্রভৃতি। আমাদের মহান স্রষ্টাও নূর,[৪৫] সর্ব প্রথম সৃষ্টিও নূর[৪৬]। সমগ্র সৃষ্টিকে আলোকিত করার জন্য , সত্য-সরল পথ প্রর্দশনের জন্য, অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবজাতিকে সুন্দর-সমৃদ্ধ উন্নত জীবন যাপন পদ্ধতি শিক্ষাদেবার জন্য, মানুষের মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে চরিত্রবান-আর্দশবান জাতি গঠনের জন্য, জীবাত্মাকে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের জন্য, একমাত্র স্রষ্টা আল-াহ তা'আলার পরিচয় দেবার জন্য, রহমতের ফলগুধারা কর"ণার আধার হিসেবে, সমগ্র সৃষ্টিকে গৌরবান্বিত করার, মানবজাতির মুক্তির জন্য যিনি এসেছেন তিনিও নূর।[৪৭] প্রেরণকারীও নূর। যার সত্ত্বাগত ও গুণগত কোন

---

(২) اَلْعَقْلُ جَوْهَرٌ رُوْحَانِىٌّ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالى مُتَعَلِّقًا بِبَدْنِ الاِنْسَانِ

(৩) قَالَ الرَّاغِبُ : اَلْعَقْلُ مَا يَعْقُلُ بِه حَقَائِقِ الأَشْيَاءِ

(৪) قَالَ الْمُلاَّجِيُّوْنُ : اَلْعَقْلُ نُوْرٌ

৪৫. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা নূর আয়াত নং ৩৫ পৃ. ৬৪৫।

৪৬. ইমাম 'আবদুর রায্যাক: আল-মুসান্নাফ (ড. ঈসা ইবন 'আবদুল-াহ ইবন মুহাম্মদ ইবন মানি' আল-হিমাইরী কর্তৃক একত্রিত আল-মুসান্নাফ গ্রন্থের ১ম খন্ডের হারিয়ে যাওয়া পান্ডুলিপি যা তিনি ভারতের বিখ্যাত হাদীসবেত্তা ড. সৈয়দ মুহাম্মদ আমীন বারকাতী কাদেরী (রহ.) থেকে হস্ড়গত করেছেন। ড. ঈসা আরব আমিরাতের বিখ্যাত স্টেট দুবাই দাইরাতুল আওক্বাফ ওয়াশ শুয়ূনিল ইসলামী-এর প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী এবং দুবাই আল-ইমাম মালিক লিশ-শরী'য়াতি ওয়াল ক্বানূন-এর ডীন ছিলেন) পৃ. ৬৩-৬৬।

৪৭. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা আল-মায়িদা আয়াত নং ১৫ এর তাফসীর দ্রষ্টব্য, পৃ. ২১১; ফাতাওয়া-ই-আফ্রিকা (বাংলায় অনুদিত) পৃ. ৮৮; নুর"ল মুস্ড়াফা সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম (বাংলায় অনূদিত) (মদীনা মনোয়ারা শাখা : আন্জুমান-এ-খোদ্দামুল মোছলিমীন, ১ম সং ১৪২৫ হি. ২০০৪ খৃ.) পৃ. ১-৭; ইব্ন জারীর আত্ব-ত্বাবারী : জামি'উল বায়ান 'আন তাবীলি আইয়িল কুরআন যা তাফসীরে ত্বাবারী নামে বিখ্যাত (ড. 'আবদুল-াহ ইব্ন 'আবদুল মুহসিন আত-তুরকীর বিশে-ষণ কৃত) (রিয়াদ্ব : দার"'আলমিল কুতুব, ১ম সং ১৪২৪ হি./২০০৩ খৃ.) খ. ৮, পৃ. ২৬৪; আবু ইসহাক্ব সা'লাবী : আল-কাশ্ফ ওয়াল বায়ান যা তাফসীরে সা'লাবী নামে বিখ্যাত (বিশে-ষক : ইমাম আবু মুহাম্মদ ইব্ন 'আশুর) (বৈর"ত :দার" ইয়াহ্ইয়ায়িত তুরাসিল 'আরবী' ১ম সং, ১৪২২হি.) খ. ৪, পৃ. ৩৯ ; আবু 'আবদুল-াহ আহমদ আল-কুরতুবী : আল-

জামি'উল আহকাম (রিয়াদ্ব : দার ত্বৈয়্যেবা, ১ম সং, ১৪০৯হি./১৯৮৯ খৃ.) খ. ৩ পৃ. ৩৩ ; আবুল ফরজ 'আবদুর রহমান যিনি ইব্ন জাওযী নামে খ্যাত : যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ সং, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খৃ.) খ. ২ পৃ. ৩১৬; আবুল হাসান আলী আন-নিশাপুরী : আল-ওয়াসীত্ব ফী তাফসীরিল কুরআনিল মাজীদ (মক্কা আল-মুকাররমা : দারুল বায্, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খৃ.); মুহাম্মদ ' আবদুল হক আল-উন্দুলূসী : আল-মুহাররুল ওয়াজীস ফী তাফ্সীরিল কিতাবিল 'আযীয যা তাফসীরে ইব্ন 'আত্বীয়্যাহ নামে বিখ্যাত (দৌলতুল কাত্বার এর মহামান্য আমীর আশ্শায়খ খলীফা ইব্ন হাম্দ আলে সানী কর্তৃক প্রকাশিত, ১ম সং, ১৪০২ হি./১৯৮২ খৃ.) খ. ৪, পৃ. ৩৯২; আবু হাফস 'উমর আদ-দামিশক্বী : আল-লুবাব ফী উলূমিল কিতাব (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খৃ.); শায়খ 'আবদুল গণী আল-দকর; মুখতাসারু তাফসীরিল খাযিন (লুবাবুত-তাবীল ওয়া মা'আনীয়িত তানযীল - এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ) দামিশক্ব : আল-ইয়ামামা লিত্ব ত্বাবা'আ ওয়ান নশর, ১ম সং ১৪১৫হি./১৯৯৪ খৃ) খ ১, পৃ.৪২৯ ; সুলাইমান ইব্ন 'উমর যিনি জুমাল নামে খ্যাত : আল-ফতুহাতুল ইলাহিয়্যাহ বিতাওদ্বীহি তাফসীরিল জালালাইন লিদ্ দাক্বায়িক্বিল খফীয়্যাহ (হালবী : দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুবিল 'আরবীয়্যাহ . তা.বি) খ. ১, পৃ.৪৭৫; শায়খুত্ব- ত্বায়িফা আবু জাফর আত্ব - তুসী : আত্ তিবইয়ান ফী দাফসীরিল কুরআন (মাকতাবুল আ 'লামিল ইসলামী, ১ম সং ,১৪০৯ হি .) খ .৩, পৃ . ৪৭৪ -৪৭৫; ফখরুদ্দীন আর-রাযী : আত্-তাফসীরুল কবীর/মাফাতীহুল গাইব যা তাফসীরে কবীর নামে বিখ্যাত (বৈরুত :দারুল ফিকর, ১৪২২ হি./২০০২ খৃ.) খ.৬, পৃ. ১৯৩ - ১৯৪; সিদ্দীক্ব হাসান আল-কুনুজী : ফতহুল 'বয়ান ফী মাক্বাসিদিল কুরআন (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল 'আসরীয়্যাহ) খ.৩, পৃ. ৩৭৮; আস-সৈয়্যদ মাহমূদ আল-আলূসী : রূহুল মা'আনী (মুলতান: মাকতাবাতু ইমদাদীয়া, তা. বি) খ.৬, পৃ. ৯৪; তাফসীরে ইব্ন 'আব্বাস তানভীরুল মিক্বাস মিন তাফসীরে ইব্ন 'আব্বাস (করাচী : ক্বাদীমী কুতুবখানা তা. বি) পৃ. ১১৯ ; জালালুদ্দীন সুয়ুত্বী : তাফসীরু জালালাইন (দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুল আশরাফীয়া , ১৩৭৬ হি .) পৃ. ৯৭; মুফতী আহমদ ইয়ার খান ন'ঈমী তাফসীরে নুরুল 'ইরফান যা তাফসীরে ন'ঈমী নামে বিখ্যাত (লাহোর : মাকতাবাতু ইসলামীয়্যা তা. বি) খ.৬, পৃ.২৯৫; রেসালায়ে নূর (বাংলায় অনুদিত) (২য় সং ১৯৯৯ খৃ.) পৃ. ১৪; আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ : হাশিয়াতুল 'আল-ামাতুস-সাভী 'আলা তাফসীরিল জালালাইন (দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুল আশরাফীয়্যাহ, ১ম সং , ২০০০ খৃ.) খ.১ পৃ. ১০৩ ; শিব্বির আহমদ'উসমানী : তাফসীর

(দিল-ীর তাজ কোম্পানী) পৃ. ১৪২ ; ইমাম দারেমী : আস-সুনান, খ.১ পৃ. ১৭ ; আল-হাকিম নিশাপুরী : আল-মুসতাদারক, খ. ২ পৃ. ৬১৬ ; 'আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : মাদারিজুন নবুওয়াত, খ. ২ , পৃ. ২ ও খ. ১ ,পৃ. ৩০৯; ইব্ন হিশাম : আস-সিরাতুন নববীয়্যাতু (বৈর-ত : দার- ইয়াহইয়ায়িত তুরাসিল 'আরবী' ৩য় সং, ১৪২১ হি.) খ.১ পৃ. ১৯৪-১৯৫; আবূ নু'আইম আল-ইস্পাহানী : দালাইলুন্ নবুওয়াত (বৈর-ত : দার-ন নাফাই, ২য় সং, ১৪০৬ হি.) খ.১ পৃ. ১৩৫; 'আল-ামা যারক্বানী : শরহুল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া (বৈর-ত : দার-ল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খৃ.) খ.১, পৃ. ৭৮, ৮৫, ৮৯, ৯৭; মুহাম্মদ 'উসমান 'আবদুহু আল-বুরহানী :তাবরিয়াতুয যিম্মাহ ফী নুসাহিল উম্মাহ (সুদান : খুরতুম থেকে প্রকাশিত) পৃ. ৯-১০; ওলিউদ্দীন আল-খত্বীব : মিশকাতুল মাসাবীহ পৃ. ৫১৮ ও ৫৪৭; ইমাম তিরমিযী : আল-জামি' খ. ২ পৃ. ২০২; ইব্ন মাজাহ : আস-সুনান, পৃ. ১১৯; খাফাজী : নাসীমুর রিয়াদ্ব খ.৩ পৃ. ২৭৫; মোল-া'আলী ক্বারী : মিরকাতুল মাফাতীহ (ইন্ডিয়া : ইউ.পি : আন্ওয়ার বুক ডিপো, তা. বি.) খ. ১ পৃ. ২৮৯-২৯০; শরহুশ-শিফা লিল ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব (বৈর-ত : দার-ল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪২১ হি./২০০১ খৃ.) খ.১ পৃ. ৪৮-৪৯; আহমদ ইব্ন হাজর হায়তামী : আন-নিমাতুল কুবরা 'আলাল 'আলাম (ইস্ড়ম্বুল : হাক্বীক্বাত কিতাবী, দার-স সাক্বাফা, ২০০৩ খৃ.) পৃ. ১২; ইমাম কাস্তুলানী : আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নীয়্যাহ বিল মিনাহিল মুহাম্মদিয়া (কায়রো : আল-মাকতাবাতুত তাওফিকীয়্যা খ. ১ম, পৃ. ৪৮; আশরাফ আলী থানভী : 'শুকর-ন নি'মাতি বিযিক্রি রাহমাতির রাহমাতি, পৃ. ৩৯; নশর-ত্ব-ত্বীব (বঙ্গানুবাদ ইফাবা সে ফুলের) পৃ. ৫-৬; আবূল হাসান ইব্ন 'আবদুল-াহ আল-বিকরী : আল-আনওয়ার ওয়া মিসবাহুস সুরূর ওয়াল আফকার ওয়া যিকর- নূর মুহাম্মদ আল-মুসত্বাফা আল-মুখতার (মিসর : দার-ল কুতুবিল 'আরবীয়্যাতিল কুবরা। তা. বি.) ইউসুফ নাবহানী : আন্ওয়ার- মুহাম্মদী, পৃ. ১৩; ইব্ন 'আবদুল বার : আল-ইস্ড়িআব, খ. ১ পৃ. ৩৭৪; জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : আল-খাসায়িসুল কুবরা (দক্ষিণ হায়দারাবাদ) খ. ১ পৃ. ৩৯-৪৬; ইব্ন কাসীর : আল-বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া খ. ২ পৃ. ২৭৫ ; আস-সিরাতুল হালাভীয়্যা খ. ১ পৃ. ৭৭; আল-ামা সৈয়দ আহমদ সা'ঈদ কাযেমী : ইসলামী মো'আশেরে মে ত্বোলাবা কা কিরদার (বাংলায় অনুদিত) (চট্টগ্রাম : রেযা ইসলামিক একাডেমী, ২য় সং, ১৪২০হি./১৯৯৯খৃ.) পৃ. ২৩; আযীযুল হক শেরে বাংলা : দেওয়ানে 'আযীয(বাংলায় অনুদিত) (প্রকাশক : সাহেব যাদা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ বদর-ল হক আলক্বাদেরী ১ম সং ১৪৩০হি /২০০৯ খৃ.) পৃ. ৩৫; মুফতী কামালুদ্দীন আহমদ আমজাদী : আনওয়ার-ল হাদীস (ইউ . পি. মিহরাজগঞ্জ : কুতুবখানা আমজাদীয়া তা. বি.) পৃ. ১১৮ ; সানাউল-াহ পানিপথী :

উপামা নেই।[৪৮] আগমনকারীও নূর,[৪৯] যিনি সৃষ্টির প্রথম এবং সর্বশেষ আগমনকারী রাসূল (সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম)।[৫০] তিনি যা

মালাবুদ্দা (উর্দু ভাষায় অনুদিত) (ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা তা. বি.) পৃ. ১২৩; শেখ সা'আদী : বোঁসতা (বাংলায় অনুদিত) (ঢাকা: আল কাউসার প্রকাশনী, ১৪২২ হি) পৃ. ১৯; মাওলানা 'আবদুল মান্নান : কাশফুল মু'দ্বিলাত ফী হালি-লামিয়াতিল মু'জাযাত (চট্টগ্রাম : ইদারায়ে এশা'আত দ্বীনিয়াত, ১৪১৭ হি.) পৃ. ৩৮; সৈয়্যদ 'আবদুলগণী কাঞ্চনপুরী : আয়নায়ে বারী (প্রকাশক : সৈয়্যদ এমদাদুল হক মাইজভান্ডারী; ২য় সং ২০০৭ খৃ.) পৃ. ৩৬-৩৭; সৈয়্যদ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভান্ডারী; বেলায়তে মোতলাকা (চট্টগ্রাম : ভান্ডার শরীফ : গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিল : ২০০৬ খৃ.) পৃ. ১০৮; ও ১৩৬; অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল : নূরনবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম (প্রকাশক : সুন্নী প্রকাশনা কেন্দ্র ৪র্থ সং, ২০০৭ খৃ.) পৃ. ১; ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী : জবল-এ-নূর বা আলোর পাহাড় (ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েস . ১ম সং ২০১০ খৃ.) পৃ. ১৬৭ -১৬৮; গোলাম মোস্ত্বফা : বিশ্বনবী (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৪৬ তম সং ২০১০ খৃ.) পৃ. ৩৪০; সৈয়্যদুনা কা'ব ইব্ন যুহাইর (রা) : বানাত সু'আদু; খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী : মাজমু'আয়ে সালাওয়াতে রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম (চট্টগ্রাম : আঞ্জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কর্তৃক বাংলায় অনূদিত, ১৪১৪ হি/ ২০০৭খৃ.) খ. ১ম পৃ. ৩৩; মুহাম্মদ ইবরাহীম আলকাদেরী : বিশ্বনবীর নূর (চট্টগ্রাম : ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, ১ম সং ১৪২৫ হি/২০০৪ খৃ.) পৃ. ২১; সৈয়্যদুনা হযরত ওয়াইস করণী (রা) : মাদ্হুন নবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম (চট্টগ্রাম : ইসলামিয়া লাইব্রেরী) পৃ.৪৯; ইমাম ' আবদুর রায্যাক্ব : আল মুসান্নাফ (ড. 'ঈসা আল-হিমাইরী কর্তৃক সংকলিত) খ. ১ম, পৃ. ৬৩-৬৬।

৪৮. কাদ্বী 'আলী ইব্ন 'আলী আবূল 'ইয্য : শরহুল 'আক্বীদাতিত্ব ত্বাহাভীয়্যাহ (ড.আবদুল-াহ ইব্ন 'আবদুল মুহসিন আত-তুরকী ও শু'আইবুল আরনুত্ব বিশে-ষণকৃত) (বৈর"ত : মুআসসাতুর রিসালাহ,২য় সং,১৪১৩হি./১৯৯৩খৃ.) পৃ.৫২

৪৯. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা আল-মায়িদা আয়াত নং১৫, পৃ.২১১।

৫০. 'আবদুস সালাম মুবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈর"ত : দার"ল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং ১৪১০ হি . /১৯৯০ খৃ .) খ . ১০,পৃ. ৫৬

নিয়ে এসেছেন (আল-াহর কালাম) আল-কুরআনুল কারীমও নূর[৫১]। যা সৃষ্টি নয়।[৫২] আল-াহ তা'আলার এ জগত বৈচিত্রে ভরপুর ও রহস্যভরা। সৃষ্টি জগতে কিছু প্রাণী এমন আছেন যারা সত্য - ন্যায় , নূর - আলোকে সদা ভয় পায়। (পেঁচা ভোরের আলো উদ্ভাসিত হওয়াকে ভয় পায়) অধিকাংশ কিন্তু আলো উদ্ভাসিত হওয়ার আনন্দে আপ-ুত হয়। এটাই মানবের চরিত্র। অবশ্যই কিছু আছে সত্যকে গোপন করে মিথ্যা অহমিকার বালুময় তাজমহল নির্মাণে আপ্রাণ চেষ্টা করে।[৫৩] কিন্ডু ঠিকই সত্য সমাগত হয় মিথ্যা অপসৃরিত হয়।[৫৪] ফুলকে সবাই ভালবাসে বলে সবাই কিন্ডু সুঘ্রাণ নিতে পারে না। যার নাকের মধ্যে ঘ্রাণ শক্তি নেই সে শুধু ফুল দেখেই আনন্দি হয়। যার দেখা ও ঘ্রাণ নেয়ার ক্ষমতা আছে সে তো মহা ভাগ্যবান। মূলত তারাঁই মুত্তাকী। সৎকর্মপরায়নশীল।

আদি পিতা হযরত আদম (আ.) থেকে শুর করে যত নবী-রাসূল ('আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) দুনিয়াতে তশরীফ নিয়ে এসেছেন

---

৫১. কাদ্বী শিহাবুদ্দীন আহমদ : হাশিয়াতুশ শিহাব 'আলা তাফসীরিল বায়দ্বাভী (বৈর ত:দার ল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ , ১ম সং ১৪১৭ হি .) খ. ৩, পৃ . ৪৪১ - ৪৪২; মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিহুদ্দীন : হাশিয়াতু মুহিউদ্দীন শায়খযাদাহ 'আলা তাফসীরিল ক্বাদ্বী আল-বায়দ্বাভী, (বৈর ত : দার ল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ , ১ম সং ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খৃ.) খ. ৩, পৃ . ৪৯৭ - ৪৯৮

৫২. কাদ্বী 'আলী ইব্ন 'আলী আবূল 'ইয্য: শারহুল 'আক্বীদাতিত্ব-তাহাভীয়্যাহ (প্রাগুক্ত) পৃ .১৭২

৫৩. যেমন ইহুদী ও খৃষ্ঠানগণ আল-াহর হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ গোপন করত। দেখুন : আলা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা আল-মায়িদা আয়াত নং ১৪ -১৫ পৃ. ২১১ ; বুরহানুদ্দীন আবূল হাসান ইবরাহীম আল বুক্বা'য়ী : নযমুদ্দরার ফী তানাসুবিল আয়াত ওয়াস-সুওয়ার (বৈর ত :দার ল কুতুব 'ইলমিয়্যাহ , ১ম সং ১৪১৫ হি. /১৯৯৫ খৃ.) খ. ৪, পৃ . ২০৯০ - ২০৯১

৫৪. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রগুক্ত) সূরা বনী ইসরাইল আয়াত নং ৮১ পৃ. ৫২৮। وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا
এবং বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই ছিলো।

তাঁদের মৌলিক কয়েকটি দায়িত্বের মধ্যে এটি একটি ছিল , আল-াহ তা'আলার হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম দুনিয়াতে তশরীফ নিয়ে আসবেন' তাঁকে পেলে ঈমান আনবে , সাহায্য-সহযোগিতা করবে , 'ইযযত-ইহতিরাম করবে[৫৫]। অথচ আল-াহ তা'আলার প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম যখন তশরীফ আনলেন তখন কাফিরগণ বলল তিনি তো আমাদের মত মানুষ।[৫৬] বাজারে গমন করেন ,খাবার গ্রহণ করেন ইত্যাদী। মূলত আল-াহর রাসূলকে আমাদের মত মানুষ' বলা তাদের বৈশিষ্ট্য।[৫৭]

---

[৫৫]. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা আলে-ইমরান আয়াত নং ৮১, পৃ. ১২৬।

(১) وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِه وَ لَتَنْصُرُنَّه قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِى قَالُوْا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ

"এবং স্মরণ কর ন ! যখন আল-াহ নবীদের নিকট থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলো, "আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তাশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট রাসূল। যিনি তোমাদের কিতাব গুলোর সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে। এরশাদ করলেন, তোমরা কি স্বীকার করলে ? সবাই আরয করলো, আমরা স্বীকার করলাম। এরশাদ করলেন , 'তবে (তোমরা) একে অপরের সাক্ষী হয়ে যাও এবং আমি নিজেই তোমাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম।"

(২) وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِى ادَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ - قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا

"এবং হে মাহবুব, স্মরণ কর ন। যখন আপনার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরগণকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের বির দ্ধে নিজেদেরকে সাক্ষী করেছেন -' আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই ? সবাই বললো, 'কেন নন ? (নিশ্চয়) আমরা সাক্ষী হলাম।"

[৫৬]. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা মু'মিন আয়াত নং ৩৩ , পৃ. ৬২৪

(১) مَا هٰذَا اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ

"এতো নয় , কিন্তু তোমাদের মতো মানুষ ; তোমরা যা আহার করো তা থেকেই আহার করে এবং যা তোমরা পান করো, তা থেকেই পান করে।"

[৫৭]. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা ইয়াসীন আয়াত নং ১৫ , পৃ. ৭৯৬।

একথা অনস্বীকার্য সত্য আল-াহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে আমাদের মধ্য হতে আমাদের জন্য প্রেরণ করেছেন[৫৮]। তাই তিনি অবয়বগত আমাদের মত হলেও মান মর্যদায় , জ্ঞানে গুণে আল-াহ ত'আলার পরেই তাঁর স্থান[৫৯]। তাঁর সৃষ্টি গত রহস্যভেদ করা মূলত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও আল-াহ তা'আলার দিক নির্দেশনা, স্বয়ং রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মুখ নিঃসৃত নির্মল বাণী, গভীর জ্ঞানের অধিকারী আল-কুরআনভাষ্যকার , মুহাদ্দিসীন ও ইসলামী চিন্ড়াবিদগণের সুচিন্ড়িত মতামত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম অভিমত : রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আমাদের মত। তাদের স্বপক্ষে দলীল -

১. আল-কুরআনের ভাষায়

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوْحى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلهُكُمْ اِلهٌ وَاحِدٌ

---

(২) قَالُوْا مَا اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا

"বলল : তোমরা তো নও, কিন্তু আমাদের মত মানুষ।"

৫৮. ইসমা'ঈল হক্কী: তাফসীরে রূহুল বয়ান (বৈর"ত: দার"ল কুতুবিল ইলসিয়্যাহ ২য় সং ২০০৯) খ. ৩ ; পৃ. ৫৬৪ সূরা তাওবা আয়াত নং ১২৮ এর তাফসীর দ্রষ্টব্য .

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤمِنِيْنَ رَءوْفٌ رَحِيْمٌ

"নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ আনয়ন করেছেন তোমাদের মধ্য থেকে ঐরাসূল, যাঁর নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টধায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়াদ্র, দয়ালু" কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) পৃ. ৩৮২।

৫৯. শেখ সা'দী (রহ) বলেন,

* لايُمْكِنُ الثَّنَاءَ كَمَا كَانَ حقه + بعد از خدا بزرگ توئى قصه مختصر

" অসম্ভব বয়ান করা আপনার শান + বলা যায় শুধু আল-াহর পরেই আপনার স্থান।

'আপনি বলুন (প্রকাশ্য মানবীয় আকৃতিতে তো) আমি তোমাদের মতো ,আমার নিকট ওহী আসে যে , তোমাদের মা'বুদ একমাত্র আল-াহ [৬০]।' উপরোক্ত আয়াতে করীমাতে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো بَشَرٌ (বাশার)। এর অর্থ বর্ণনায় ইমাম রাগিব ইস্পাহানী বলেন[৬১]।

بَشَرٌ/اَبَشَرَةٌ : ظَاهِرُ الْجَلْدِ, والادمة: بَاطِنُه كَذَا قَالَ عَامَّةُ الادَبَاءِ

চামড়ার প্রকাশ্য অংশ বা উপরিভাগ। আর اَلاَدَمَةُ অর্থ بَاطِنُ الْجِلْدِ অর্থাৎ চামড়ার ভিতরের অংশ। অধিকাংশ সাহিত্যিক তাই বলেছেন। এর বহুবচন اَبْشَارٌ ও بَشَرٌ (বাশারুন ও আবশারুন) এসে থাকে। মানুষের চামড়ার উপরিভাগের কেশ বা লোম প্রকাশিত হওয়ার কারণে শব্দটিকে 'মানুষ' অর্থে তা'বীর করা হয়েছে।

নিম্নোক্ত আয়াতে আল-াহ তা'আলা بَشَرٌ (বাশার) কে اَلاِنْسَانُ তথা মানুষ অর্থে তা'বীর করেছেন। যেমন :[৬২]

(১) وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

'এবং তিনিই হন, যিনি পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ "

(২) اِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِيْنٍ

'আমি মাটি থেকে মানব সৃষ্টি করবো।[৬৩]

আর কাফিরগণ যখন নবীগণ (আ.) এর কথা অমর্যাদা ও অবমূল্যায়ন করত আল কুরআনুল কারীমে সেটাকেও بَشَرٌ শব্দ দ্বারা তা'বীর করা হয়েছে। যেমন:

(১) اِنْ هذَا اِلا قَوْلُ الْبَشَرِ

' এটা তো নয়, কিন্তু মানুষের বাক্য'[৬৪]

(২) أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُه

' আমরা কি আমাদের মধ্যে থেকে একজন মানুষের অনুসরণ করবো ?'[৬৫]

---

৬০. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান : প্রাগুক্ত, সূরা কাহ্ফ আয়াত ১১০ ; পৃ; ৫৫৫।

৬১. রাগিব ইস্পাহানী : মুফরাদাত আলফাযিল কুরআন প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-১২৫, بشر দ্রষ্টব্য।

৬২. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা আল-ফুরকান আয়াত নং ৫৪ , পৃ. ৬৬২।

৬৩. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা সোয়াদ্ব আয়াত নং ৭১ , পৃ. ৮২৫।

৬৪. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা মুদ্দাস্সির আয়াত নং ২৫, পৃ. ১০৪০।

(৩) مَا اَنْتُمْ اِلا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

'তোমরা তো নও , কিন্তু আমাদের মত মানুষ।'[৬৬]

হযরত জিব্রাইল (আ.) যখন সুঠামদেহ ধারণ করে হযরত মারইয়াম (আ.)-এর নিকট তাশরীফ নিয়ে এসেছেন তখন উক্ত মালাইকাকে আল-কুরআনুল কারীমে بَشَرٌ শব্দ দ্বারা তা'বীর করেছে।

যেমন:

(১) فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا

'সে তাঁর সামনে একজন সুস্থ মানুষের রূপে আত্মপ্রকাশ করলো।'[৬৭]

ড. বা'লাবাক্কী বলেন,[৬৮] 'بَشَرٌ (Bashar) اِنْسَانٌ ' Human being human, man,person. ইলিয়াছ আনতুন ইলিয়াছ বলেন,[৬৯] بَشَرٌ : اِنْسَانٌ Man human being.

ড. মুস্তফিজুর রহমান বলেন,[৭০] بَشَرٌ অর্থ মানুষ , মানবজাতি।

ড. ফজলুর রহমান বলেন,[৭১] بَشَرٌ অর্থ মানুষ , মনুষ্য , মানবজাতি , ত্বক , চামড়া , ছাল। বুঝাগেল بَشَرٌ অর্থ মানুষ।এটা কিন্তু মৌলিক অর্থ নয় বরং 'আরবী শব্দ 'বাশার ' এর বাংলা ভাষায় প্রকাশরীতি বা ব্যাখ্যা হলো মানুষ। সুতরাং আয়াতে কারীমার অর্থ হলো[৭২] " আপনি বলুন , (প্রকাশ্য মানবীয় আকৃতিতে তো)আমি তোমাদের মতো , উক্ত আয়াতে কারীমার তাফসীর ইব্ন জাবীর ত্বাবারী (রহ.)-এর দৃষ্টিতে-[৭৩]

اِنَّمَا اَنَا اِنْسَانٌ مِّثْلُكُمْ مِنْ بَنِى ادَمَ لا عِلْمٌ لِى اِلا عَلَّمَنِىَ اللهُ

---

[৬৫]. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা আল-ক্বামর আয়াত নং ২৪ , পৃ. ৯৫৩।

[৬৬]. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা ইয়াসীন আয়াত নং ১৫ , পৃ. ৭৯৬।

[৬৭]. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা মারইয়াম আয়াত নং ১৭ , পৃ. ৫৫৮।

[৬৮]. ড. বা'লাবাক্কী : আল-মাওরিদ (প্রাগুক্ত) পৃ; ৩৪৪।

[৬৯]. ইলিয়াছ আনতুন : ইলিয়াছ (প্রাগুক্ত) পৃ. ৬৪।

[৭০]. ড. মুহাম্মদ মুস্তফিজুর রহমান : আল-মুনীর (প্রাগুক্ত) পৃ. ৬৪।

[৭১]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : আধুনিক আরবী -বাংলা অভিধান , পৃ. ২১৯।

[৭২]. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সুরা কাহাফ আয়াত নং ১১০ পৃ ৫৫৫।

[৭৩]. তাফসীরে ত্বাবাবী : খ. ১৫ ; পৃ. ৪৩৯।

'নিশ্চয় আমি তোমাদের মত মানুষ , আদম সন্ড়ান , আমার কোন জ্ঞান নেই। তবে আল-াহ তা'আলাই আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।'

ইমাম কুরতুবী (রহ.) এর ভাষ্যটি খুবই প্রণিধান যোগ্য[৭৪]

(قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) اَىْ لاَ أَعْلَمُ اِلاَّ مَا عَلَّمَنِىَ اللهُ تَعَالى, وَ عَلَّمَ اللهُ تَعَالى لايُحْصى

'আমি তোমাদের মত মানুষ-'অর্থাৎ আমি কিছুই জানিনা কিন্ডু আল-াহ তা'আলা যা শিক্ষা দিয়েছেন। আর আল-াহ তা'আলা তাঁকে অসংখ্য শিক্ষা দিয়েছেন।'

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.)-এর মন্ড়ব্যটি খুবই চমৎকার[৭৫]-

(اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ) اَىْ لاَ اِمْتِيَازَ بَيْنِى وَ بَيْنَكُمْ فِى شَيْئٍ مِنَ الصِّفَاتِ اِلاَّ اِنَّ اللهَ تَعَالى اَوْحى اِلَيَّ اَنَّه لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ الْوَاحِدُ الاَحَدُ الصَّمَدُ –

'আমি তোমাদের মত মানুষ' অর্থাৎ গুণাবলীর তথা বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে আমার আর তোমাদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে আল-াহ তা'আলা আমাকে এ প্রত্যাদেশ করেছেন যে, কোন উপাস্য নেই অদ্বিতীয়, একক, এক আল-াহ ব্যতীত।

ইব্ন জাওযী (রহ.)-এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সৈয়্যদুনা ইব্ন 'আব্বাস (রা.) এর উদ্বৃতি উপস্থাপন করেছেন,[৭৬]

قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَلَّمَ اللهُ رَسُوْلَهُ التَّوَاضُعَ لِئَلاَّ يَزْهى عَلى خَلْقٍ, فَاَمَرَهُ اَنْ يَّقِرَّ عَلَى نَفْسِه بِاَنَّهُ ادَمِىٌّ كَغَيْرِه , اِلاَّ اَنَّهُ اَكْرَمَ بِالْوَحْيِ

'সৈয়্যদুনা ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন , 'আল-াহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে বিনয়-নম্রতা শিক্ষা দিয়েছেন যাতে, তিনি সৃষ্টির উপর বড়াই না করেন। অতঃপর তিনি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন একথা স্বীকার করতে নিশ্চয় তিনি অপরাপরের মত, অন্যের মত আদমী, তবে নিশ্চয় তাঁকে ওহী দ্বারা মহিমান্বিত করেছেন।'

---

[৭৪]. তাফসীরে করতুবী : খ. ৬; পৃ. ৬৯।

[৭৫]. তাফসীরে কবীর : খ. ১১, পৃ. ১৭৭।

[৭৬]. যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর : খ . ৫, পৃ. ৩০২।

লুবাব গ্রন্থাকার আবূ হাফস 'উমর ইব্ন 'আলী আল-হাম্বলী (রহ.)ও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।[৭৭] ইসমা'ঈল হক্কী (রহ.) বলেন,[৭৮]

قُلْ يَا مُحَمَّدٌ مَا أَنَا اِلاَّ ادمى مثلكم فى الصورة (قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) و مساوٍ بكم فى بعض الصفات البشرية -

ওহে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আপনি বলে দিন, আমি আকৃতিগত ভাবে কিছু মানবীয় গুণাবলীতে তোমাদের মতো মানুষ।

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন ন'ঈমী (রহ.)-এর ভাষ্য হলো:[৭৯]

بَشَرٌ : بشريت صفت هى نه كه ذات, اسنى اس بات كا اشاره فرمايا كه مثليت صفات مين هى نه كه ذات مين صفات هى سى درجه مرتبه شرافت لياقت عزت عظمت قوت طاقت هر فضليت حرفت فصاحت بلاغت حامل هوتى هى – نبوت ولايت اقامت وزارت امارت بادشاهت طبابت مهارت علميت , عقليت يه تمام صفتون كى هى نام هين يه سب صفات بشر كى صفت والى مخلوق عطاهوئين كسى كو ايك دو كسى كو دس بيس – ليكن كائنات كى تمام صفات كماليه كا مجموعه محمد مصطفى كو بنايا گيا صلى الله عليه و سلم –

শরফদ্দীন বুয়ুসিরী (রহ.) বলেন,[৮০]

مُحَمَّدٌ بَشَرٌ لاَ كَالْبَشَرِ + يَا قُوْةٌ حَجَرٌ لاَ كَالْحَجَرِ

মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম মানবজাতি হয়েও কোন মানুষের মত নন। 'ইয়াকুত 'পাথর জাতীয় হয়েও কোন পাথরের মত নয়।

ইমামে আহলে সুন্নাত 'আযীযুল হক শেরে বাংলা (রহ.) বলেন,[৮১]

محمد گرچہ از جنس بشر هست + نظيرش درجهان ليكن محال ست

---

[৭৭]. লুবাব, খ . ৫, পৃ. ৫৭৮-৫৭৯।

[৭৮]. রূহুল বয়ান : (বৈর"ত : দার"ল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় সং ২০০৯) খ. ৫, পৃ. ৩১০।

[৭৯]. তাফসীরে না'ঈমী, খ. ১৬, পৃ. ১০১-১০২।

[৮০]. দ্র. কাসীদা বুরদা

[৮১]. শেরে বাংলা (রহ) : দিওয়ান ই আযীয। (বঙ্গানুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান) (প্রথম প্রকাশ : ২০০৯ খৃ.) পৃ. ৩৫।

'হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম যদিও মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত - কিন্তু তাঁর উপমা গোটা বিশ্বেও পাওয়া অসম্ভব।
কাশেম নানুতভী কতই না সুন্দর লেখেছেন-[৮২]

رها جمال پہتیری حجاب بشریت + ورنه جانا کسی نی تجهی بجز ستار

'ওহে প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আপনার প্রকৃত রূপটি তো মানবীয় দেহের আবরণে ঢাকা পড়ে আছে। আপনাকে আপনার গোপনকারী প্রভূ ছাড়া অন্য কেউই চিনতে পারেনি।'
মাও. আশরাফ আলী থানভী পরিস্কারভাষায় লেখেছেন-[৮৩]

یه بات مشهور هی که هماری حضور صلی الله علیه و سلم کی سایه نهین تها اسلئی که هماری حضور صلی الله علیه و سلم سرتا پلنور هی نور تهی –

'একথা প্রসিদ্ধ যে, আমার হুযুর সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর দেহ মুবারকের ছায়া ছিল না, কেননা আমাদের হুযুর সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মাথা মুবারক হতে পা মুবারক পর্যন্ত শুধু নূর আর নূর ছিলেন।
রাসূলদের 'আলাইহিমুস সালামকে নিজেদের মত মানুষ মনে করলে নিশ্চিতরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ বিষয়ে আল-াহ তা'আলার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার দিকে লক্ষ করুন-[৮৪]

وَ لَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلُكُمْ اَنَّكُمْ اِذًا لَخَاسِرُوْنَ –

'এবং যদি তোমরা তোমাদেরই মতো কোন মানুষের আনুগত্য করো, তবে তো তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হবে; তোমাদের মতো মানুষ মনে করে রাসূলদের 'আলাইহিমুস সালাম অনুস্মরণ করলে তারা বুদ্ধি-বিবেকের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী (রহ.) , আল-ামা যামাখশারী, ইসমা'ঈল হক্কী হানাফী (রহ.) বলেন, কাফিরগণের দৃঢ় বিশ্বাস

---

[৮২]. দ্র. অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা 'আবদুল জলীল : নূরনবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম, পৃ.৪

[৮৩]. মাওলানা আশরাফ 'আলী থানভী : শুকরুন্ নি'মাতি বিযিক্‌রি রাহমাতির রাহমাতি, পৃ. ৩৯।

[৮৪]. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা : মূমিনূন, আয়াত নং ৩৪ , পৃ. ৬২৪

ছিল যে রাসূলগণ জিনস্ গত (সত্ত্বাগত) এবং গুণগত তাদের মতো মানুষ। কাফির আর তাঁদের মাঝে কোন পার্থক্যই নেই। এটা তাদের ভুল ধারনা। যেহেতু তাঁরা রিসালতের নি'মতে সিক্ত, মানুষের অনুসরনীয়, অনুকরণীয় মডেল।[৮৫] নিজের মতো মনে করে কাফিরগণ পথ ভ্রষ্ট হয়েছে। আবূ জাহলের মতো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে 'আবদুল-াহর ছেলে মনে করতো। ফলতঃ তারা পথভ্রষ্টতার বেষ্টনী থেকে বের হতে পারেনি। এ বিষয়ে আবূল হাসান খারক্বানী (রহ.) এর ব্যাখ্যাটি প্রনিধান যোগ্য-[৮৬]

حكى - أن السلطان محمود الغزنوى دخل على الشيخ ابى الحسن الخرقانى قدس سرّه و جلس ساعة ثم قال : يا شيخ ما تقول فى حق أبى يزيد البسطامى , فقال هو رجل من راه اهتدى فقال السلطان و كيف ذلك و أباجهل رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يخلص من الضلالة , قال الشيخ فى جوابه إنه ما راى رسول الله صلى الله عليه و سلم و انما رأى رسول الله لدخل فى السعادة اى : لو راه عليه السلام من حيث انه رسول معلم هاد لا من حيث أنه بشر يتيم

অর্থ : সুলতান মাহমূদ গজনভী (রহ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একদিন সুলতান মাহমূদ শায়খ আবূল হাসান খারক্বানী (রহ.) এর খেদমতে গেলেন এবং কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন অতপর আরয করলেন। ওহে শায়খ হযরত বায়জিদ বোস্ড়ামী (রহ.) সম্পর্কে আপনার কি অভিমত ? শায়খ (রহ.) উত্তরে বললেন, তিনি এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁকে দেখেছেন তো হেদায়ত প্রাপ্ত হয়েছেন। অত:পর সুলতান মাহমূদ (রহ.) বললেন, এটা কিভাবে ? আবূ জাহল রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে দেখেছে অথচ পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি পায়নি। শায়খ খারক্বানী (রহ.) বললেন, 'নিশ্চয় সে আল-াহর রাসূলকে দেখেনি। নিশ্চয় নিশ্চয় সে আবদুল-াহর ছেলে মুহাম্মদ যাকে আবূ তালিব এতিম হিসেবে লালন-পালন করেছে তাঁকেই দেখেছে। সে যদি রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম কে দেখতো অবশ্য অবশ্য সে সৌভাগ্যবানদের

---

[৮৫]. রূহুল বয়ান (প্রগুক্ত) খ. ৬ পৃ. ৮৫

[৮৬]. রূহুল বয়ান (প্রাগুক্ত) খ.৭, পৃ.১৯৮-৯৯৯ সূরা আহযাব, আয়াত নং ৪৬ এর তাফসীর দ্রষ্টব্য।

মধ্যে গণ্য হতো। সে যদি তাঁকে বশর (মানুষ) এতিম (অনাথ) হিসেবে না দেখে রাসূল- মু'আলি-ম-পথ প্রদর্শক হিসেবে দেখতে তবে সে সফলকাম হতো।

উপরোক্ত আলোচনায় একথা প্রমাণিত হয় যে, বিনয়-নম্রতা প্রকাশের জন্য রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম নিজেকে মানুষের মত বলে জাহির করেছের। নচেৎ যার মহান শিক্ষক স্বয়ং রাব্বুল 'আলামীন যিনি স্বয়ং রহমাতুলিল 'আলামীন সেখানে কোন মানুষের সাথে তুলনায় নয়। তিনি বেনযীর অনন্য , বেমিসাল - উপামাহীন এক মহান সত্ত্বা। মূলত তিনি একের ভিতর তিনটি গুণে গুণান্ড়ি। যা অন্য কোন সৃষ্টির বেলায় প্রযোজ্য নয়। যার প্রমাণ আল-াহ তা'আলার বাণী

' مِثْلُكُمْ ' শব্দটির মধ্যে বিরাজমান। যথা :

প্রথমত : مِثْلِ صُورى অবয়বগত মানবীয়গুণ সম্পন্ন।

দ্বিতীয় : مِثْلِ ملكى মালাইকার ক্ষমতা তথা গুণ সম্পন্ন অবস্থা।

তৃতীয়ত : مِثْلِ حَقِيْقِى প্রকৃত সৃষ্টিগত গুণ সম্পন্ন।

প্রথম অবস্থা : তিনি ৬৩ বৎসর হায়াতে জীন্দেগী মানবীয় আবরণে ঘর-সংসার করে রিসালতের জিম্মাদারী যথাযথভাবে পালন করেছেন। বিশেষ করে মি'রাজ গমনকালে বায়তুল-াহ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস গমন কালে এরূপটিই প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অবস্থা : মি'রাজ রজনীতে নবী-রাসূলদের সাথে নিয়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ইমামতী করার পর সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছার সময় তাঁর মালাকী তথা ফিরিশ্তার গুণাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

তৃতীয় অবস্থা : সিদরাতুল মুনতাহা থেকে লা-মকান 'আরশ 'আযীমে মহান আল-াহর সাথে দীদার করার সময় প্রকাশিত অবস্থা হলো তাঁর প্রকৃত তথা হাকীকী অবস্থা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রফেসর ড. তাহের আল-কাদেরী, মিছলে ছুরী কে বাশারিয়্যাতে মুহাম্মদী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম, মিছলে মালাকীকে নূরানিয়্যাতে মুহাম্মদী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এবং মিছলে হাক্বীক্বীকে

হাক্বীক্বতে মুহাম্মদী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৮৭]

দ্বিতীয় অভিমত : রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম মাটির তৈরী। আবার কিছু মানুষ মনে করেন তিনিতো সাদা মাটির তৈরী। তাদের মতে

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম এর দেহ মুবারক মদীনা মুনাওয়ারার রাওদ্বা আকদাসের খামিরা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৮৮] তাদের দলীল-

(১) مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى -

“আমি জমিন থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, সেটার মধ্যেই তোমাদেরকে আবার নিয়ে যাবো এবং সেটা থেকে পুনরায় তোমাদেরকে বের করবো।[৮৯] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৯০]

(১) عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا و فى سرته من تربته التى خلق منها حتى يدفن فيها و انا و ابوبكر و عمر خلقنا من تربة واحدة و فيها ندفن -

সৈয়্যদুনা ‘আবদুল-াহ ইব্ন মাস‘উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন। ‘প্রত্যেক নবজাতক শিশুর নাভিতে মাটির একটি অংশ রাখা হয়। সেখানেই সে সমাধিস্থ হয়। তিনি আরো বলেন , ‘আমি, আবূ বকর ও ‘উমর একই মাটি হতে সৃজিত হয়েছি এবং সেখানেই সমাধিস্থ হবো।

---

[৮৭]. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী : মিলাদুন্নবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম, (নয়াদিল-ী : ফরিদ বুক ডিপো প্র. লি., ১ম সং ২০০৫ খৃ.) পৃ. ৫৮।

[৮৮]. মুহাম্মদ ফজলুল কুরিম : তাওহীদ রিসালত ও নূরে মোহাম্মদী সৃষ্টির রহস্য - দ্রষ্টব্য।

[৮৯]. আ‘লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা ত্বোয়া-হা আয়াত নং ৫৫. পৃ. ৫৭৬।

[৯০]. দ্র. তাফসীরে মাযহারী : খতীব বাগদাদী : আল-মুত্তাফাক্ব ওয়া মুফতারাক্ব।

খতীব বাগদাদী (রহ.) এটি বর্ণনা করার পর বলেন, হাদীসটি গরীব। গরীব হাদীস বলা হয় প্রতি যুগে মাত্র একজন বর্ণনাকারীই উক্ত রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় কোন বর্ণনাকারী নেই। গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে গরীব হাদীস দ্বারা কোন আইনী বিষয় প্রতিষ্ঠা করা যায় না।[৯১] বিখ্যাত হাদীসবেত্তা ইব্ন জাওযী (রঃ) বলেন, এ হাদীসটি মাওদ্বু ও বানোয়াট। তবে মির্যা মোহাম্মদ হারেসী বদখশী (রহ.) বলেন , হাদীসটির পক্ষে অনেক সাক্ষ্য রয়েছে। ফলে হাদীসটি 'হাসান লিগাইরিহি' এর পর্যায়ভূক্ত।[৯২] উভয় মুহাদ্দীসের মতামত জরহ্ ওয়াত্ তা'দীল' শাস্ত্রের নিরিখে বিশে-ষণ করলে ইব্ন জাওযীর মতামত অগ্রাধীকার প্রাপ্ত হবে। সুতরাং একটি গরীব মতান্ড়রে জাল ও ভিত্তিহীন উদ্বৃতি উপর নির্ভর করে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এর দেহ মোবারক-এ মাটির প্রলেপযুক্ত করা শানে রেছালতের পরিপন্থী বৈ আর কিছুই নয়।

(২) عَنْ كَعَبِ الاحْبَارِ قَالَ , لَمَّا اَرَادَ اللهُ تَعَالى اَنْ يَّخْلُقَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَمَرَ جِبْرِيْلَ أَنْ يَّأْ تِيَه بِالطِّيْنَةِ الَّتِى هِىَ قَلْبُ الاَرْضِ وَ بَهَاؤُهَا وَنُوْرُهَا - فَهَبِطَ جِبْرِيْلُ فِى مَلاَئِكَةِ الْفِرْدَوْسِ وَ مَلاَئِكَةِ الرَّفِيْعِ الاَعْلى, فَقَبِضَ قَبْضَةً رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنْ مَوْضَعِ قَبْرِه الشَّرِيْفِ وَهِىَ بَيْضَاءٌ مَنِيْرَةٌ فَعَجِنَتْ بِمَاءِ التَّسْنِيْمِ فِى مَعِيْنِ أنْهَارِ الْجَنَّةِ حَتَّى صَارَتْ كَالدُّرَّةِ الْبَيْضَاءِ لَهَا شُعَاعٌ عَظِيْمٌ ثُمَّ طَافَتْ بِهَاالْمَلاَئِكَةُ حَوْلَ الْعَرْشِ وَ الْكُرْسِى وَ فِى السَّموتِ وَ الاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ - فَعَرَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَ جَمِيْعُ الْخَلْقِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا وَ فَضْلَه قَبْلَ اَنْ تَعْرِفَ ادَمُ عَلَيْهِ السَّلام-

৯৩

সৈয়্যদুনা কা'ব আহবার (তাবি'য়ী) (রা.) এরশাদ করেন, যখন আল-াহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম কে

---

৯১. ইহা গরীব হাদীসের হুকুম।

৯২. পবিত্র কোরআনুল করীম : খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মূদ্রণ প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত। পৃ. ৮৫৬।

৯৩. অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ 'আবদুল জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮; ইমাম কাস্তলানী : আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৪৫-৪৬।

(দেহকে) সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন। তখন তিনি জিবরাইল (আ.) কে এমন একটি খামিরা নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ করলেন-যা ছিল পৃথিবীর 'ক্বলব' আলো ও নূর। এ নির্দেশ পেয়ে জিবরাইল (আ.) জান্নাতুন ফেরদাউস এবং সর্বোচ্চ আসমানের ফিরিস্ড়াদের নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করলেন। অত:পর রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর রাওদ্বা মুবারকের স্থান থেকে এক মুষ্ঠি খামিরা নিয়ে নিলেন। আর এটি ছিল ধবধবে সাদা জ্যোতির্ময়। তার পর উক্ত খামিরাকে বেহেস্ড়ে প্রবাহিত নহর সমুহের তাছনীম নামক স্রোতসীনির পানি দিয়ে গুলিয়ে মিশানো হয় , এমনকি সেটি এমন একটি শুভ্র মুক্তার আকার ধারণ করলো , যার মধ্যে রয়েছে বিরাট জ্যোতির্ময় শিখা। তার পর ফিরিস্ড়রা প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে উক্ত শুভ্র মুক্তা আকৃতির জ্যোতির্ময় খামিরা নিয়ে 'আরশ' কুরছি, আসমান , জমিন , পাহাড় , পর্বত ও সাগর-মহাসাগরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করলেন। এভাবে ফিরিস্ড়কুল ও অন্যান্য সকল মাখ্লুক হযরত আদম (আ.)-এর পরিচয় লাভের পূর্বেই আমাদের আক্বা মুনিব হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ফযীলত সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করে।

উলে-খিত উদ্ধৃতি দুটি রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে মাটির বা সাদা মাটির তৈরী মানুষ প্রমাণের নিমিত্তে তারা উপস্থাপন করেছে। কিন্ড়ু আশ্চর্য ব্যাপার হলো তাদের উদ্ধৃতির মধ্যেই নিহিত আছে যে, তিনি মাটির মানুষ নন। প্রথমটি ইব্ন জাওযী প্রমূখ মুহাদ্দিস জালহাদীস বলে অভিহিত করেছেন , দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে طينة শব্দ রয়েছে। শব্দটির অর্থ খামিরা , মাটি নয়। এ খামিরা এমন যে , পৃথিবীর ক্বলব ও হৃদয় , আলো ও নূর তথা নূরে মুহাম্মদী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম। সুতরাং জিবরাইল (আ.) সংগৃহীত খামিরাটি মাটি ছিল না-বরং রাওদ্বা মুবারকের মাটিতে সংরক্ষিত নূরে মুহাম্মদী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর খামিরা। খামিরার ন্যায় এ নূরে মুহাম্মদীকে পরে বেহেস্ড়ের তাছনীম ঝর্ণার পানি দিয়ে গুলিয়ে এটাকে আরো শানিত

করা হয়েছে , পানি হতে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। তাই বলে বিদ্যুৎ কে পানি বলা যাবে না।[৯৪]

অতএব রাওদ্বা মুবারকের মাটিতে সংরক্ষিত নূরে মুহাম্মদী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর খামিরা দিয়ে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে তাঁকে মাটির মানুষ বলা যাবে না।

তৃতীয় অভিমত : অধিকাংশ আহলে হকের মতে, ইসলামের মৌলিক 'আক্বীদা-বিশ্বাস হলো তিনি মানবাকৃতিতে আমাদের মত মানুষ[৯৫] হলেও সৃষ্টিগত ভাবে নূর।[৯৬] বৈশিষ্ট্যগত ভাবে সমগ্র সৃষ্টি জগতের মাঝে তিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম। অনন্য, অন্যতম, অদ্বিতীয়, উপামাবিহীন এমন এক সত্ত্বা যাঁর প্রকৃতি পরিচয় একমাত্র স্রষ্টাই অবগত।

নূর সম্পর্কিত অভিমতের সমর্থনে আল-কুরআনুল করীমের বাণী

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ -

"নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল-াহর পক্ষ থেকে একটা 'নূর' এসেছে এবং সুস্পষ্ট কিতাব।

অধিকাংশ কুরআন ভাষ্যকারগণের সুস্পষ্ট অভিমত হলো উলে-খিত আয়াতে نُور বলতে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম কে বুঝানো হয়েছে।[৯৭] যেমন ১. সৈয়্যদুনা 'আবদুল-াহ ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর মতে, এখানে نُور অর্থ মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকেই বুঝানো হয়েছে।

নিম্নে মুফাস্সিরগণের তাফসীর উপস্থাপন করা হলো :

---

৯৪. অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল, প্রাগুক্ত , পৃ. ১০

৯৫. আ'লা হযরত : ফাতওয়ায়ে রদ্বভীয়্যাহ (ভারত : মুবারকপুর) খ. ৬,পৃ. ৬৭; কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) পৃ. ৫৫৫

৯৬. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) পৃ.২১১ সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী: রূহুল মা'আনী ফী তাফাসীরিল কুরআনিল 'আযীম (মুলতান : মাকতাবাতু ইমদাদীয়্যাহ) খ.৬ পৃ.৯৬; ফখরুদ্দীন রাযী : আত্-তাফসীরুল কবীর (প্রাগুক্ত) খ. ৬, পৃ. ১৯৩-১৯৪।

৯৭. তানভীরুল মিক্বাস মিন তাফসীরে ইব্ন 'আব্বাস (করাচী : ক্বাদীমী কুতুব খানা তা.বি) পৃ. ১১৯ ; তাফসীরে ইব্নে 'আব্বাস (রা.) পৃ. ৯০

১. বিখ্যাত মুফাস্‌সির ইব্‌ন জারীর ত্বাবারী (রঃ)-এর অভিমত-[৯৮]

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وً كِتَابٌ مُّبِيْنٌ

يقول جل ثناؤه لهؤلاء الذين خاطبهم من اهل الكتاب (قد جاءكم) ياأهل التوراة و الانجيل(من الله نور) يعنى بالنور محمدا صلى الله عليه و سلم الذى أنار الله به الحق, وأظهر به الاسلام,و محق به الشرك , فهو نور لمن استنار به , يبين الحق , ومن إنارته الحق نبينه اليهود كثيرًامما كانوا يخفون من الكتاب –

وقوله : (وكتب مبين) يقول جل و ثناؤه : قد جاءكم من الله تعالى النور الذى أنار لكم به معالم الحق (وَ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ) يعنى كتابا فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم من توحيد الله , و حلاله و حرامه , وشرائع دينه , وهو القران الذى انزله على نبينا محمدًا صلى الله عليه و سلم , يبين للناس جميع ما بهم الحاجة , من امر دينهم , و يوضحه لهم , حتى يعرفوا حقه من باطله

মর্ম : আহলি কিতাবীদের সম্বোধন করে আল-াহ তা‘আলা বলছেন, (তোমাদের নিকট এসেছেন) ওহে তাওরাত ও ইনজিল শরীফে বিশ্বাসী সম্প্রদায় (আল-াহর পক্ষ হতে নূর) নূর (জ্যোতির্ময়) মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম যিনি নূরের মাধ্যমে সত্যকে স্পষ্ট করেছেন, ইসলামকে প্রকাশিত করেছেন , শিরককে মিটিয়ে দিয়েছেন , অত:পর যে ব্যক্তি এর মাধ্যমে আলোকিত হতে চায় তিনি এমন ব্যক্তির জন্য নূর। তিনি সত্য প্রকাশ করেছেন , তাঁর এ সত্য আলোর মাধ্যমে ইহুদীদের মধ্যে যে সব কথা প্রকাশ করেছেন যেগুলো তারা তাওরাত কিতাবে বর্ণিত রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম বৈশিষ্ট্যাবলী গোপন করতো। এবং তাঁর বাণী : (এবং সুস্পষ্ট কিতাব) আল-াহ তা‘আলা বলছেন, নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল-াহ তা‘আলার পক্ষ হতে এমন একটি নূর এসেছেন যাঁর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে সত্যের মা‘আলিম তথা দিক চিহ্ন, বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোকিত করেছেন। (এবং সুস্পষ্ট কিতাব) অর্থাৎ এমন কিতাব যাতে আল-াহ তা‘আলার একত্ববাদ, হালাল-হারাম

[৯৮]. ইব্‌ন জারীর ত্বাবারী :জামি‘উল বয়ান ‘আত-তা’বীলি আয়িল কুরআন (রিয়াদ্ব: দারু‘আলমিল কুতুব, ১ম সং, ১৪২৪হি. /২০০৩ খৃ.) খ. ৮. পৃ. ২৬৪

শরী'য়াতের বিধানাবলী সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে যে বিষয়ে মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে কুরআন যা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্ড়ফা সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর উপর আল-াহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন। তিনি সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম প্রয়োজনানুসারে ধর্মীয় বিষয় সমূহ মানুষের নিকট বর্ণনা করেছেন এবং ব্যাখ্যা বিশে-ষণ করছেন এমন কি তারা সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরূপন করতে সক্ষম হয়েছেন। সত্য মিথ্যার পরিচয় লাভ করতে পেরেছেন ।

২. ইমাম সা'লাবী আবূ ইসহাক আহমদ (রহ.)-এর ভাষ্য-[৯৯]

(قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ) يعنى محمدًا صلى الله عليه و سلم
(وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ) بين و قيل : مُبَيِّنٌ وهو القران -

(তোমাদের নিকট আল-াহর পক্ষ হতে এসেছে নূর) অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম (এবং স্পষ্ট কিতাব) সুস্পষ্ট , কেউ কেউ বলেছেন সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনাকারী আর তা হচ্ছে আল-কুরআন'

৩. মক্কী ইব্ন আবূ ত্বালিব কায়সী , আবূ মুহাম্মদ (রহ.)-এর ভাষ্য-[১০০]

والمعنى : يا أهل التوراة و الانجيل (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ) وهو محمد صلى الله عليه و سلم, هو نور لمن استنار به (وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ) هو القران -

অর্থ : ওহে তাওরাত ও ইনজিলে বিশ্বাসী (নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল-াহর পক্ষ থেকে একটা 'নূর' এসেছে) এবং তিনি মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম, তিনি তার জন্য জ্যোতি-আলো যে এর দ্বারা আলোকিত হতে চায়। (এবং স্পষ্ট কিতাব) এটা আল-কুরআন"

৪. ইমাম মহিউস্ সুন্নাহ, আল-হুসাইন ইব্ন মাস'উদ আল-বাগভী , আবূ মুহাম্মদ (রহ.)-এর ভাষ্য-[১০১]

---

[৯৯]. ইমাম সা'লাবী : আল-কাশ্ফ ওয়াল বয়ান যা তাফসীর-স্-সা'লাবী নামে খ্যাত (বৈর-ত : দার- ইয়াহইয়ায়িত তুরাসিল 'আবরী, ১ম সং ,১৪২২হি) খ. ৪, পৃ. ৩৯।

[১০০]. মক্কী ইব্ন আবূ ত্বালিব : আল-হিদাইয়াতু ইলা বুলূগিল নিহাইয়া (শারজাহ ইউনিভার্সিটি : ১ম সং , ১৪২৯ হি. / ২০০৮ খৃ.) সূরা আল-মায়িদা, আয়াত নং ১৫- এর তাফসীর দ্রষ্টব্য।

(قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ) يعنى محمدًا صلى الله عليه و سلم وقيل الاسلام (وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ) بيِّن و قيل : مُبَيِّنٌ وهو القران -

(নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল-াহর পক্ষ থেকে একটা 'নূর' এসেছে) অর্থাৎ : মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম , কেউ কেউ বলেছেন , আল- ইসলাম (এবং স্পষ্ট কিতাব) অর্থাৎ : সুস্পষ্ট কেউ কেউ বলেছেন , সুস্পষ্টরূপে বর্ণনাকারী আর তা হলো আল-কুরআন"

৫. ইব্ন জাওযী, 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আলী আবূল ফরজ (রহ.)-এর ভাষ্য-[১০২]

قوله تعالى : (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ) قال قتادة : يعنى بالنور : النبى محمد صلى الله عليه و سلم, وقال غيره : الاسلام , فاما الكتاب المبين وهو القران -

আল-াহ তা'আলার বাণী : (নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল-াহর পক্ষ থেকে একটা 'নূর' এসেছে) হযরত ক্বাদাতা (রা.) বলেন , অর্থাৎ নূর নবী মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম। অপরাপর মুফাস্সির গণ বলেছেন , নূর অর্থ আল-ইসলাম। অত:পর সুস্পষ্টরূপে বর্ণনাকারী কিতাব তা হলো আল-কুরআন।

৬. ইমাম 'উমর ইব্ন 'আলী দামিশক্বী , আবূ হাফস (রহ.)-এর ভাষ্য-[১০৩]

والمراد بالنور : محمد - عليه الصلاة والسلام -, بالكتاب : القران, وقيل المراد بالنور : الاسلام, وبالكتاب القران , وقيل : النور والكتاب والقران , هذا ضعيف, لان العطف يوجب التغاير,

"এবং 'নূর' দ্বারা মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম উদ্দেশ্য , কি'তাব দ্বারা আল-কুরআন উদ্দেশ্য , এবং কেউ কেউ নূর দ্বারা আল-

---

[১০১]. ইমাম মহিউস্ সুন্নাহ : মা'আলিমুত্ তানযীল- তাফসীর্ল বাগভী নামে খ্যাত (রিয়াদ: দার্ ত্বৈয়্যবা, ১ম সং , ১৪০৯ হি. / ১৯৮৯ খৃ.) খ. ৩, পৃ. ৩৩।

[১০২]. ইব্ন জাওযী : যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত্ তাফসীর (বৈর্ত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ৪র্থ সং , ১৪০৭ হি. / ১৯৮৭ খৃ.) খ. ২ , পৃ. ৩১৬

[১০৩]. 'উমর ইব্ন 'আলী দামিশক্বী : আল-লুবাব ফী 'উলূমিল কিতাব বৈর্ত : দার্ল কিতাবিল 'ইলমিয়্যাহ , ১ম সং , ১৪১৯ হি. / ১৯৯৮ খৃ.) খ. ৭, পৃ. ২৫৮-২৫৯

ইসলাম বুঝিয়েছেন , আর কিতাব দ্বারা আল-কুরআন উদ্দেশ্য , কেউ কেউ নূর এবং কিতাব দ্বারা আল-কুরআন বুঝিয়েছেন- এ ধরনের তাফসীর দূর্বল তথা অগ্রহণযোগ্য। কেননা (نور وكتاب) এর মধ্যে ওয়ায়ে 'আত্বফ রয়েছে- যা ভিন্নতা আবশ্যক করে। সুতরাং নূর এক জিনিস , কিতাব অন্য জিনিস।

৭. ইমাম 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-বাগদাদী, 'আলাউদ্দীন (রহ.) (যিনি খাযিন নামে খ্যাত)-এর ভাষ্য-[১০৪]

(قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ) يعنى محمدًا صلى الله عليه و سلم, انما سماه الله نورًا لانه يهتدى به كما يهتدى بالنور فى الظلام , وقيل : النور هو الاسلام (وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ) يعنى القران –

(নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল-াহর পক্ষ থেকে একটা 'নূর' এসেছে) অর্থাৎ : মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম , নিশ্চয় আল-াহ তাঁকে এজন্যে নূর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যেহেতু এর মাধ্যমে সুপথ প্রাপ্ত হয় যেরূপ অন্ধকারে আলোর মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান পায়। কেউ কেউ বলেছেন, নূর বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। (স্পষ্ট কিতাব) অর্থাৎ আল-কুরআন।

৮. ইমাম জুমাল , সুলায়মান ইব্ন 'উমর (রহ.)-এর ভাষ্য-[১০৫]

(قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ) وهو النبى صلى الله عليه و سلم (وَكِتَابٌ) قران (مُّبِيْنٌ) بيِّن ظاهر (جلالين)

'নূর' বলতে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আর কিতাব দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য।

৯. শায়খুত্ব ত্বায়িফা মুহাম্মদ ইব্ন হাসান তুসী , আবূ জা'ফর (রহ.)-এর ভাষ্য-[১০৬]

---

[১০৪]. ইমাম খাযিন, 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ : মুখতাসার তাফসীরিল খাযিন, (লবাবুত্ তাবীল ফী মা'আনিয়িত তানযীল) (দামিশক্ব : আল-ইয়ামামাহ লিত্ব-ত্বাবা'আহ, ১ম সং , ১৪১৫ হি./ ১৯৯৪ খৃ.) খ. ১, পৃ. ৪২৯।

[১০৫]. ইমাম জুমাল (রঃ) : আল- ফুতুহাতুল ইলাহিয়্যাতি বিতাওদ্বীহি তাফসীরিল জালালাইন লিদ্- দাক্বায়িক্বিল হানাফিয়্যাতি (ফয়সাল আল-হালবী : দার ইয়াহইয়ায়িল কুতুবিল 'আরবীয়্যাহ তা, বি) খ. ১ , পৃ. ৪৭৪-৪৭৫

و معنى النور فى الاية يحتمل امرين : احدهما: انه النبى صلى الله عليه و سلم فى قول الزجاج - والاخر: هو القران على قول ابى على -

'নূর' এর দুটির অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রথমত : হযরত যুজাজ (রহ.)-এর ভাষ্য মতে 'নূর' বলতে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত : আবূ 'আলী মু'তাযালীর ভাষ্য মতে 'নূর' বলতে, আল-কুরআন উদ্দেশ্য।

১০. ইমাম ফখর্দ্দীন রাযী (রহ.)-এর ভাষ্য-[১০৭]

ثم قال تعالى (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ) وفيه اقوال : الاول : ان المراد بالنور محمد, وبالكتاب القران, الثانى : ان المراد بالنور الإسلام,وبالكتاب القران الثالث : النور والكتاب هو القران , وهذا ضعيف لان العطف يوجب المغايرة بين المعطوف و المعطوف عليه, وتسمية محمد والإسلام والقران بالنور ظاهرة , لان النور الظاهر هو الذى يتقوى به البصر على إدراك الأشياء الظاهرة ,والنور الباطن ايضا هو الذى تتقوى به البصيرة على ادراك الحقائق و المعقولات -

তারপর আল-াহ তা'আলার বাণী : (নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল-াহর পক্ষ থেকে একটা 'নূর' এসেছে , এবং স্পষ্ট কিতাব) এ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে :

প্রথম অভিমত : নিশ্চয় 'নূর' দ্বারা হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম উদ্দেশ্য , এবং কিতাব বলতে আল-কুরআন উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় অভিমত : 'নূর' দ্বারা ইসলাম এবং কিতাব দ্বারা আল-কুরআন উদ্দেশ্য। তৃতীয় অভিমত : 'নূর' ও 'কিতাব' দ্বারা আল-কুরআন উদ্দেশ্য। এটা খুবই দূর্বল তাফসীর কেননা মা'তূফ (معطوف) ও মা'তূফ 'আলাই (معطوف عليه)-এর মাঝে ভিন্নতা থাকা আবশ্যক। আর 'নূর' দ্বারা মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম , ইসলাম ও কুরআন মুরাদ

---

[১০৬]. ইমাম শায়খুত্ব ত্বায়িফা : আত্ তিবইয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, (মাকতাবাতুল 'আলামিল ইসলামী, ১ম সং , ১৪০৯ হি.) খ. ৩, পৃ. ৪৭৪

[১০৭]. ফখর্দ্দীন রাযী (রঃ) : আত্-তাফসীর্ল কাবীর (বৈর্ত : দার্ল ফিকর, ১৪২৩ হি./২০০২ খ.) খ. ৬ , পৃ. ১৯৩-১৯৪।

নেয়ার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। কেননা প্রকাশ্য মত হচ্ছে যদ্বারা প্রকাশ্য বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়ার দৃষ্টি শক্তিশালী করে। আর বাতিনে নূর তথা অপ্রকাশ্য জ্যোতি অনুরূপভাবে বস্তু সমূহের প্রকৃত অবস্থা ও বিবেকের মাধ্যমে অর্জিত বিষয়ের সম্পর্কে দৃষ্টিকে শক্তিশালী করে।

১১. সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী , শিহাবুদ্দীন (রহ.)-এর ভাষ্য-[১০৮]

(قد جاءكم من الله نور) عظيم و هو نور الانوار و النبى المختار صلى الله عليه و سلم و الى هذا ذهب قتادة , واختاره الزجاج , و قال ابو على الجبائى : عنى بالنور القران لكشفه و اظهاره طرق الهدى و اليقين - و اقتصر على ذلك الزمخشرى , و عليه فالعطف فى قوله تعالى (وكتاب مبين) لتنزيل المغايرة بالعنوان منزلة المغايرة بالذات , واما على الاول فهو ظاهر , و قال الطيبى : إنه أوفق لتكرير قوله سبحانه , (قد جاءكم) بغير عاطف فعلق به اولا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم - و الثانى وصف الكتاب , وأحسن منه ما سلكه الراغب حيث قال : بين فى الاية الاولى و الثانية النعم, الثلاث التى خص بها العبادة النبوة , و العقل و الكتاب الخ .

(নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল-াহর পক্ষ থেকে এক মহান 'নূর' এসেছে।) তিনি হচ্ছেন জ্যোতি সমূহের জ্যোতি , এমন নবী যিনি স্বয়ং ক্ষমতা প্রাপ্ত-সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম। হযরত ক্বাতাদা (রাহ.)-এর অভিমত এটাই , ইমাম যুজাজ (রহ.)ও এ অভিমত গ্রহণ করেছেন। আবূ 'আলী আলজাবাঈ মু'তাযলীর মতে 'নূর' বলতে কুরআন উদ্দেশ্য যেহেতু এর মাধ্যমে ইয়াকীন ও হেদায়তের রাস্ড়া প্রকাশিত হয়ে যায়, খুলে যায়, কাশশাফ প্রণেতা যামাখশারীর অভিমত তাই।

১২. ইমাম মুহম্মদ আবূ যাহরা (রহ.)-এর ভাষ্য-[১০৯]

(قدجاءكم من الله نوروكتاب مبين) هذه جملة بيان للجملة السابقة , ولذلك كان الفصل بينهما لكمال الاتحاد, إذالثانية فى معنى الاولى مع وصف جديد فيه بيان الحقيقة , لأنه إذا كان مجئ الرسول فيه بيان المختفى ,

---

[১০৮]. সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী (রঃ) : রূহুল মা'আনী (পাকিস্ড়ান :মুলতান : মাকতাবাতু ইমদাদিয়া) খ.৪, পৃ. ৯৭

[১০৯]. আবূ যাহরা (রঃ) : যাহরাতুত্-তাফসীর (কায়র : দার ল ফিক্‌রিল'আরবী) খ.৪,পৃ. ২০৯০-২০৯১

وكشف المستور , فهو نور , وبعثه نور , وقدسجل ذلك النور فى كتاب مبين , اى واضح فى ذاته مبين للشرع الشريف الخ .

(নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল-াহর পক্ষ থেকে একটা 'নূর' এসেছে , এবং স্পষ্ট কিতাব) বাক্যটি পূর্বোক্ত বাক্যের বয়ানস্বরূপ। যে কারণে উভয় বাক্যের মধ্যে ফছল- ব্যবচ্ছেদটা হলো কামালুল ইত্তিহাদ।

১৩. আহমদ মুসত্বাফা মারাগী (রহ.)-এর ভাষ্য-[১১০]

(قدجاءكم من الله نوروكتاب مبين) النورهوالنبى صلى الله عليه وسلم , وسمى بذلك لانه للبصيرة كالنورللبصر , فكما انه لولاالنور ماادرك البصر شيأ من المبصرات , كذالك لولاماجاء به النبى صلى الله عليه وسلم من القران والاسلام لما أدرك ذو البصيرة من أهل الكتاب ولامن غيرهم حقيقة الدين الحق ولاماطرأ على التوراة والانجيل من ضياع بعضها اونسبانه وعبث الرؤساء بالبعض الاخرباخفاء شئ منه اوتحريفه ولظلوفى ظلمات الجهل والكفر لايبصرون - والكتاب المبين: هوالقران الكريم وهوبين فى نفسه ,مبين لمايحتاج اليه الناس لهدايتهم الخ -

(নিশ্চয় আল-াহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এক মহান 'নূর' এসেছে, এবং স্পষ্ট কিতাব) নূর-তিনি হচ্ছেন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম। সুস্পষ্ট কিতাব হলো আল-কুরআনুল করীম। এটি স্বয়ং সুস্পষ্ট হেদায়াত প্রত্যাশী মানুষের জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী।

১৪. মুহাম্মদ আল-আমীন ইব্ন 'আবদুল-াহ (রহ.)-এর ভাষ্য-[১১১]

(قدجاءكم) أيهاالناس (من) عند (الله) سبحانه وتعالى (نور) اى , رسول ,وهومحمد صلى الله عليه وسلم , (وكتاب مبين) اى : مظهر للحق من الباطل , وهوالقران

(নিশ্চয় তোমাদের নিকট এসেছেন) ওহে লোকসকল (হতে) নিকট হতে (আল-াহর) পূত পবিত্র এবং মহান (জ্যোতি) অর্থাৎ রাসূল তিনি হচ্ছেন

---

[১১০]. আহমদ মুসত্বাফা মারাগী (রঃ) : তাফসীর ল মারাগী (বৈর ত : দার ল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪২৮ হি./১৯৯৮ খৃ.) খ. ২, পৃ. ৪০৫-৪০৬।

[১১১]. মুহাম্মদ আল-আমীন (রঃ) : তাফসীর হাদায়িকির রাওহি ওয়ার রায়হান (বৈর ত : দার ত্বাক্বিন নাজাত, ১ম সং, ১৪৩১ হি./২০০১ খৃ.) খ. ৭, পৃ. ১৭৭।

মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম (এবং স্পষ্ট কিতাব) অর্থাৎ মিথ্যা বাতিল থেকে হক-সত্য প্রকাশকারী আর তা হলো আল-কুরআন।

১৫. ইমাম ইবরাহীম ইব্ন ‘উমর আল-বুক্বা‘ঈ. বুরহানুদ্দী আবূল হাসান (রহ.)-এর ভাষ্য-[১১২]

ولما أخبر عن فضله للخفايا , وكان التفضيل لايكون إلابالنور , اقتضى الحال توقع الأخباربانه نور , فقال مفتحا بحرف التوقيع , والتحقيق (قدجاءكم) وعظمه بقوله معبرا بالاسم الاعظم : (من الله) اى الذى له الإحاطة باوصاف الكمال (نور) اى واضح النورية , وهو محمد صلى الله عليه وسلم , الذى كشف ظلمات الشك والشرك , ودل على جمعه

এবং আল-াহ তা‘আলা যখন ইহুদী-খৃষ্টীন কর্তৃক গোপনকৃত নবী করীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর গুণাবলীর সংবাদ প্রদান করলেন। এবং এর বিস্ড়ারিত বর্ণনা نور ‘নূর’ দ্বারাই দিয়েছেন, অবস্থার চাহিদা মতে, সে সংবাদটি হলো নিশ্চয় তিনি সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম হচ্ছেন ‘নূর’।

আবূ মুহাম্মদ ‘আবদুল হক ইব্ন ‘আত্বীয়্যাহ আল-উন্দুলুসী (রহ.),[১১৩] সৈয়্যদ হাশিম বাহরানী (রহ.),[১১৪] সিদ্দীক হাসান কুনুজী;(রহ.)[১১৫] তাছাড়া আ‘লা হযরত আহমদ রেদ্বা খাঁন বেরলভী (রহ.), ন‘ঈমুদ্দীন মুরাবাদী (রহ.),[১১৬] মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন ন‘ঈমী (রহ.),[১১৭] প্রমূখের অভিমতও তাই।

---

[১১২]. ইমাম ইবরাহীম ইব্ন ‘উমর, বুরহানুদ্দীন (রঃ) : নয্মুদ দুরারী ফী তানাসুবিল আইয়াত ওয়াস সুওয়ার (বৈর্ত : দার্ল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪১৫ হি. / ১৯৯০ খৃ.) খ. ২ , পৃ. ৪১৮-৪১৯

[১১৩]. আবূ মুহাম্মদ ‘আবদুল হক উনদুলুসী (রঃ) : আল-মুহার্র্ল ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাবিল ‘আযীয (ক্বাত্বার : দোহা : ১ম সং , ১৪০২ হি./১৯৮৬ খৃ.) খ. ৪, পৃ. ৩৯৬।

[১১৪]. সৈয়্যদ হাশিম বাহরানী (রঃ) : আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন (বৈর্ত : মূআসসাতুল আ‘লমী, ২য় সং , ১৪২৭ হি. / ২০০৬ খৃ.) খ. ২ , পৃ. ৪১৮।

[১১৫]. সিদ্দীক হাসান কুনুজী : ফতহুল বয়ান ফী মাকাসিদিল কুরআন। (বৈর্ত : আল-মাকতাবাতুল ‘আসরীয়্যাহ) খ. ৩, পৃ. ৩৭৮।

[১১৬]. কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান (প্রাগুক্ত) পৃ. ২১১।

ক্বাজী নাসীরউদ্দীন বায়দ্বাভী,[১১৮] জারুল-াহ যামাখশারী।[১১৯] মুহাম্মদ ‘আলী সাবূনী[১২০] প্রমূখ মুফাসসিরগণ উক্ত আয়াতে বর্ণিত ,نور, (নূর) দ্বারা প্রথমত : আল-কুরআন দ্বিতীয়ত : যাতে মুসত্বাফা’ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম তাফসীর করেছেন। যেমন

ক্বাদ্বী নাসীরুদ্দীন বায়দ্বাভীর ভাষ্য-[১২১]

(قدجاءكم من الله نوروكتاب مبين) يعنى القران فانه الكاشف لظلمات الشك والضلال , والكتاب الواضح الاعجاز , وقيل يريد بالنور محمد صلى الله عليه وسلم –

(নিশ্চয় আল-াহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এক মহান ‘নূর’ এসেছে , এবং স্পষ্ট কিতাব) অর্থাৎ কুরআন কেননা এটি ভ্রষ্টতা ও সন্দেহের অন্ধকার দূর করে। এবং এটি এমন কিতাব যা দুনিয়াবাসীদের প্রতি সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জ তথা অক্ষমকারী।

তবে এ ধরনের তাফসীর মূলত যামাখশারী আবূ ‘আলী আল-জাবাঈ মু‘তাযিলী থেকেই বর্ণনা করেছেন।[১২২] তাঁরা আরবী ব্যাকরণের সর্বজন স্বীকৃত বিধিমালা معطوف ও معطوف عليه এর বিরুদ্ধাচরণ করে ‘নূর’

---

[১১৭]. তাফসীরে ন‘ঈমী (লাহোর : ন‘ঈমী কুতুব খানা.১ম সং,১৯৯৭ খৃ.) খ.৬ পৃ. ২৯৩-৩০৭।

[১১৮]. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিহ উদ্দীন শেখ যাদাহ (রঃ) হাশিয়াতু মহীউদ্দীন শেখ যাদাহ খ. ৩, পৃ. ৪৯৭-৪৯৮ কাদ্বী শিহাবুদ্দীন খাফাজী : হাশিয়াতুশ-শিহাব খ. ৩ পৃ. ৪৪১-৪৪২।

[১১৯]. যামাখশারী :আল-কাশশাফ ‘আল হাক্বায়িক্বিত তানযীল ওয়া‘উয়ুনিল আক্বাবীলি ফী ওজুহিত তা‘বীল (বৈরুত : দারুল মা‘রিফ তা.বি.) খ. ১, পৃ. ৩২৯।

[১২০]. মুহাম্মদ ‘আলী সাবূনী : সাফওয়াতুত্ তাফসীর (বৈরুত : ‘আলমুল কুতুব, ১ম সং, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খৃ.) খ. ১ ,পৃ. ৫১৫।

[১২১]. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিহ উদ্দীন শেখ যাদাহ (রঃ) হাশিয়াতু মহীউদ্দীন শেখ যাদাহ খ. ৩, পৃ. ৪৯৭-৪৯৮ কাদ্বী শিহাবুদ্দীন খাফাজী : হাশিয়াতুশ-শিহাব খ. ৩ পৃ. ৪৪১-৪৪২।

[১২২]. যামাখশারী : আল-কাশশাফ ‘আল হাক্বায়িক্বিত তানযীল ওয়া‘উয়ুনিল আক্বাবীলি ফী ওজুহিত তা‘বীল (বৈরুত : দারুল মা‘রিফ তা.বি.) খ. ১, পৃ. ৩২৯।

অর্থ আল-কুরআন নিয়েছেন।[১২৩] অধিকাংশ মুফাসসিরদের নিকট তা গ্রহণ যোগ্য নয়। এ ধরনের তাফসীর খুবই দূর্বল বলে স্বীকৃত।[১২৪]

নূর সম্পর্কিত দ্বিতীয় আয়াত :[১২৫]

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ط مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ط اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ط اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ لا يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ط يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ

'আল-াহ আলো আসমান সমূহ ও যমীনের। তাঁর আলোর উপামা এমনই যেমন একটা দীপাধার, যার মধ্যে রয়েছে প্রদীপ। ঐ প্রদীপ একটা ফানুসের মধ্যে স্থাপিত।ঐ ফানুস যেন একটি নক্ষত্র, মুক্তার মতো উজ্জ্বল হয় বরকতময় বৃক্ষ যায়তুন দ্বারা, যা না প্রাচ্যের, না প্রতীচ্যের; এর নিকটবর্তী যে, সেটার তৈল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে যদিও আগুন সেটাকে স্পর্শ না করে আলোর উপর আলো। আল-াহ আপন আলোর প্রতি পথ নির্দেশনা দান করেন যাকে ইচ্ছা করেন ; এবং আল-াহ উপমাসমূহ বর্ণনা করেন মানুষের জন্য। এবং আল-াহ সব কিছু জানেন।

---

[১২৩]. সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী : রূহুল মা'আনী (প্রাগুক্ত) খ.৪, পৃ. ৯৭; ফখরুদ্দীন রাযী : আত্-তাফসীরুল কবীর, (প্রাগুক্ত) খ. ৬, পৃ. ১৯৩-১৯৪।

[১২৪]. ফখরুদ্দীন রাযী : আত্-তাফসীরুল কবীর (প্রগুক্ত) খ. ৬ পৃ. ১৯৩-১৯৪।

[১২৫]. ফখরুদ্দীন রাযী : আত্-তাফসীরুল কবীর (প্রগুক্ত) খ. ৬ পৃ. ১৯৩-১৯৪; আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা নূর আয়াত নং ৩৫ পৃ. ৬৪৫।

উপরোক্ত আয়াতে করীমায় উলে-খিত 'مَثَلُ نُوْرِه' (তাঁর নূরের উদাহরণ) দ্বারা রাসুলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নূরের এক অনুপম ঐশ্বরিক উপামা পেশ করা হয়েছে।[১২৬]

মুফাস্সিরগণের ভাষ্য নিম্নরূপ :

১. ইব্ন জারীর ত্বাবারী (রহ.) নিম্নোক্ত সনদে 'مَثَلُ نُوْرِه' দ্বারা রাসুলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এর 'নূর মুবারক' মুরাদ নিয়েছেন।[১২৭] যেমন তিনি বর্ণনা করেছেন-

حدثنى على بن الحسن الازدى, قال ثنا يحي بن اليمان, عن اشعث عن جعفر بن ابى المغيرة, عن سعيد بن جبير فى قوله (مَثَلُ نُوْرِه) قال : محمد صلى الله عليه و سلم ,

ইব্ন জারীর (রহ.) বলেন, আমাকে 'আলী ইব্ন আল-হাসান আল-আয্দী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে ইয়াহইয়া ইব্ন আল-ইয়ামান হাদীস বর্ণনা করেছেন , তিনি আশ'আস থেকে , তিনি জা'ফর ইব্ন আবূল মূগীরা থেকে , তিনি সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) থেকে 'مَثَلُ نُوْرِه' এর তাফসীর বিষয়ক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'مَثَلُ نُوْرِه' এর দ্বারা মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে বুঝানো হয়েছে'।

২. বিখ্যাত মুফাস্সির ফখর-দ্দীন রাযী (রহ.)-এর ভাষ্য-[১২৮]

---

[১২৬]. ইব্ন জারীর ত্বাবারী :তাফসীর-ত্ব ত্বাবারী (জামি'উলবয়ান 'আন তা'বীলি আইয়িল কুরআন) (প্রাগুক্ত) খ. ১৭, পৃ. ২৯৯; কাদ্বী 'ইয়াদ্ব : আশ-শিফা বিতা'রীফিল হক্বিল মুসত্বাফা (বের-ত : দার-ল কিতাবিল 'আরবী, তাহক্বীক্ব : 'আলী মুহাম্মদ আল-বাদাবী, তা.বি.) খ. ১, পৃ. ২০ ; জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : আদ-দুররুল মনসূর ফীত তাফসীরি বিল মাসূর খ. ১১, পৃ. ৬৪-৬৬ ; আবূ মুহাম্মদ মক্কী আল-ক্বায়সী : আল-হিদাইয়াতু ইলা বুলুগিন নিহাইয়া (শারজাহ বিশ্ববিদ্যালয় : ১ম সং, ১৪২৯ হি. / ২০০৮ খৃ.) খ. ৮, পৃ. ৫০৯৩।

[১২৭]. ইব্ন জারীর ত্বাবারী : তাফসীর-ত্ব ত্বাবারী (প্রাগুক্ত) খ. ১৭ , পৃ. ২৯৯।

[১২৮]. ফখর-দ্দীন রাযী (রঃ) : আত-তাফসীর-ল কবীর (প্রাগুক্ত) খ. ১৭ , পৃ. ২৩৬।

قال مقاتل مَثَلُ نُوْرِه ای مثل نور الایمان فی قلب محمد صلی الله علیه و سلم کمشکوة فیها مصباح , فالمشکاة نظیر قلب عبد الله , و الزجاجة نظیر جسد محمد صلی الله علیه وسلم و المصباح نظیر الایمان فی قلب محمد او نظیر النبوة فی قلبه –

হযতর মুক্বাতিল (রা.) 'مَثَلُ نُوْرِه' এর তাফসীরে বলেছেন, হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র ক্বলব মুবারকে ঈমানের জ্যোতির উদাহরণ। المشكاة এখানে كمشكاة فيها مصباح (মিশকাত দীপাধার) দ্বারা রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর আব্বাজান হযরত 'আবদুল-াহ (রা.)-এর উপামা , الزجاجة (আয-যুজাজাহ-কাঁচের পাত্র) রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র শরীর মুবারক এবং المصباح (আল-মিসবাহ-প্রদীপ) দ্বারা রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র ক্বলব মুবারকে ঈমানের উপমা অথবা তাঁর অন্ড়করণে নবুয়্যতের উদাহরণ।

৩. ইমাম ফখর ুদ্দীন রাযী (রহ.)-এর অপর একটি ভাষ্য পরিলক্ষিত হয়-[১২৯]

قال قوم المشكاة نظير ابراهيم عليه السلام , و الزجاجة نظير اسماعيل عليه السلام, و المصباح نظير جسد محمد صلی الله علیه وسلم والشجرة النبوة والرسالة –

'একদল মুফাস্সির বলেন, ' المشكاة ' দীপাধার' দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.) الزجاجة কাঁচের পাত্র' দ্বারা হযরত ইসমা'ঈল (আঃ),' المصباح' প্রদীপ' দ্বারা হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর শরীর মুবারক এবং ' الشجرة ' বৃক্ষ' দ্বারা নুবয়্যত ও রিসালত উদ্দেশ্য।

৪. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহ.)-এর ভাষ্য -[১৩০]

وأخرج عبد حميد, وابن جرير, وابن المنذر, وابن ابی حاتم, وابن مردوية, عن شمر بن عطية قال : جاء ابن عباس الی کعب الأحبار فقال حدثنی عن قول الله (الله نور السموت والارض ومثل نوره) قال : مثل

---

[১২৯]. ফখর ুদ্দীন রাযী (রহ.) : (প্রাগুক্ত) খ. ১৭ , পৃ. ২৩৬।

[১৩০]. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহ.): আদ-দুরর ুল মনসূর (প্রাগুক্ত) খ. ১১ , পৃ. ৬৪-৬৫।

نور محمد صلى الله عليه و سلم (كمشكاةٍ) قال المشكاة الكوة , ضربها مثلا لفمه, (فيها مصباح) و المصباح قلبه, (فى زجاجة) و الزجاجة صدره , (كانها كوكب درى) شبّه صدر محمد صلى الله عليه و سلم بالكوكب الدرِّى, ثم رجع الى المصباح, الى قلبه, فقال : (توقد من شجرة مباركة زيتونة), (يكاد زيتها يضئ) قال : يكاد محمد صلى الله عليه و سلم يبين للناس و لولم يتكلم انه نبى , كما يكاد ذلك الزيت ان يضئ –

জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহ.) বলেন, 'আবদু ইব্ন হামীদ , ইব্ন জারীর, ইবনুল মুনযির , ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইব্ন মারদুভীয়্যাহ (রা.) শিমরি ইবন' আত্বীয়্যাহ (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন' শিমরি ইব্ন 'আত্বীয়্যাহ (রা.) বলেন, হযরত 'আবদুল-াহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হযরত কা'ব আল-আহবার (রা.)-এর নিকট আসলেন অত:পর বললেন আমাকে আল-াহ তা'আলার বাণী الله نور السموت الخ সম্পর্কে বর্ণনা কর ন। তিনি বলেন উক্ত আয়াত হলো নুরী মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর উদাহরণ-আল-াহ তা'আলার বাণী ' كمشكاة ' (দীপাধারের মত) দ্বারা রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মুখ মুবারক উদ্দেশ্য। তাঁর বাণী فيها مصباح (এতে প্রদীপ রয়েছে) দ্বারা রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র ক্বলব তথা অন্ড়করণ মুবারক উদ্দেশ্য। তাঁর বাণী فى زجاجة (কাঁচের পাত্র) দ্বারা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র বক্ষ মুবারক উদ্দেশ্য । তাঁর বাণী : كانها كوكب درى (ঐ ফানুস যেন একটি নক্ষত্র, মুক্তার মতো উজ্জ্বল হয়) দ্বারা নবী করীম রাউফুর রাহীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র বক্ষ মুবারক থেকে মুক্তার ন্যায় চর্তুদিকে যে জ্যোতি বিকিরণ হতো তা উদ্দেশ্য। তাঁর বাণী : المصباح (প্রদীপ) দ্বারা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসল-াম-এর ক্বলব তথা অন্ড়করণ মুবারক উদ্দেশ্য। তাঁর বাণী : توقد من شجرة مباركة زيتونة (বরকতময় বৃক্ষ যায়তুনের তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে) বরকতময় বৃক্ষের তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলন করেছে। (يكاد زيتها يضئ) (এর নিকটর্বতী যে, সেটার তৈল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে) নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি

ওয়াসাল-াম পবিত্র মুখ মুবারকে না বললেও মানুষের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তিনি নবী, যেরূপ তৈল প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আলোকিত হয়।

জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)-এর অপর একটি ভাষ্য-[১৩১]

وأخرج ابن مردوية, عن ابن عباس : (الله نور السموت والارض) قال : الله هادى أهل السماوات و الارض , (مثل نوره) يا محمد فى قلبك كمثل هذا المشكاة , فكما هذا المصباح فى هذا المشكاة كذالك فؤادك فى قلبك , و شبّه قلب رسول الله عليه و سلم بالكوكب الدرِّى الذى لا يخبو, (توقد من شجرة مباركة زيتونة) : تأخذ دينك عن ابراهيم عليه السلام, وهى الزيتونة (لا شرقية و لاغربية) : ليس نصرانى فيصلى نحو المشرق, ولا يهودى فيصلى نحو المغرب, (يكاد زيتها يضئ) , يقول: يكاد محمد صلى الله عليه و سلم ينطق بالحكمة قبل ان يوحى اليه بالنور الذى جعل الله فى قلبه (نور على نور) قال : اتى نور الله على نور محمد

ইব্ন মারদুভীয়্যাহ (রা.) হযরত ইব্ন'আব্বাস (রা.) হতে উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন -

(الله نور السموت والارض) আল-াহ তা'আলা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আলো। ইব্ন'আব্বাস বলেন- আল-াহ তা'আলা দুনিয়াবাসী ও আসমানের বাসিন্দাদের পথ প্রদর্শক। (مثل نوره) তাঁর নূরের উদাহরণ : ওহে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আপনার পবিত্র ক্বলব তথা অন্ড়করণের মধ্যে এ দীপাধারের বাতির ন্যায়, যেরূপ এ প্রদীপ এ দীপাধারে প্রজ্জ্বলিত। অনুরূপ আপনার অন্ড়র আপনার পবিত্র ক্বলব মুবারকে দেদিপ্যমান এবং রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ক্বলব মুবারককে এমন এক উজ্জ্বল মুক্তার ন্যায় নক্ষত্রের সাথে তুলনা দিয়েছেন যা নিঃশেষ হবে না। অর্থাৎ যার শিখা নিভে যায় না।

(توقد من شجرة مباركة زيتونة) আপনি ওহে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম হযরত ইবরাহীম (আ.) থেকে দ্বীন গ্রহণ করেছেন। আর এটাই বরকতময় যায়তুন তৈল। (لا شرقية و لاغربية) তিনি {ইবরাহীম (আ.)} খৃষ্টান ছিলেন না যে, পূর্বমুখী হয়ে সালাত আদায়

---

[১৩১]. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহ.): আদ-দুররুল মনসূর (প্রাগুক্ত) খ. ১১, পৃ. ৬৪-৬৫।

করবেন। না ইয়াহুদী ছিলেন, পশ্চিম মুখী হয়ে সালাত আদায় করবেন। (يكاد زيتها يضئ) আল-াহ তা'আলা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ক্বলব মুবারকে যে 'নূর' দিয়েছেন তার মাধ্যমে ওহি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেও তিনি অনেক প্রজ্ঞাময় হিকমতপূর্ণ কথা বলতেন। (نور على نور) হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নূরের (জ্যোতির) উপর আল-াহ তা'আলার নূর এসেছে।

সৈয়্যদ মুহাম্মদ ন'ঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.) খাযাইনুল 'ইরফান তাফসীর গ্রন্থে বিখ্যাত মুফাসসির খাযিন (রহ.)-এর সূত্রে এ আয়াত সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত উপস্থাপন করেছেন।[১৩২]

এক : 'আলো ' দ্বারা হিদায়ত বুঝানো হয়েছে এবং অর্থ দাড়ায় আল-াহ তা'আলার হিদায়ত অত্যন্ড় স্পষ্ট। অর্থাৎ" অনুভূতির জগতের ' মধ্যে এর উপামা এমন দীপাধারের সাথে দেয়া যেতে পারে যার মধ্যে খুবই স্বচ্ছ ও পরিস্কার ফানুস থাকবে , সে ফানুসের মধ্যে এমন প্রদীপ থাকবে , যা অতীব উত্তম ও স্বচ্ছ যায়তুন তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয় যে , সেটার আলোক অতিমাত্রায় উন্নত ও পরিস্কার হয়।

দুই : এ উপামা নবীকুল সরদার মুহাম্মদ মুসত্বাফা সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নূরেরই। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হযরত কা'ব আল-আহবারকে (রা.) বললেন , এ আয়াতের অর্থ বর্ণনা করো তিনি বললেন, এতে আল-াহ তা'আলার আপন নবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর উপামা দিয়েছেন-দীপাধার তো নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এর বক্ষ মুবারক। আর 'ফানুস' হচ্ছে 'হৃদয় মুবারক ' এবং 'প্রদীপ ' হচ্ছে 'নবুয়্যত ' যা নবুয়্যতের বৃক্ষ দ্বারা আলোকিত। আর ঐ 'নূরে মুহাম্মদীর আলোক ও চমক ' এমন পূর্ণ প্রকাশিত স্ড়রে রয়েছে যে , তিনি যদি নিজে নবী হবার কথা বর্ণনা নাও করতেন তবুও সৃষ্টির নিকট তা প্রকাশ পেয়ে যেতো।

---

[১৩২]. কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান (বঙ্গানুবাদ : আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান) সূরা নূর আয়াত নং ৩৫ পৃ. ৬৪৫-৬৪৬।

তিন : হযরত ইব্ন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, 'দীপাধার' তো বিশ্বকুল সরদার সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বক্ষ মুবারক' আর 'ফানুস হচ্ছে 'পবিত্র হৃদয়' এবং 'প্রদীপ' হচ্ছে ্ঐ আলো' যা আল-াহ তা'আলা তাতে স্থাপন করেছেন। যা না প্রাচ্যের' না প্রতীচ্যের 'না ইহুদী, না খৃষ্টান, একটা বরকতময় 'বৃক্ষ' থেকে আলোকিত ঐ 'বৃক্ষ' হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আ.)। ইবরাহীম (আ.)-এর হৃদয়ের আলোকের উপর 'নূরে মুহাম্মদী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম। "আলোর উপর আলোই।"

চার : মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কারাদী (রহ.) বলেছেন- "দীপাধার ও 'ফানুস' তো হযরত ইসমা'ঈল (আ.)। আর 'প্রদীপ' দ্বারা বুঝায় বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে, 'বরকতময় বৃক্ষ' হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আ.), যেহেতু অধিকাংশ নবী রাসূল তাঁর বংশ থেকে আবির্ভূত হন। আর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের না হওয়ার অর্থ হচ্ছে এ যে , হযরত ইবরাহীম (আ.) না ইহুদী ছিলেন ,না খৃষ্টান। কেননা ইহুদীরা পশ্চিম দিকে নামায পড়ে। আর খৃষ্টান পূর্ব দিকে ফিরে। এটা খুবই সন্নিকটে যে , হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার গুণাবলী ওহী অবতীর্ণ হবার পূর্বেই সৃষ্টির নিকট প্রকাশ পেয়ে যাবে। 'আলোর উপর আলো ' এভাবে যে, নবীর বংশের নবী, 'নূরে মুহাম্মদী নূরে ইবরাহীমের উপর' 'আলাইহিমাস সালাতু ওয়াস সালাম।

'নূর' সম্পর্কিত ৩য় আয়াত-[১৩৩]

يُرِيدُوْنَ اَنْ يُّطْفِؤُا نُوْرَاللّٰهِ بِاَفْوَافِهِمْ وَيَأبى اللّٰهُ الاَّ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَه
وَلَوْكَرِهَ الكفِرُوْنَ ٥

'তারা চায় আল-াহর জ্যোতি তাদের মুখের ফুৎকারে নির্বাপিত করতে ; এবং আল-াহ মানবেন না , কিন্ডু আপন জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসনই, যদিও অপছন্দ করে কাফির "

১৩৩. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা তাওবা আয়াত নং ৩২ পৃ. ৩৫৪।

'নূর' সম্পর্কিত ৪র্থ আয়াত-[১৩৪]

يَاَيُّهَاالنَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا * وَدَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًامُّنِيْرًا * -

হে অদৃশ্যের সংবাদ দাতা (নবী)। নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি 'উপস্থিত ' 'পর্যবেক্ষণকারী ' (হাযির-নাযির) করে, সুসংবাদ দাতা এবং সতর্ককারীরূপে। এবং আল-াহর প্রতি তাঁর নির্দেশে আহবানকারী আর আলোকোজ্জ্বলকারী সূর্যরূপে।

উক্ত আয়াতে سِرَاجًا (সিরাজান) এর অনুবাদ- সূর্য। এটা আল-কুরআনুল করীমেরই সাথে সামাঞ্জস্যময়। সূর্যকে 'সিরাজ' বলা হয়েছে। যেমন আল-াহ তা'আলার বাণী[১৩৫] وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا এবং অপর আয়াত[১৩৬] وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا প্রকৃত পক্ষে , হাজার হাজার সূর্য অপেক্ষা ও অধিক আলো রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নবুয়্যতের 'নূরই ' দান করেছে। আর তিনি সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম কুফর ও শির্কের গাঢ় অন্ধকারকে স্বীয় বাস্ড়বতা বিকিরণকারী 'নূর' দ্বারা দূরীভূত করে দিয়েছেন, সৃষ্টির জন্য আল-াহর পরিচিতি ও একত্ববাদ পর্যন্ড় পৌছার পথ সমূহ সমুজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। পথভ্রষ্টতার অন্ধকার উপত্যকায় পথহারা লোকদেরকে স্বীয় হিদায়তের আলো দ্বারা সঠিক পথে এনে দাঁড় করিয়েছেন এবং নবুয়্যতের জ্যোতি দ্বারা হৃদয় ও অন্ড়রচক্ষু এবং মন ও আত্মা গুলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে , তাঁর বরকতময় অস্ড়িত্ব এমন এক বিশ্ব আলোকিতকারী সূর্য ,যা হাজার হাজার সূর্য তৈরী করেছে। এ কারণে , তাঁর গুণাবলীর মধ্যে مُنِيْرٌ (আলোকদানকারী)ও এরশাদ হয়েছে।[১৩৭]

---

[১৩৪]. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা আহযাব আয়াত নং ৪৫-৪৬ পৃ.৭৬৫।
[১৩৫]. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা নূহ : আয়াত নং ১৬ পৃ. ১০৩১।
[১৩২]. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা নাবা : আয়াত নং ১৩ পৃ. ১০৫৪।
[১৩৭]. সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী : খাযাইনুল ইরফান, পৃ. ৭৬৫।

ফখর-দ্দীন রাযী (রহ.) বলেন,সূরা আহযাবের শুর- থেকে শেষ পর্যন্ড় প্রভূর পক্ষ থেকে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ব্যাপারে আদাব শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। উক্ত আয়াতে তাঁকে سِرَاجًا বলা হয়েছে। شَمْسٌ বলা হয়নি। আর প্রত্যেক সাহাবী (রা.) তাঁর থেকে হেদায়তের নূর গ্রহণ করেছেন। যদিও নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম তাঁদেরকে نُجُوْمٌ নক্ষত্র বলেছেন।[১৩৮]

ইব্ন জারীর ত্বাবারী (রঃ) বলেন ,[১৩৯]

(سِرَاجًا مُنِيْرًا) يَقُوْلُ : وضياء لخلقه يستضئ بالنور الذى اتيتهم به من عندالله عباده – (مُنِيْرًا) يقول : ضياء ينير لمن استضاء بضوئه , وعمل بما أمره – وانما يعنى بذالك , انه يهدى به من اتبعه من امته

(আলোকোজ্জ্বলকারী সূর্যরূপে) তিনি বলেছেন , এবং তাঁর সৃষ্টির জন্য আলো। আল-াহ তা'আলার নিকট থেকে তিনি তাদের তথা আল-াহর বান্দাদের জন্য যে নূর নিয়ে এসেছেন তা দ্বারা আলোকিত হতে চায়।

ক্বাদ্বী সানাউল-াহ পানি পাথি (রহ.) বলেন, 'সিরাজাম মুনীরা' গুণটি রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ক্বলব মুবারকের দিক থেকে যেভাবে সূর্যের কিরণে সারা পৃথিবী আলোকিত হয়। অনুরূপ ভাবে তাঁর নূর মুবারকের মাধ্যমে সকল মূ'মিনের ক্বলব আলোকিত হয়। এ কারণেই সাহাবীদের (রা.) মর্যাদা-মাহাত্ম সমগ্র উম্মতের উপর সর্বাধিক যেহেতু সে নূরের সংস্পর্শ তাঁরা সরাসরিপেয়েছিলেন। সমগ্র উম্মত তাঁদের মাধ্যমে ঐ নূর মুবারকের জ্যোতি লাভ করেছিলেন।[১৪০]

---

[১৩৮]. ফখর-দ্দীন রাযী : আত-তাফসীর-ল কবীর (কায়র- : মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ,) খ. ১৩, পৃ. ১৮৮-১৮৯।

[১৩৯]. ইব্ন জারীর ত্বাবারী : তাফসীর-ত্ব-ত্বাবারী (প্রাগুক্ত) সূরা আহযাব : আয়াত নং ৪৫-৪৬, খ. ৮ , পৃ. ২২৭২-২২৭৩।

[১৪০]. মাওলানা মুহাম্মদ জামাল : জামালাইন শরহি উর্দু জালালাইন (দেওবন্দ : কুতুব খানা ন'ঈমিয়া, ১ম সং , ১৪২৩ হি.) খ. খ. পৃ. ১৫৩-১৫৪।

ইসমা'ঈল হক্কী (রহ.) বলেন-[১৪১]

ان السراج الواحد يوقد منه الف سراج ولاينقص من نوره شئ وقد اتفق اهل الظاهر والشهور على ان الله تعالى خلق جميع الاشياء من نور محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينقص من نوره شئ –

"নিশ্চয় একটি প্রদীপ থেকে হাজার হাজার প্রদীপ জ্বালালে ঐ প্রদীপের সামান্যতমও কমেনা। প্রত্যেক উম্মত এ বিষয়ে একমত যে , আল-াহ তা'আলা সব কিছুই মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এর 'নূর মুবারক দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অথচ তাঁর নূর মুবারকের সামান্যতম কমেনি। হানাফী মাযহাবের উক্ত মুফাস্সির রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে কেন سراجا منيرا বলা হলো তার তাত্ত্বিক ও যুক্তিক বিশে-ষণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন-[১৪২]

কয়েকটি কারণে আল-াহ তা'আলা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে সূর্যের সাথে উপমা দিয়েছেন।

১। নিশ্চয় তিনি বিভ্রান্ড, পথভ্রষ্টের অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তির জন্য দেদিপ্যমান আলোক বর্তিকা। তাঁর নূরের আলোতে সঠিক দিক নির্দেশনা ও হেদায়ত লাভ করা যায়। যেভাবে অন্ধকার রাত্রে প্রদীপ-আলোক বর্তিকা পথ দেখায়।

২। নিশ্চয় একটি আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ থেকে হাজার হাজার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করলেও ঐ মূল প্রদীপের আলো-নূর সামান্য পরিমাণ কমে না। সমস্ড় উম্মত একথার উপর একমত যে, নিশ্চয় আল-াহ তা'আলা সব কিছু মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর 'মহান নূর' থেকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ তাঁর নূর থেকে সামান্য পরিমাণ কমেনি। বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আ.) বললেন "ওহে প্রভূ আমি আপনার খযিনা-ধন ভান্ডার সম্পর্কে অবগত হতে চাই। তখন আল-াহ তা'আলা বললেন, তোমার তাবুর সামনে আগুন প্রজ্জ্বলিত কর। এ রূপ করা হলে প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ আগুন থেকে গ্রহণ করল।

---

[১৪১]. ইসমা'ঈল হক্কী : রূহুল বয়ান (বৈর"ত : দার"ল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ ২য় সং, ২০০৯) খ.৭ পৃ. ১৯৮।

[১৪২]. ইসমা'ঈল হক্কী : রূহুল বয়ান, খ. ৭ পৃ. ১৯৭-১৯৮।

অত:পর বললেন, তোমার আগুন কি সামান্য পরিমাণ কমেছে ? মূসা (আ.) বললেন, ওহে রব,কমেনি, তিনি বললেন, এরূপ আমার খযিনা।

অনুরূপভাবে শরীয়াতের 'ইলম' ত্বরীক্বতের ফায়দা, মা'রিফাতের জ্যোতি সমূহ এবং হাকীকতের গুপ্তরহস্য তাঁর সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এর উম্মতের যাঁরা 'উলামা তাঁদের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আর তাঁর অবস্থা পূর্ববত রয়েছে। সামান্যও কমতি হয়নি। আপনারা কি লক্ষ্য করেননি ? চন্দ্র সূর্য থেকে আলো লাভ করে। কিন্ড়ু সূর্যের আলো পূর্ববত রয়েছে। কাসীদায় বুরদার লেখক কতই না সুন্দর বলেছেন

فانه شمس فضل هم كواكبها + يظهرن أنوارها للناس فى الظلم

অর্থাৎ : নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আল-াহ তা'আলার রহমতে সূর্য-যা পৃথিবীতে উদিত হয়েছেন। সমস্ড় নবী (আ.) চন্দ্র-যা তাঁর নূরের আলোতে উদ্ভাসিত। তাঁরা তাঁর অবর্তমানে এ পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূর প্রসারিত করেছেন। তিনি যখন সূর্যরূপে প্রকাশিত হলেন তখন তাঁদের সে 'নূর' ধর্ম মনসুখ বা নির্বাপিত হয়ে গেল।

৩। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম সমগ্র বিশ্বের প্রত্যন্ড় অঞ্চলে নূর-আলো দিচ্ছেন যেরূপ সূর্য সমগ্র বিশ্বে আলো দিচ্ছে। অনুরূপভাবে তিনি সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম প্রত্যন্ড় অঞ্চলের অনুসারী ও ভক্ত-অনুরক্ত নিকট সূর্যরূপে আলো দিচ্ছেন। কিন্ড়ু যারা অন্ধ যেমন আবূ জাহল ও তার অনুসারীগণ ব্যতীত। যেহেতু তারা তাঁর নূর মুবারক থেকে আলোকিত হতে পারেনি এবং বাস্ড়বিক পক্ষে তাঁকে দেখেওনি। যেমন আল-াহ তা'আলার বাণী[১৪৩] : وَ تَرٰى هُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُوْنَ

অর্থ : এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে এবং তারা কিছুই দেখে না।

৪। নিশ্চয় নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে নিম্নভূমি-পৃথিবী থেকে উর্ধবজগতে মি'রাজ করিয়েছেন। মাকাম-এ-কাবা কাওসাইন

[১৪৩]. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা আ'রাফ : আয়াত নং ১৯৮ পৃ.৩২৩।

ও মাকাম-এ উদ্‌নিয়্যত (নৈকট্যের স্ড়র) তথা মহান আল-াহকে স্বচক্ষে দেখার মহান সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আল-াহ তা'আলার নূরে তাঁর 'কৃলব মুবারক দেদিপ্যমান হয়েছে কোন মাধ্যম ছাড়াই। অর্থাৎ কোন ফিরিস্ড়া কিংবা নবীর মাধ্যম ছাড়াই তিনি আল-াহ তা'আলার নূরে উদ্ভাসিত হয়েছেন। সেজন্য স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেছেন,

لِى مَعَ اللهِ وَقْتٌ لا يَسْعُنِى فِيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لا نَبِىٌّ مُرْسَلٌ

আমার সাথে আল-াহ তা'আলার এমন এক মূহুর্ত অতিবাহিত হয়েছে যাতে কোন নৈকট্য প্রাপ্ত ফিরিস্ড়া কিংবা নবী রাসূল আমাকে অতিক্রম করে যেতে পারেননি।

অর্থাৎ- নিবিড় একান্ড় আলাপচারিতায় ব্যস্ড়ছিলাম যখন কোন সৃষ্টি সেখানে থাকার অবকাশ ছিলনা। আর এটাকেই মাকামুল ওয়াহ্‌দাত বলা হয়। এ স্ড়রে কেউ উপনীত হতে পারেন না যতক্ষন না তিনি আমার মধ্যে নিজেকে বিলিন করে দেবেন। অর্থাৎ ফানাফির রাসূল হতে হবে। আল-াহ তা'আলাই একমাত্র বাক্বা (অবিনশ্বর)। রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আল-াহ তা'আলার মাঝে বিলিন হয়ে মাকামে বাক্বাতে উপনীত হয়েছেন। আর এ র"তবা- মর্যাদা এক মাত্র আমাদের নবীর জন্য নির্দিষ্ট। প্রত্যেক নবীই নফসী-নফসী করবেন কিন্ড়ু আমাদের নবী উম্মতী উম্মতী বলতে থাকবেন। মি'রাজ কালীন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম প্রত্যেক আসমানে একেকজন নবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তিনি যখন সপ্ত আসমানে উপনীত হলেন সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) কে কুল বৃক্ষে হেলানরত পেলেন। হযরত জিবরাইল (আ.) ও এখানে ক্ষ্যান্ড় হলেন। সেখান হতে 'রফরফ' নামক বাহনে করে মাকামে ক্বাবা কাওসাইন ও মাকামে উদনিয়্যতে উপনীত হলেন। অত:পর আল-াহ তা'আলা তাঁকে জ্যোতির্ময় করলেন অত:পর সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করলেন। আর এ নূর"ল-াহ (আল-াহর নূর) কে তারা (কাফির গণ) তাদের মুখ দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্ড়ু আল-াহ স্বীয় নূরকে পরিপূর্ণ কারী, যদিও কাফিরগণ অপছন্দ করে। রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি

ওয়াসাল-াম-এর প্রকৃতরূপ রহস্য মানবীয় আকৃতির দেহের আবরণে ঢাকা পড়ে আছে।

এ ছাড়াও আল-কুরআনুল করীমের সূরা সাফ্ফ এর ৮ নং আয়াত يريدون ليطفوا نوراللہ এ বর্ণিত " نوراللہ " (আল-াহর নূর) দ্বারা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে বুঝানো হয়েছে।[১৪৪]

যেহেতু নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বুরহান-হুজ্জাতুল-াহ-[১৪৫] আল-াহ তা'আলার একত্ববাদের দলীল, সমস্ড় দোষ ত্রুটি মুক্ত সে মহান সত্ত্বার প্রমানিক উপস্থাপক, প্রচারক হচ্ছেন আমাদের রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম। অথবা আল-কুরআনুল করীম। যেহেতু কাফিরগণ এটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।[১৪৬] প্রত্যেক নবী-রাসূল(স.) কে আল-াহ তা'আলার স্বপক্ষে বিভিন্ন ধরনের প্রমাণ-বুরহান দিয়েছেন। যেমন মুসা (আ.) কে লাঠি মুবারক। কিন্ড়ু আমাদের নবী আল-াহর পক্ষে স্বয়ং 'বুরহান'।

ইসমা'ঈল হক্কী (রহ.) চমৎকার বলেছেন,

وكان نفس النبى صلى عليه السلام برهانا بالكلية

মুস্তাফা সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সত্ত্বা তথা পা মুবারক থেকে মাথা মুবারক পর্যন্ড় সবই আল-াহ তা'আলার প্রমাণ। যেমন তাঁর চোখ মুবারকে আল-াহর প্রমাণ।

لاتستبقونى بالركوع والسجود فإنى أراكم من خلفى كما أراكم من أمامى

রূকু, সিজদায় তোমরা আমার অগ্রবর্তী বা আগবাড়িও না। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আমার পিছন দিক থেকে ও দেখি যেরূপ আমি তোমাদেরকে আমার সামনের দিক থেকে দেখি।

তাঁর সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর দৃষ্টি মুবারকে আল-াহর নিদর্শন :

ما زاغ البصر وماطغى

---

[১৪৪]. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) পৃ. ৫৫।

[১৪৫]. ইসমা'ঈল হক্কী : রূহুল বয়ান (প্রাগুক্ত) খ. ২, পৃ.৩৩৯ সৈয়দ মাহমূদ আলূসী : রূহুল মা'আনী (প্রাগুক্ত) খ. ৬ , পৃ. ১১৬-১১৭।

[১৪৬]. ইসমা'ঈল হক্কী : রূহুল বয়ান (প্রাগুক্ত) খ. ৩ , পৃ. ৪৩৬-৪৩৭।

'চক্ষু না কোন দিকে ফিরেছে, না সীমাতিক্রম করেছে।'

তাঁর সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নাম মুবারকে আল-াহর প্রমাণ :

إنّی لأجد نفسی الرّحمان من قبل اليمن

'ইয়ামানের দিক থেকে নিশ্চয় আমি রহমানের সত্ত্বার, সুঘ্রাণ পাচ্ছি'

তাঁর সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর যুবান মুবারকে আল-াহর প্রমাণ :

وماینطق عن الهوی * ان هو الاّ وحیٌ یوحی

'এবং তিনি কোন নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না। তাতো নয়, কিন্ডু ওহীই, যা তাঁর প্রতি (নাযিল) করা হয়।'

তাঁর সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর থুথু মুবারকে আল-াহর প্রমাণ :

قال جابر رضی الله تعالی عنه , أنه أمر یوم الخندق لاتخبزن عجینکم ولاتنزلن برمتکم حتی أجئ فجاء فبصق فی العجین وبارك ثم بصق فی البرمة وبارك فأقسم بالله انهم لأکلوا وهم الف حتی ترکوه وانصرفوا وأن برمتنا لتغصا ای : تعلی وأن عجبتا لیخبر کماهو

হযরত জাবির (রা.) বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম খায়বারের যুদ্ধের দিন আদেশ ফরমালেন, "আমি না আসা পর্যন্ড় খামিরা র"টি বানাবে না , ডেকসি উনুন থেকে নামাবে না " অত:পর নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম তশরীফ আনলেন এবং খামির মধ্যে থুথু মুবারক দিলেন, ফলে বরকত মন্ডিত হয়ে গেল , ডেকসিতে থুথু মুবারক দিলেন তাতেও বরকত মন্ডিত হয়ে গেল। আল-াহর শপথ নিশ্চয় নিশ্চয় এক হাজার সাহাবী যোদ্ধা তাবর"ক গ্রহণ করে ফিরে গেলেন। এর পরেও দেখা গেল ডেকসি উপচে পড়ছে , র"টি আগের পরিমাণে অবশিষ্ট থাকল। আমরা দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

তাঁর সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর লালা মুবারকে আল-াহর প্রমাণ

انه ثغل فی عین علی کرم الله وجهه وهی ثرمد فبرئ باذن الله یوم خیبر

‘খায়বর যুদ্ধে নিশ্চয় তিনি সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম হযরত আলী (রা.)-এর যখমকৃত চক্ষু মুবারকে স্বীয় বরকতময় লালা লাগিয়ে দিলেন ফলত: তাঁর চক্ষু আল-াহর হুকুমে সুস্থ্য হয়ে গেল।’

তাঁর সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর হাত মুবারকে আল-াহর প্রমাণ

ومارميت اذ رميت ولكنّ اللهَ رمى / وانه سبح الحصى فى يده

এবং আপনি যখন নিক্ষেপ করছিলেন তখন কিন্ডু আপনি নিক্ষেপ করেননি। নিশ্চয় আল-াহ তা‘আলাই নিক্ষেপ করেছেন। নিশ্চয় তাঁর হাত মুবারকে পাথর তাসবীহ পাঠ করেছে।

তাঁর সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর আঙ্গুল মুবারকে আল-াহর প্রমাণ

أنه أشاربأصبعه الى القمر فانشق فلقيشن حتى رؤى حراء بينهما

নিশ্চয় তিনি তাঁর আঙ্গুল মুবারক চন্দ্রের দিকে ইঙ্গিত করলেন, ফলে চন্দ্র টুকরো হয়ে গেল, দু‘অংশ দু‘দিকে নিক্ষিপ্ত হলো এবং উভয়ের মাঝে হেরা গুহা দৃষ্টিগোচর হলো।

তাঁর সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর দু‘আঙ্গুল মুবারকের মধ্যখানে আল-াহর প্রমাণ-

انه كان الماء ينبع من بين أصابعه حتى شرب منه ورفعه خلق عظيم

নিশ্চয় তাঁর দু‘আঙ্গুল মুবারকের মধ্যখান হতে পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতো একটি বড় দল তা পান করেছেন।

তাঁর সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বক্ষ মুবারকে আল-াহর প্রমাণ :

انه كان يصلى ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء

‘নিশ্চয় তিনি সালাত আদায় করতেন এবং তাঁর ক্রন্দনের আওয়াজে বক্ষ মুবারকে এমন আওয়াজ হতো, যেন ডেকচির আওয়াজ।’

তাঁর সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ক্বলব মুবারকে আল-াহর প্রমাণ:

أنه تنام عيناه ولاينام قلبه

‘নিশ্চয় তাঁর দু‘চোখ মুবারক ঘুমায় কিন্ডু ক্বলব মুবারক ঘুমায় না।’

এ ছাড়াও তাঁর দেহে আল-াহ তা'আলার অগণিত অসংখ্য প্রমাণ প্রকাশিত হয়েছে।[১৪৭] অতএব, আল-াহ তা'আলার মহান ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনুল করীমের আয়াত সমূহ এবং মুফাস্সির গণের নানা মুখী তথ্য নির্ভর তাফসীর থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম নূরী মানব। যাঁর আলোয় সৃষ্টি জগত উদ্ভাসিত।

তিনি যে নূরের তৈরী নুরানী মানুষ সে বিষয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর একশ্বরবাদী পবিত্র বংশধারার সর্বশেষ আশ্রয়, পূত পবিত্র, মহিয়সি, পূন্যবতী হযরত আমিনা বিনতে ওহাব (রা.)-এর যুবান মুবারকে সে নূরের বর্ণনা শুনি।[১৪৮]

قالت: فجعلت أنظر الى النجوم تدلى حتى قلت : لتقعن على , فلما وضعت , خرج منها نور اضاءله البيت والدار حتى جعلت لا ارى النور -

'মহিয়সী হযরত আমিনা (রা.) বলেন, আমি নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম মনে হচ্ছিল যে, এগুলো যেন আমার উপর পতিত হবে। অত:পর আমি যখন প্রসব করলাম এর থেকে একটি 'নূর' বের হলো। সে নূরের আলোতে ঘর বাড়ী উদ্ভাসিত হয়ে গেল এমনকি নূর ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না।

ইমাম সুয়ূত্বী (রহ.) বলেন[১৪৯], হাদীসটি ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) ও ইমাম ত্বাবরানী (রহ.) ও ইব্ন আসাকির (রহ.)ও বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন হিশাম (রহ.) অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১৫০]

---

[১৪৭]. ইসমা'ঈল হক্কী : রূহুল বয়ান (প্রাগুক্ত) খ. ২, পৃ. ৩৩৯-৩৪০।

[১৪৮]. ইসমা'ঈল হক্কী : রূহুল বয়ান (প্রাগুক্ত) খ. ২ , পৃ. ৩৩৯-৩৪০।

[১৪৯]. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : আল-খাসায়িসুল কুবরা (প্রাগুক্ত) খ. ১ , পৃ. ১১৩।

[১৫০]. হাফিয আবূ নু'আইম ইসপাহানী (রহ.) : দালাইলুন্ নবুওয়াত (ড. মুহাম্মদ রাওয়াস ও 'আবদুল বার 'আব্বাস কর্তৃক বিশে-ষণকৃত) (বৈর"ত : দার"ন নাফায়িস, ২য় সং , ১৪০৬ হি. / ১৯৮৬ খৃ.) খ. ১ , পৃ. ১৩৫ ; হাদীসটির সনদ : মহান হাফিযুল হাদীস আবূ নু'আইম ইসপাহানী (রহ.) বলেন, আমাদেরকে সুলায়মান ইব্ন আহমদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুলায়মান বলেন, আমাদেরকে আহমদ ইব্ন আল-খিলাল, আল-মক্কী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

أن امنه بنت وهب ام رسول الله صلى الله عليه و سلم, كانت تحدث : انها أتيت, حين حملت برسول الله صلى الله عليه و سلم, فقيل لها, انك قد حملت بسيد هذه الامة فاذًا واقع الى الارض فقولى أعيذه بالواحد, من شر كل حاسد, ثم سميه محمدًا-ورأت حين حملت به انه خرج منها نور رأت به صور بصرى من ارض الشام

রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর আম্মাজান হযরত আমিনা বিনতে ওয়াহাব (রা.) বর্ণনা করেছেন-নিশ্চয় আমি যখন রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-ামকে গর্ভধারণ করলাম তখন বলা হলো: নিশ্চয় আপনি এ মানবজাতির সরদারকে গর্ভধারণ করেছেন। অত:পর যখন তিনি দুনিয়াতে তাশরীফ আনলেন তখন আমাকে বলা হলো আপনি বলুন, আমি তাঁর ব্যাপারে প্রত্যেক হিংসুকের অনিষ্টা থেকে এক (আল-াহ) এর আশ্রয় চাই ”। তাঁর নাম ‘মুহাম্মদ’ রাখা হলো। এবং তিনি যখন তাঁকে গর্ভধারণ করলেন তখন তিনি দেখলেন যে, তাঁর থেকে এমন একটি নূর বের হলো যা দ্বারা তিনি সিরিয়ার প্রসাদ গুলো দেখতে ফেলেন।

রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম হতে এ ধরনের হাদীস বর্ণিত আছে,[১৫১]

আমাদেরকে ইয়া‘কুব ইব্ন মুহাম্মদ আয-যুহরী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে ‘আবদুল ‘আযীয ইব্ন ‘উমর ইব্ন ‘আবদুর রহমান ইব্ন ‘আউফ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে ‘আবদুল-াহ ইব্ন ‘উসমান ইব্ন আবূ সুলায়মান আবূ সুওয়াইদ আস-সাক্বাফী। তিনি ‘উসমান ইব্ন ‘আবূল ‘আস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ‘উসমান ইব্ন আবূল ‘আস (রা.) বলেন, আমার মা রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর জন্ম গ্রহণের সময় সৈয়্যদাতুনা আমিনা বিনতে ওহাব (রা.)-এর পাশে ছিলেন, তিনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৫১. ইব্ন হিশাম : আস-সিরাতুন নববীয়্যাহ (বৈরূত : দার ইয়াহইয়ায়িত তুরাসিল ‘আরবী, ৩য় সং, ১৪২১ হি. খ. ১, পৃ. ১৯৪-১৯৫; ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.) : আল-মুসনাদ খ. ৫, পৃ. ২৬২; মোল-া ‘আলী ক্বারী : মিরকাতুল মাফাতীহ, খ. ১০, পৃ. ২৯; ড. ‘আলী মুহাম্মদ সাল-াবী : আস-সিরাতুন

عن العرباض بن السارية رضى الله تعالى عنه, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنى عند الله مكتوب خاتم النبين, وان ادم لمنجدل فى طينه سأخبركم باول أمرى, دعوة ابراهيم, بشارة عيسى و رؤيا امّى التى رأت حين وضعتنى و قد خرج لها نورًا اضاء لها منه قصور الشام

'হযরত 'ইরবাদ্ব ইব্ন সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত , তিনি রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে বর্ণনা করেছেন, 'নিশ্চয় আমি আল-াহ তা'আলার নিকট নবীগণের (আ.) পরিসমাপ্তিকারী হিসেবে লিপিবদ্ধ এবং তখন হযরত আদম (আ.) মাটির সাথে মিশ্রিত ছিলেন। আমি শীঘ্রই তোমাদেরকে আমার প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ দেবো। আর তা হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর দু'আ (প্রার্থনা) হযরত 'ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদ এবং আমার মহিয়সী আম্মাজানের অবলোকন যা তিনি আমাকে প্রসবকালীন দেখেছেন, এবং এমন একটি নূর বের হলো যা দ্বারা সিরিয়ার প্রসাদ সমূহ আলোকিত হয়ে গেল।

নববীয়্যাহ, (কায়র : দার ল ফজর লিত-তুরাস, ১ম সং, ১৪২৪ হি./২০০৩ খৃ.) খ. ১, পৃ. ৫৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৃষ্টি সম্পর্কীয় আলোচনা :

আল-াহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কিত আল-কুরআনে বর্ণিত তথ্য উলে-খযোগ্য। আল-াহ তা'আলা স্বয়ং সব কিছুর স্রষ্টা। তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন।[১]

(১) اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ز وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ -

অর্থ : আল-াহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ড় কিছুর শক্তিসম্পন্ন।

(২) اَلَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ -

অর্থ : তিনি আসমান ও যমীন এবং যা কিছু সে গুলোর মধ্যখানে রয়েছে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতপর আরশের উপর 'ইস্ড়িওয়া' করেছেন (সমাসীন হন - যেভাবে তাঁর জন্য শোভা পায়)[২]

আয়াত করীমা দু'টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বুঝা যাবে, সব কিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল-াহ তা'আলা এবং তিনি ছয় দিবসে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এতদ উভয়ের মধ্যস্থিত যা কিছু আছে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে অসংখ্য তথ্য ও তত্ত্ব আল-াহর প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহ 'আলাইহি ওয়াসাল-াম স্বয়ং বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,[৩]

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فقال ، خلق الله ، عز و جل ، التربة يوم السبت ، و خلق فيها الجبال يوم الاحد ، و خلق الشجر يوم الاثنين ، و خلق المكروه يوم الثلاثاء ، و خلق النور يوم الاربعاء ، و بث فيها الدوابّ يوم الخميس ، و خلق ادم عليه السلام

---

১. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা যুমার, আয়াত নং ৬২ পৃ. ৮৩৭।

২. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (প্রাগুক্ত) সূরা ফুরক্বান, আয়াত নং ৫৯, পৃ. ৬৬২।

৩. আল ইমাম মুসলিম (রহ.) : সহীহ মুসলিম, খ. ৪,পৃ. ২১৫০। হাদীস নং ২৭৮৯; ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ, খ. ২ পৃ.৩২৭; ইমাম নাসাঈ : আস-সনানুল কুবরা, হাদীস নং ১১০১০; আল-হাকিম: উলূমুল হাদীস, পৃ. ৩৩।

، بعد العصر من يوم الجمعة فى اخر الخلق ، فى اخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر الى الليل ـ

অর্থ : সৈয়্যদুনা আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আমার হত ধরে বললেন, "আল-াহ তা'আলা শনিবার দিন মাটি সৃষ্টি করেছেন, আর রবিবার দিন এতে পাহাড় সৃষ্টি করেছেন, এবং সোমবার দিন গাছ-পালা সৃষ্টি করেছেন আর মঙ্গলবার মাকরূহ তথা আপদ-বিপদ সৃষ্টি করেছেন এবং বুধবার দিন তিনি নূর সৃষ্টি করেছেন এবং বৃহস্পতিবার পৃথিবীতে পশু-পাখি ছড়িয়ে দেন। আর জুমু'আর দিন আসরের পর আদম (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন। জুমু'আর দিনের সময় সমূহের শেষ মূহুর্তে সর্বশেষ মাখলুক আসর থেকে রাত পর্যন্ড় সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে সৃষ্টি করেছেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) আত-তারীখুল কবীর গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি আল-াহর রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে আবূ হুরায়রা (রা.) শুনেননি বরং তিনি শ্রেষ্ঠ তাবি'য়ী হযরত কা'ব আল-আহবার (রা.) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। এ অভিমতটি অধিক বিশুদ্ধ।[৪]

উপরোক্ত পর্যালোচনায় আল-কুরআনের সাথে হাদীসের গরমিল দেখা যায়। বিখ্যাত মুফাস্সির সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী (রহ.) উভয়ের সমাধানের লক্ষ্যে বলেন,[৫] আল-কুরআনে বর্ণিত اَيَّامٌ শব্দটি اوقات বা সময় অর্থে ব্যবহৃত হলে কোন বিরোধ থাকে না, অর্থাৎ আল-াহ তা'আলা ছয়টি সময়ে সমগ্র সৃষ্টি সৃজন করেছেন, আর দিন বলতে সূর্য উদয়-অস্ড় যাওয়াকে বুঝায়। ঐ সময় কিন্তু এ গুলো ছিল না। তবে যে সময়ের কথা আল-াহ তা'আলা এরশাদ করেছেন তখন কিন্ড়ু এক হাজার বৎসর সমান একদিন। তবে একথা সত্য যে, আল-াহ তা'আলাকে ছয়দিনের সাথে নির্দিষ্ট করা তাঁর শানের বিপরীত। অথচ তিনি যা ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা তা করতে পারেন, এটা তাঁর জন্য একেবারে সহজ।

---

৪. ইমাম বুখারী (রহ.) : আত-তারীখুল কবীর, খ. ১, পৃ. ৪১৩-৪১৪।

৫. সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী : রূহুল মা'আনী, খ. ৭, পৃ. ১৩২-১৩৩; ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম: ইমাম মুসলিম (রহ.) : জীবন ও কর্ম, পৃ. ৩৯৫।

ইসলামী আক্বীদার মূল ভিত্তি হলো আল-াহ তা'আলাই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। এখন যে প্রশ্নটি সবার মনে উকি মারে তাহলো কোন বস্তুটি আল-াহ তা'আলা সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেছের। এ বিষয়ে নানা অভিমত পরিলক্ষিত হয়। আয়াতে করীমা বিশে-ষণে দেখা যায়, আল-াহ তা'আলা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর 'আরশ-এ সমাসীন হয়েছেন- যেভাবে তাঁর জন্য শোভা পায়। তখন তাঁর 'আরশ ছিল পানির উপর আল-াহর হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামও আমাদেরকে এ তথ্য দিচ্ছেন- যেমনটি তিনি বলেছেন-[৬]

عن عمران بن حصين قال : دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم ، و عقلت ناقتى بالباب فاتاه ناس من بنى تميم ، فقال : اقبلوا البشرى يا بنى تميم ، قالوا قد بشرتنا فاعطانا ـ مرّتين ـ ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال : اقبلوا البشرى يااهل اليمن إذ لم يقبلها بنوتميم ، قالوا : قد قبلنا يا رسول الله ، قالوا ! جئناك نسألك عن هذا الامر ، كان الله و لم يكن شئ غيره ، و كان عرشه على الماء ، و كتب فى الذكر كل شئ و خلق السموت و الارض ـ

অর্থ : হযরত ইমরান ইবন হোসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নিকট প্রবেশ করলাম আর দরজায় আমার উটের রশি বাধলাম। তাঁর নিকট তামামী গোত্রীয় লোক আগমন করলেন। অতঃপর তিনি এরশাদ করলেন, ওহে বণী তামামী সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারা বলল, আমাদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর্ন। দুই বার বললেন, তারপর ইয়ামানের কিছু লোক তাঁর নিকট প্রবেশ করল। অতঃপর তিনি এরশাদ করলেন, ওহে ইয়ামানবাসী, সুসংবাদ গ্রহণ কর। যতক্ষণ না বণী তামীম দন্ডায়মান হয়। তারা বলল আমাদের গ্রহণ কর্ন ইয়া রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ! তারা বলল আমরা আপনার নিকট সৃষ্টি সংক্রান্ড় বিষয়ে জানতে এসেছি। যখন আল-াহ ছাড়া অপর কিছুই ছিল না এবং তখন 'আরশ পানির উপরই ছিল। তিনি যিকর এর মধ্যে প্রত্যেক কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন। আর নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন।

---

[৬]. ইমাম বুখারী : আল-জামি' আস-সহীহ, باب فى بدء خلق হাদীস নং ৩১৯০।

তবে ইমাম নাসাঈ (রহ.) ثم خلق السموت و الارض এর স্থলে خلق السموت و الارض উলে-খ করেছেন।[৭] আর পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে دخان (দুখান) হতে।[৮] যেমন ইবন জরীর ত্বাবারী (রহ.) বলেন,[৯]

ان الله كان عرشه على الماء ، و لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء، فلما اراد ان يخلق الخلق أخرج من الماء دخانًا ، فارتفع فوق الماء ، فسمَّا عليه ، فسمَّاه ، سماءً ثم ايس الماء فجعله ارضًا واحدة ، ثم فثقها فجعل سبع اراضين فى يومين -

অর্থ : নিশ্চয়ই আল-াহ তা'আলার 'আরশ পানির উপর ছিল, পানির পূর্বে তিনি কোন বস্তুই সৃষ্টি করেননি। অতঃপর তিনি যখন সৃষ্টি জগত সৃজন করতে ইচ্ছা করলেন তখন তিনি পানি থেকে ধোঁয়া বের করলেন, পানির উপরে একে উত্তোলিত করলেন, ফলে একে 'সামা' বা আকাশ হিসেবে নাম করণ করলেন, তারপর পানি শুকিয়ে গেল ফলে একে পৃথিবী বানিয়ে ফেললেন, তারপর একে সাত স্ড়রে বিভক্ত করলেন দুই দিনে।

অপর বর্ণনা মতে 'কলম'ই সর্ব প্রথম সৃষ্টি। যা হযরত 'উবাদা ইবনুস সামিত (রা.)- বর্ণিত হদীস থেকে প্রমাণিত হয়।[১০]

عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ان اول ما خلق الله القلم ، ثم قال له اكتب ، فجرى فى تلك الساعة بما هو الكائن الى يوم القيامة -

---

৭. আস-সুনানুল কুবরা, হাদীস নং - ১১২৪০।

৮. ইবন কাসীর : আল-বিদাইয়াতু ওয়ান-নিহাইয়াতু, খ. ১, পৃ. ৩২।
দুখানের সংজ্ঞায় ইবন কাসীর বলেন,
الدخان ، هو بخار الماء الذى ارتفع حين اضطرب الماء العظيم الذى خلق عن ربدة الارض بالقدرة العظيمة البالغة - (لون الى الغبرة) দ্র. আল-বিদাইয়াতু, খ. ১, পৃ. ৩২।

৯. ইবন জারীর ত্বাবারী : সূরা বাকারার ২৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্ঠব্য।

১০. ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ, খ. ৫, পৃ. ৩১৭; ইমাম আবূ দাউদ: আস-সুনান, হাদীস নং৪৭০০; ইমাম তিরমিযী : আল-জামি', হাদীস নং ২১৫৫; ফিল ক্বদর, হাদীস নং ৩৩১৯ ফিত তাফ্সীর।

অর্থ : হযরত 'উবাদা ইবনুস সামিত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেন, নিশ্চয় আল-াহ তা'আলা সর্ব প্রথম 'ক্বলম' সৃষ্টি করেছেন। তারপর আল-াহ তা'আলা ক্বলমকে নির্দেশ দিলেন, 'তুমি লিখ'। তখন থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ড় যত কিছু হবে সব লিখতে আরম্ভ করলেন।

এ ক্বলমের মাধ্যমে আল-াহ তা'আলা প্রত্যেক সৃষ্টির 'তাকদীর' লিপিবদ্ধ করিয়েছেন আকাশ ও মাটি সৃষ্টি হওয়ার পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে। তখন 'আরশ পানির উপরই ছিল।[১১]

ইবন জারীর ত্বাবারীর দৃষ্টিতে[১২] - خلق الله عز و جل الماء قبل العرش

আল-াহ তা'আলা 'আরশের পূর্বে পানি সৃষ্টি করেছিলেন।

অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, আমাদের প্রভু ক্বলমের পরে কুরসী, কুরসীর পর 'আরশ, তারপর বাতাস এবং অন্ধকার তারপর পানি সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর 'আরশকে পানির উপর রেখেছেন।[১৩]

ইবন ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী আল-াহ তা'আলা نور ও ظلمة (আলো ও অন্ধকার) কে সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেছেন।[১৪]

আবূ লক্বীত্ব ইবন 'আমির আল-উক্বায়লী (রা.)-এর বর্ণনামতে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টির পূর্বে 'আমা (মেঘমালা) সৃষ্টি করেছেন।[১৫] যেমন -

عن ابى رزين لقيط بن عامر العقيلى ، انه قال : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم اين كان ربنا قبل ان يخلق السموت و الارض ؟ قال : فى عماء ما فوقه هواء ، ثم قال عرشه على الماء (العماء : السحاب) -

অর্থ : আবূ রযীন লক্বীত্ব ইবন 'আমির আল-উক্বায়লী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ওহে আল-াহর রাসূল ! সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম

---

[১১].ইমাম মুসলিম : সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৫৩। ইবন কাসীর: আল-বিদাইয়াতু, খ.১,পৃ.১৪ باب فى القدر

[১২]. ইবন জারীর ত্বাবারী : তারীখে ত্বাবারী, খ. ১ম; পৃ. ৪৯।

[১৩]. ইবন জারীর ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ১ম; পৃ. ৩৪।

[১৪]. ইবন জারীর ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ১ম; পৃ. ৩৪।

[১৫]. ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ, খ. ৪র্থ; পৃ. ১১।

নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টির পূর্বে আমাদের প্রভু কোথায় ছিলেন ? আল-াহর হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম উত্তর দিলেন, বাতাসের উপর মেঘমালায়। তারপর বললেন, 'আরশ পানির উপরই ছিল, (আর العماء শব্দের অর্থ মেঘমালা)

ইমাম 'আবদুর রাযযাক্ব (রহ.) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, আল-াহ তা'আলা সর্বপ্রথম নবী করীম রউফুর রহীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নূর মুবারক সৃষ্টি করেছেন।[১৬] যেমন

روى عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال : قلت يا رسول الله صلى الله عليه و سلم بأبى و انت و امى ، أخبرنى عن اول شئ خلقه الله تعالى قبل الاشياء ، قال صلى الله عليه و سلم ، يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره الخ

অর্থ : ইমাম 'আবদুর রাযযাক্ব (রা.) হযরত জাবির ইবন 'আবদুল-াহ (রা.)-এর সনদে বর্ণনা করেছেন, হযরত জাবির ইবন 'আবদুল-াহ (রা.) বলেন, আমি বললাম, ওহে আল-াহর রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আপনার নিকট আমার মাতা-পিতা উৎসর্গিত হউক- সমস্ড় সৃষ্টির পূর্বে আল-াহ তা'আলা যা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে আমাকে সংবাদ প্রদান করুন। রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেন, ওহে জাবির সমস্ড় সৃষ্টির পূর্বে আল-াহ তা'আলা সর্বপ্রথম যে জিনিসটি সৃষ্টি করেছেন তা হলো 'তোমার নবীর নূর স্বীয় নূর থেকে।'

অপর বর্ণনামতে আল-াহ তা'আলা সর্ব প্রথম শাজরাতুল ইয়াক্বিন[১৭] তথা বিশ্বাসের বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন। যেমন-

عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن السائب بن يزيد قال : ان الله تعالى : خلق شجرة و لها اربعة اغصان فسماها شجرة اليقين الخ

---

[১৬]. ড. ঈসা ইবন 'আবদুল-াহ আল-হিমাইরী : আল-মুসান্নাফ, খ. ১ম; পৃ. ৬৩-৬৬; কাসতুলানী : আল-মাওয়াহিবুল লাদুননিয়্যা, খ. ১ম, পৃ. ৪৮।

[১৭]. ড. ঈসা ইবন 'আবদুল-াহ আল-হিমাইরী : প্রাগুক্ত, খ. ১; পৃ. ৫১-৫২।

অর্থ : ইমাম 'আবদুর রায্যাক্ব হযরত মা'মার হতে তিনি ইমাম যুহরী হতে তিনি আস-সায়িব ইবন ইয়াযিদ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আস-সায়িব (রা.) বলেন, নিশ্চয় আল-াহ তা'আলা একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন এবং এতে চারটি শাখা রয়েছে। অতঃপর এ বৃক্ষের নাম রাখলেন শাজরাতুল ইয়াক্বীন তথা বিশ্বাসের বৃক্ষ। তবে এ কথা সত্য যে, সৃষ্টির শুর" থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ড় যা কিছু হবে সে সম্পর্কে আল-াহর হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বিশ্ববাসীকে গুর"ত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। সে তথ্য যাঁরা মুখস্থ রাখার রেখেছেন আর যাঁরা ভুলে যাবার ভুলে গেছেন।[১৮] যেমনটি ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেছেন,

قال الامام البخارى (رح) فى كتاب بدء الخلق : روى عن عيسى بن موسى غنجار ، عن رقبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم مقامًا ، فاخبرنا عن بدء الخلق ، حتى دخل اهل الجنة منازلهم ، و اهل النار منازلهم ، حفظ ذلك من حفظه ، و نسيه من نسيه

অর্থ : ইমাম বুখারী (রহ.) ত্বারিক্ব ইবন শিহাব (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কে বলতে শুনেছি যে, আমাদের মাঝে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম দন্ডায়মান হলেন, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টির প্রারম্ভ সম্পর্কে সংবাদ দিলেন এমনকি যাঁরা জান্নাতবাসী হবে তাঁরা তাঁদের স্থানে প্রবেশ করলেন এবং যারা জাহান্নামী তারা তাদের স্থানে প্রবেশ করলো। (এ ভাষণ) যাঁরা সংরক্ষণ করার করেছেন আর যাঁরা ভুলে যাবার ভুলে গেছেন।

অপর এক বর্ণনায় ইমাম আহমদ (রহ.) বলেছেন,[১৯]

---

[১৮]. ইমাম বুখারী : আল-জামি', হাদীস নং ৩১৯২; ইবন হাজর 'আসক্বালানী : ফতহুলবারী, খ.৬ষ্ঠ; পৃ.২০৭; ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ, খ. ৫; পৃ. ৩৮৫, ৩৮৯, ৪০১; ইমাম আবূ দাউদ : আস-সুনান 'فى الفتن، باب ذكر الفتن و دلائلها হাদীস নং ৪২৪০; ইমাম তিরমিযী : আল-জামি' কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং,২১৯১।

[১৯]. ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ, খ. ৫; পৃ. ৩৪১; ইমাম মুসলিম : সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৯২ (باب إخبار النبى صلى الله عليه و سلم فيما يكون الى قيام الساعة)

قال الامام احمد بن حنبل (رح) ، حدثنا ابوعاصم ، حدثنا عزرة بن ثابت ، حدثنا علباء بن احمر اليشكرى ،حدثنا ابو زيد الانصارى ، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الصبح ، ثم صعد المنبر ، فخطبنا حتى حضرت الظهر ، ثم نزل فصلى الظهر ، ثم صعد المنبر ، فخطبنا حتى حضرت العصر ، ثم نزل فصلى العصر ، ثم صعد المنبر ، فخطبنا حتى غابت الشمس فحدثنا بما كان ، و ماهو كائن ، فاعلمنا احفظنا –

অর্থ : ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) হযরত আবূ যায়দ আল-আনসারী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আমাদেরকে সাথে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন, তারপর মিম্বরে আরোহন করলেন, অতঃপর যুহর ওয়াক্ত পর্যন্ড় ভাষণ দিলেন, তারপর মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন এবং যুহরের সালাত আদায় করলে, তারপর আবার মিম্বরে আরোহন করলেন, অতঃপর ভাষণ দিলেন এমনকি 'আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেল, তারপর মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন এবং 'আসরের সালাত আদায় করলেন। তারপর আবার মিম্বরে আরোহন করলেন অতঃপর ভাষণ দিলেন এমন কি সূর্য অস্ড়মিত হয়ে গেল। তিনি আমাদেরকে যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে সব বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আমরা অবগত হলাম এবং আমরা সংরক্ষণ করলাম।

উপরোক্ত হাদীস দু'টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আল-াহর প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে মহাপ্রভু যা কিছু হবে এবং যা কিছু হয়েছে সব কিছুর জ্ঞানদান করেছেন। সুবহানাল-াহ ! তিনিও রহমতের ফলগুধারা প্রবাহিত করে উম্মতদেরকে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

এছাড়াও ইতিপূর্বে উলে-খিত হাদীস গুলো গভীর ভাবে বিশে-ষণ করলে বেশ কয়েকটি বস্তু প্রথম সৃষ্টি হিসেবে পরিগণিত হয়। যেমন

১. হযরত 'ইমরান ইবন হুসাইন (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস 'আল-াহ ছাড়া যখন কোন বস্তু ছিলনা তখন তাঁর 'আরশ পানির উপরই ছিল।' বুঝা যাচ্ছে 'আরশের আগে পানির সৃষ্টি হয়েছে। ইবন জারীর ত্বাবারীর অভিমতও তাই।

২. হযরত 'উবাদা ইবনুস সামিত (রা.)-এর বর্ণনা মতে, আল-াহ তা'আলা সর্বপ্রথম ক্বলম সৃষ্টি করেছেন।

৩. হযরত আবূ রযীন লক্বীত্ব ইবন আমির আল-উক্বায়লী (রা.)-এর বর্ণনামতে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টির পূর্বে মেঘমালা এবং তার উপর বাতাস ছিল। আর তখন আল-াহর 'আরশ' পানির উপরই ছিল।
৪. হযরত জাবির ইবন 'আবদুল-াহ (রা.)-এর বর্ণনা মতে কোন কিছু সৃষ্টি করার পূর্বে আল-াহ তা'আলা আপন নবীর নূর মুবারক সৃষ্টি করেছেন।
৫. হযরত আস-সায়িব ইবন ইযায়ীদ (রা.)-এর বর্ণনা মতে আল-াহ তা'আলা সর্বপ্রথম 'শাজরাতুল ইয়াক্বীন' সৃষ্টি করেছেন।
৬. হযরত মুহাম্মদ ইবন ইসহাক্ব (রা.)-এর বর্ণনা মতে আল-াহ তা'আলা সর্বপ্রথম নূর ও জুলমাত সৃষ্টি করেছেন।

গভীর জ্ঞানের অধিকারী, মনীষী, ইসলামী চিন্ড়াবিদ একথা স্বীকার করেন যে, এক সাথে উপরোক্ত বস্তু গুলো আওওয়ালিয়াত তথা 'প্রথম সৃষ্টির' মর্যাদা লাভ করতে পারে না। এখানে ক্রমমান রয়েছে। যা নিয়ে গবেষণা করা নিতান্ড়ই আবশ্যক। কারণ আল-াহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে কোন ধরনের গরমিল নেই। সুতরাং এ মতবিরোধের সন্ড়োষজনক ও প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত হাদীস গুলোর প্রতি মনোনিবেশ করার আবশ্যক রয়েছে।

১. ইমাম তিরমিযী (রহ.) বর্ণনা করেন[২০]

---

[২০]. আল জামি' (বৈর"ত : দার"ল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, খ. ১ম; সং ১৪২১ হি./২০০০ খৃ.) খ. ৪র্থ; পৃ. ৪২২; এই জাতীয় আরো অনেক হাদীস রয়েছে যার ভাবার্থ এক। যেমন-
ইমাম আহমদ (রহ.) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর আত-তারীখুল কবীর গ্রন্থে, ইমাম ত্বাবরানী (রহ.), ইমাম হাকিম (রহ.), ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) ও আবূ ন'ুআইম (রহ.) হযরত মাসিরাতুল ফজর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন,

عن مسيرة الفجر قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيًا
قال و ادم بين الروح و الجسد

অপর এক বর্ণনায় ইমাম আহমদ (রহ.), ইমাম হাকিম, ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) হযরত আল-'ইরবাদ্ব ইবন সারিয়া (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন,

عن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انى عند الله فى ام الكتاب لخاتم النبيين و ان ادم لمنجدل به طينه -

حدثنا ابو همام الوليد بن شجاع بن الوليد البغدادى ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الاوزاعى ، عن يحيى بن ابى كثير ، عن ابى سلمة ، عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ، قال : قالوا يا رسول الله صلى الله عليه و سلم متى وجبت لك النبوة ؟ قال : وادم بين الروح و الجسد

অর্থ : ইমাম তিরমিযী (রহ.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, সাহাবীগণ আরয করে বললেন, ওহে আল-াহর রাসূল! আপনার জন্য 'নবুয়াত' কবে সাব্যস্ড় হয়েছে ? তিনি সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম উত্তরে এরশাদ করেন, হযরত আদম (আ.)

ইমাম হাকিম, ইমাম বায়হাক্বী ও আবূ নু'আইম (রহ.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন,

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قيل للنبى صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة قال بين خلق ادم و نفخ الروح فيه

ইমাম বায্যার, ইমাম ত্বাবরানী (আল-আওসাত্ব গ্রন্থে) এবং আবূ নু'আইম (রহ.) ইমাম শা'বীর সনদে হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন,

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيًا قال و ادم بين الروح و الجسد -

আবূ নু'আইম (রহ.) হযরত 'উমর (রা.)-এর সনদে বর্ণনা করেছেন, (হাদীসটি মুরসাল)

قال عمر رضى الله تعالى عنه ، متى جعلت نبيًا قال وادم منجدل فى الطين -

ইবন সা'দ (রহ.) হযরত ইবন আবূল জাদ'আ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন,

عن ابن ابى الجدعاء قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيًا قال اذ ادم بين الروح والجسد

ইবন সা'দ (রহ.) হযরত মুত্বরিফ ইবন 'আবদুল-াহ ইবন আশ-শাখীর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন,

عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيًا قال بين الروح و الطين من ادم -

ইবন সা'দ (রহ.) হযরত 'আমির (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন,

عن عامر قال قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم استنبئت قال و ادم بين الروح و الجسد حين اخذ منى الميثاق -

দ্র. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : আল-খাসায়িসুল কুবরা, (বৈর"ত : দার"ল কিতাবিল 'আরবী,) খ. ১, পৃ.৩-৪ ।

যখন রূহ আর শরীর মধ্যে ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টির অনেক পূর্বে আমার নবুয়াত সাব্যস্ড় হয়েছিল।

২. আবূ আবদুল-াহ হাকিম নিশাপূরী (রহ.) বলেন,[২১]

قال الحاكم ، لما اقترف ادم الخطيئة ، قال يا رب اسألك بحق محمد لما غفرت لى ، فقال الله تعالى ، يا ادم كيف عرفت محمدًا ولم اخلقه ؟ قال : يا رب لما خلقتنى بيدك ، و نفخت فىّ من روحك ، و رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا لا اله الا الله محمد رسول الله ، فعلمت انك لم نضف الى اسمك الا أحب الخلق اليك ، فقال الله : صدقت يا ادم انه لأحب الخلق الىّ ، ادعنى بحقه فقد غفرت لك ، ولولا محمد ما خلقتك

আবূ আবদুল-াহ হাকিম নিশাপুরী (রহ.) বলেন, হযরত আদম (আ.) যখন নিজের ভুল অনুধাবন করতে পারলেন, তখন ফরিয়াদ করে বললেন, ওহে আমার প্রতিপালক আমি তোমার নিকট হযরত মুহাম্মদ (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম)-এর উসিলায় ক্ষমা প্রার্থনা করছি, অতঃপর আল-াহ তা'আলা বললেন, ওহে আদম ! তুমি কিভাবে পরিচয় লাভ করেছ আমার হাবীব মুহাম্মদ-এর, অথচ আমি এখনো তাঁকে মানবাকৃতিতে সৃষ্টি করিনি ? আদম (আ.) বললেন, ওহে রব ! তুমি যখন আমাকে স্বীয় কুদরতী হস্ড়ে সৃষ্টি করেছ, আমার ভিতরে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছ, আমি মস্ড়ক উত্তোলন করেছি অতঃপর 'আরশ 'আযীমের স্ড়ম্ভে স্ড়ম্ভে لا اله الا الله محمد رسول الله (আল-াহ ব্যতীত 'ইবাদতের উপযুক্ত আর কোন ইলাহ নেই হযরত মুহাম্মদ (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) আল-াহর রাসূল।' কলেমাটি লিপিবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পেয়েছি। অতঃপর আমি অবগত হলাম যে, নিশ্চয় তোমার সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধীক প্রিয় নামই তোমার নামের সাথে সংযুক্ত করেছো। অতঃপর আল-াহ তা'আলা বললেন, ওহে আদম তুমি সত্যিই বলেছ, নিশ্চয় তিনি সৃষ্টির মধ্যে অত্যধিক প্রিয় আমার। তাঁর উসিলা নিয়ে তুমি দু'আ করেছ বলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আর জেনে রেখ 'মুহাম্মদ না হলে তোমাকে সৃষ্টিই করতাম না।'

---

[২১]. হাকিম নিশাপুরী : আল-মুসতাদারাক, খ. ২য়, পৃ. ৬০০।

প্রথম হাদীস যা ইমাম তিরমিযী (রহ.) বর্ণনা করেছেন সে সম্পর্কে ব্যাখ্যাকার 'আবদুস সালাম মুবারকপুরী (রহ.) তুহফাতুল আহওয়াযী জামি' তিরমিযীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন,[২২] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এর উক্তি ادم بين الروح و الجسد এর মর্ম হলো আমি ঐ সময় নবী ছিলাম যখন হযরত আদম (আ.) মাটিতে মিশ্রিত ছিলেন, তাঁর আকৃতি ও রূহ কোনটাই সৃষ্টি হয়নি।
তিনি আরো বলেন, হাদীসটি ইবন সা'দ তাঁর 'ত্বাবক্বাত' গ্রন্থে হযরত ইবন আবূল জাদ'আ (রা.) হতে, আবূ নু'আইম ইস্পাহানী 'হুলিয়াতু' গ্রন্থে হযরত মাসীরাতুল ফখর (রা.) হতে, ইমাম ত্বাবরানী 'আল-কবীর' গ্রন্থে كنت نبيًا (আমি নবী ছিলাম) শব্দ দুটি সহ হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে (অর্থাৎ كنت نبيًا ادم بين الروح و الجسد) বর্ণনা করেছেন।[২৩]
অনুরূপভাবে মোল-া 'আলী ক্বারী (রহ.) 'মিরকাত' গ্রন্থে ইমাম বুখারী 'আত্ তারীখুল কবীর' গ্রন্থেও বর্ণনা করেছেন, ইবন রযী' (রহ.) বলেন, ইমাম আহমদ (রহ.) হাদীসটি 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
বিখ্যাত হাদীস বিশারদ আবূ 'আবদুল-াহ হাকিম নিশাপুরী (রহ.) হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে অভিমত দিয়েছেন।
তদুপরি আবূ নু'আইম ইস্পাহানী (রহ.) 'দালাইলুন নবুয়্যাত' গ্রন্থে সমার্থবোধক অপর একটি হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

كنت اول النبيين فى الخلق ، و اخرهم فى البعث -

(আমিই সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম নবী, আর সকলের পরেই প্রেরিত)
সুতরাং বুঝা যায়, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম সৃষ্টির প্রথম নবী। মুসলিম সমাজে প্রচলিত - كنت نبيًا و ادم بين الماء و الطين
(অর্থাৎ আমি তখনো নবী ছিলাম, যখন আদম (আ.) পানি ও মাটির সাথে মিশানো ছিলেন) বাক্যটি সম্পর্কে হাফিয সাখাভী (রহ.) বলেন, এটি হাদীস কিনা সে সম্পর্কে আমার জানা নেই। এ ছাড়া - و كنت نبيًا و لاماء و لاطين (আমি তখনো

---

[২২]. 'আবদুস সালাম মুবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াযী, (বৈর"ত : দার"ল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪১০ হি. / ১৯৯০ খৃ. খ. ১০; পৃ. ৫৬।
[২৩]. 'আবদুস সালাম মুবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াযী, (প্রাগুক্ত) খ. ১০; পৃ. ৫৬।

নবী ছিলাম যখন পানি ও মাটি ছিল না) উক্তিটি সম্পর্কে হাফিয ইবন হাজর আসক্বালানী (রহ.) বলেন, প্রথম উক্তিটি এর চেয়ে ঢের শাক্তিশালী, 'আল-ামা যারকানী (রহ.) বলেন, এ উক্তি গুলোর হাদীস হিসেবে কোন ভিত্তি নেই,
ইমাম সুয়ূত্বী (রহ.) বলেন, - لا ادم و لا ماء و لاطين (আদম (আ.)ও ছিলেন না, পানিও ছিল না মাটিও ছিল না) বাক্যটিরও কোন ভিত্তি নেই।
উপরোক্ত উক্তি সমূহের মধ্যে বহু প্রচলিত - كنت نبيًا و ادم بين الماء و الطين বাক্যটির যদিও প্রসিদ্ধ কোন সনদ নেই তথাপি অসংখ্য শীর্ষ স্থানীয় ইসলামী চিন্ড়াবিদ, প্রখ্যাত কুরআন ভাষ্যকার উক্ত বর্ণনাটি স্ব স্ব প্রসিদ্ধ গ্রন্থে গুর"ত্ব সহাকরে বর্ণনা করেছেন বলে আল-ামা সুয়ূত্বী অভিমত ব্যক্ত করেছেন[২৪]। যেমন ইমাম ফখর"দ্দীন রাযী ৬ষ্ঠ খ. পৃ. ১৬৯, ৩২ শ খ. পৃ. ১১৬, আবূ হাইয়্যান ৪র্থ খ. পৃ. ২৬৩, আন-নিশাপুরী ২য় খ. পৃ. ১০৭, ইবন আদিল ৩য় খ. পৃ. ২৩৩, সৈয়দ মাহমূদ আলূসী ৭ম খ. পৃ. ১৪০, ও ১৪শ খ. পৃ. ৪১, ইসমা'ঈল হক্কী ৪র্থ খ. পৃ. ৩২১, ইবনুল আরবী ২য় খ. পৃ. ৩২৫ ও আল ফুতুহাতুল মক্কীয়্যা ১ম খ. পৃ. ৯৪, ১২৯, ১৪৯, ইমাম গজ্জালী, মা'আরিজুল কুদস পৃ. ১১১, ১৫৯, ইবন 'আজীবাহ ইকাযুল হিমাস পৃ. ২৪৭, বাকিল-ানী 'ইজাযুল কুরআন পৃ. ৫৮, আল-ইনসাফ পৃ. ২১, আল-'আদ্বাদু ফীল মাওয়াকিফ ৩য় খ. পৃ. ৩৪০, আল-'আত্তার হাশিয়াতু 'আলাল মাহল-ী ৬ষ্ঠ খ. পৃ. ১৭৭ ও ১৭৮, আল-ওয়াকিদী ফুতুহুশ শাম ২য়.খ. পৃ. ৮১, আস-সুবুকী ত্বাবক্বাতুশ শাফি'য়ীয়্যাহ ৪র্থ খ.পৃ. ১৩১, আত্ তিলিমসানী, নাফহুত্ব ত্বীব ৭ম খ. পৃ. ৪১৬, আল- মুত্বাহ্হির ইবন ত্বাহির আল-মুক্বাদ্দিসী, আল বদউ ওয়াত তারীখ ৫ম খ. পৃ.২৬, আবূল 'আব্বাস আল- নাসিরী আল-ইসতিক্বসা ১ম খ. পৃ.৭২ প্রভৃতি গ্রন্থে শাক্তিশালী শব্দ মালা দ্বারা অধিকাংশ লেখকই সনদ বর্ণনা করেছেন যদিও তা আমাদের নিকট প্রসিদ্ধ নয়। একথা নির্দ্ধিধায় বলা যায় উপরোক্ত হাদীস গুলোর সনদ দূর্বল বা ভিত্তিহীন হতেই পারে কিন্তু মর্ম তথা ভাব সত্য। তাই অধিকাংশ মনীষী এগুলো বর্ণনা করেছেন। সর্বোপরি আমাদের নিকট ইমাম তিরমিযী (রহ.) বর্ণিত ও আবূ

[২৪]. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : আল-বাহির ফী হুকমিন্নবী সাল-ল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বিল বাত্বিন ওয়ায যাহির, পৃ. ৩৯

নূ'আইম ইস্পাহানী (রহ.) বর্ণিত হাদীস দু'টি এর যথার্থতা প্রমাণ করছে। অর্থাৎ নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসল-ামই- সর্ব প্রথম সৃষ্টি।

দ্বিতীয় হাদীসের মর্ম মতে 'ولولامحمد ما خلقتك، যদি হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম না হতেন তাহলে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না-হাকিম নিশাপুরী (রহ.) হাদীসটি বিশুদ্ধ বলে অভিমত দিয়েছেন।

এ জাতীয় আরো কয়েকটি হাদীস পরিলক্ষিত হয়, যেমন -

১. দায়লামী হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

اتانى جبريل عليه السلام : فقال يا محمد لولاك لما خلقت الجنة و لولاك ما خلقت النار -

(হযরত জিব্রাইল (আ.) এসে বললেন, ওহে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আপনি না হলে আমি জান্নাত সৃষ্টি করতাম না, এবং, আপনি না হলে দোযখ সৃষ্টি করতাম না

২. ইবন আসাকির (রহ.) অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, لولاك ما خلقت الدنيا (আপনি না হলে আমি দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না)

৩. অপর একটি বর্ণনা বহুল আলোচিত

لولاك لما خلقت الافلاك - (আপনি না হলে আমি কোন কিছুই সৃষ্টি করতাম না)

নাসির"দ্দীন আলবানী বলেন,[২৫] হাদীস তিনটির গ্রন্থনা রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে প্রমাণিত নয় বলে ইবন জাওযী (রহ.) মনে করেন। জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহ.) একথা স্বীকার করে বলেছেন হাদীস গুলোর মর্ম সত্য, অনেক মনীষী তাই এ গুলোর মর্ম অনুধাবন পূর্বক নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যেমন শারফুদ্দীন বুয়ূসিরী (রহ.) বলেছেন, [২৬]

كيف تدعو الى الدنيا ضرورة من + لولاه لم تخرج الدنيا من العدم

৩. হযরত ইরবাস ইবন সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত[২৭]

---

[২৫]. সিলসিলাতুল আহাদীসিদ্ব দ্ব'ঈফা, খ. ১, পৃ. ২৯৯।

[২৬]. শারফুদ্দীন বুয়ূসিরী : ক্বসিদা বুরদা,

[২৭]. আবূ নূ'আইম ইস্পাহানী : দালাইলুন নুবয়্যত, খ.১ম; পৃ. ৪৭- ৪৮; আবূ'আবদুল-াহ হাকিম নিশাপুরী ঃ আল- মুস্ড়দারাক, খ. ২য়; পৃ. ৬০০; ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল : মুসনাদ, খ. ৪র্থ; পৃ. ১২৭- ১২৮; তাছাড়া আল-বাযযার ও ত্বাবরানী বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، يقول : انى عند الله مكتوب لخاتم النبيين ، و ان ادم لمنجدل فى طينه -

(তিনি বলেন, আমি রাসূলুল-াল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে বলতে শুনেছি, আমি আল-াহ তা'আলার নিকট খাতামুননবীয়্যীন হিসেবে লিপিবদ্ধ ছিলাম এবং আদম (আ.) স্বীয় খামিরার মাঝে লেপটানো-মিশানো অবস্থায় ছিলেন')

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে সূর্যের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, হযরত আদম (আ.)-এর অনেক পূর্বে আল-াহর হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম নবুয়্যত প্রাপ্ত হয়েছেন, সুতরাং প্রমাণিত হলো আদম (আ.)-এর অনেক অনেক পূর্বেই আমাদের আক্বা মনিব হুযূর পুর নূর সাল-াল-াহু 'আলাইহিস সালামের সৃষ্টি।

সর্ব প্রথম সৃষ্টি নূরে মুহাম্মদী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াল-াম

ইতি পূর্বের আলোচনায় বেশ কিছু বস্তুর সর্ব প্রথম সৃষ্টির দাবি প্রতিয়মান হয়। কিন্ড় আমাদের নিম্ন বর্ণিত আলোচনায় প্রমাণিত হবে যে, নূরে মুহাম্মদী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামই সর্ব প্রথম সৃষ্টি। এ মহান নূর থেকে সমস্ড় বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে বহুল আলোচিত হযরত জাবির (রা.)-এর নূরের হাদীসটি উপস্থাপন করা হলে-[২৮]

হাফিয সাখাভী (রহ.) বলেন, ইবন হিব্বান তাঁর আস-সহীহ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন : যাওয়ায়িদ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ২০৯৩; ইবন সা'দ আত্ব-ত্বাবক্বাত গ্রন্থের, খ. ১ম; পৃ. ১৪৯। - انى عبد الله و خاتم النبيين উদ্ধৃতি উলে-খ করেছেন। হাফিয ইবন হাজর 'আসক্বালানীও হাদীসটি তাঁর ফতহুল বারী, খ. ৭ম; পৃ. ৩২৯ বর্ণনা করেছেন।

[২৮]. হযরত জাবির ইবন 'আবদুল-াহ (রা.) বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে ড. আস-সাদিক ইবন মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম, নাসীরুদ্দীন আলবানী প্রমূখ মুহাদ্দিস সমালোচনা করেছেন। ড. আস-সাদিক (خصائص المصطفى صلى الله عليه و سلم بين الغلو و الجفاء) খাসায়িসুল মুসত্বাফা বাইনাল গুলুভ্বি ওয়াল জাফা (যার বাংলা অর্থ আতিশয্য ও রূঢ়তার মাঝে মুসত্বাফা সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বৈশিষ্ট্যাবলী) নামক গ্রন্থের আতিশয্য তথা বাড়াবাড়ী অধ্যায়ে হাদীসটি সংকলন করেছেন। তার মতে যেহেতু হাদীসটি বাজারে

মুদ্রিত ও প্রচলিত মুসান্নাফে 'আবদুর রাযযাক (রহ.) খুঁজে পাওয়া যায়নি তাই এটি ছুফিদের বানানো হতে পারে। হাদীসটি প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহ.) সেটাকে ইমাম 'আবদুর রাযযাক্ব (রহ.)-এর প্রতি সম্বন্ধিত করায় তিনি আশ্চর্য হয়েছেন। মূলত হাদীসটি ইমাম 'আবদুর রাযযাক্ব (রহ.) মা'মার (রহ.) হতে তিনি মুহাম্মদ ইবন আল-মুনকাদির হতে তিনি হযরত জাবির ইবন 'আবদুল-াহ হতে বর্ণনা সূত্রে সংযুক্ত সনদে আল-মুসান্নাফ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। উলে-খ্য যে, বৈর"ত থেকে প্রকাশিত আল-মুসান্নাফ গ্রন্থে এগারটি হাদীস অসাবধানতাবশত মূদ্রণ থেকে বাদ পড়ে গেছে। বাদ পড়ে যাওয়া ঐ এগারটি হাদীস দুবাই ইমাম মালিক শরীয়্যা ওয়াল ক্বানূন ডিপার্টমেন্টের সাবেক ডিন, এবং দুবাই দায়ইরাতুল আওক্বাফ ওয়াশ শুয়ূনিল ইসলামীয়্যার সাবেক চেয়ারম্যান ড. 'ঈসা ইবন 'আবদুল-াহ ইবন মুহাম্মদ ইবন মানি' আল-হিমাইরী সাহেব সংগ্রহ করে ১৪২৫হি. / ২০০৫ খৃ. সালে (الجزء المفقود من الجزء الاول من المصنف) আল-জুযউল মাফকূদ মিনাল জুযয়িল আওয়াল মিনাল মুসান্নাফ নামে প্রকাশ করেছেন।

ইতিপূর্বে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাদীস সমালোচক ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) 'দালাইলুন নবুয়াত' গ্রন্থে, বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও 'আশিক্বে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ইমাম শিহাবুদ্দীন আবূল 'আব্বাস আহমদ ইবন মুহাম্মদ ক্বাসতুলানী (রহ.) 'মাওয়াহিবুল লাদুন্নীয়্যা' গ্রন্থে, ইমাম ইবন হাজর মক্কী (রহ.) 'আফদ্বালুল কুবা' গ্রন্থে, আল-ামা ফাসী (রহ.) 'মাত্বালিউল মুসাররাত' গ্রন্থে, 'আল-ামা যারক্বানী (রহ.) 'শারহুল মাওয়াহিব' গ্রন্থে, আল-ামা সিয়ারে বিকরী (রহ.) 'খামীস' গ্রন্থে, শায়খ 'আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) 'মাদারিজুন নবুয়াত গ্রন্থসহ অসংখ্য মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ইসলামী চিন্ড়াবিদ হাদীসটি সনদান মতনান গ্রহণ করেছেন ফলে হাদীসটি (تلقى الامة بالقبول) তথা 'সর্বজন গৃহীত হাদীস' এর মর্যাদায় উপনীত হয়ে 'হাসান' স্ড়রে উন্নীত হয়েছে। আর এ স্ড়রে উন্নীত হাদীসের সনদ বর্ণনার প্রয়োজন পড়ে না। এমতাবাস্থায় সনদ দ্ব'য়ীফ হলেও বিশ্বাস এবং আমল করতে কোন সমস্যা নেই। মুনির"ল 'আইন ফী হুকমি তাক্বীলিন ইবহামাইন গ্রন্থে ইমাম আহমদ রদ্বা খান (রহ.) এ বিষয়ে যথাযথ আলোচনা করেছেন।

সর্বোপরি 'আল-ামা, মুহাদ্দিস, 'আরিফ-বিল-াহ সৈয়্যদ 'আবদুল গণী নাবলুসী (রহ.) ত্বরীক্বাতুল মুহাম্মদীয়া গ্রন্থের শরাহ, হাদীক্বায়ে নাদীয়্যা গ্রন্থেও 'নূর' সম্পর্কীয় হাদীস সমূহকে বিশুদ্ধ বলে অভিমত দিয়েছেন।

উলে-খ্য যে, সত্যপন্থী ইসলামী চিন্ড়াবিদগণ কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে নবী করিম রউফুর রহীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম যে নূরে তৈরী মানুষ সে বিষয়ে একমত পোষন করে থাকেন।

عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر عن جابر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اول شئ خلقه الله تعالى ؟ فقال : هو نور نبيك يا جابر خلقه الله ، ثم خلق فيه كل خير ، و خلق بعده كل شئ ، و حين خلقه اقامه قدامه من مقام القرب اثنى عشر الف سنة ، ثم جعله اربعة اقسام فخلق العرش / والكرسى من قسم : و حملة العرش و خزانة الكرسى من قسم ، و اقام القسم الرابع فى مقام الحب اثنى عشر ألف ـ ثم جعله اربعة اقسام فخلق القلم من قسم ، و اللوح من قسم ، و الجنة من قسم ، ثم اقام القسم الرابع فى مقام الخوف اثنى عشر ألف سنة ، جعله اربعة أجزاء فخلق الملائكة من جزء ، و الشمس من جزء ، و القمر و الكواكب من جزء ، و أقام الجزء الرابع فى مقام الرجاء اثنى عشر الف سنة ، ثم جعله اربعة أجزاء فخلق العقل من جزء و العلم و الحكمة و العصمة و التوفيق من جزء و اقام الجزء الرابع فى مقام الحياء اثنى عشر الف سنة ، ثم نظر الله عز وجل اليه فترشح النور عرقا فقطر منه مائة ألف و اربعة (و عشرون الف و اربعة الاف) قطرة من نور ، فخلق الله من كل قطرة روح نبى ، او روح رسول ثم تنفست ارواح الانبياء فخلق الله من انفاسهم الاولياء و الشهداء و السعداء و المطيعين الى يوم القيامة ، فالعرش و الكرسى من نورى و الكروبيون من نورى ، و الروحانيون و الملائكة من نورى ، و الجنة و ما فيها من النعيم من نورى ، و ملائكة السموت السبع من نورى ، و الشمس و القمر و الكواكب من نورى ، و العقل و التوفيق من نورى ، و أرواح الرسل و الانبياء من نورى ، و الشهداء و السعداء و الصالحون من نتاج نورى ، ثم خلق الله اثنى عشر الف حجاب فاقام الله نورى و هو الجزء الرابع ، فى كل حجاب الف سنة ، وهى مقامات العبودية و السكينة و الصبر و الصدق و اليقين ، فغمس الله ذلك النور فى كل حجاب الف سنة فلما أخرج الله النور من الحجب ركبة الله فى الارض فكان يضيئ منها ما بين المشرق و المغرب كالسراج فى الليل المظلم ، ثم خلق الله ادم من الارض فركب فيه النور فى جبينه ، ثم انتقل منه الى شيث ، و كان ينتقل من طاهر الى طيب ، و من طيب الى طاهر ، الى ان أوصله الله صلب عبد الله بن عبد المطلب و منه الى رحم أمى امنه بنت وهب ، ثم اخرجنى الى الدنياء فجعلنى سيد المرسلين و خاتم النبيين و رحمة للعالمين و قائد الغرالمحجلين ، و هكذا كان بدء خلق نبيك يا جابر ـ

অর্থ : হযরত 'আবদুর রাযযাক্ব হযরত মা'মার থেকে তিনি মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির থেকে, তিনি হযরত জাবির ইবন 'আবদুল-াহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত জাবির (রা.) বলেন, আল-াহর প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে আমি রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে প্রশ্ন করলাম, অতঃপর তিনি সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম উত্তরে বলেন, ওহে জাবির ! আল-াহ তা'আলা তোমার নবীর নূরই সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন, তারপর এতে প্রত্যেক কল্যাণ ও মঙ্গল সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পরেই প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন। ঐ নূর আল-াহর সম্মুখে মাক্বামে কুরব-নৈকট্যের স্ড়রে বার বৎসর স্থির ছিলেন। তারপর সে নূরকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন, অতঃপর একভাগ দিয়ে 'আরশ এবং কুরসী সৃষ্টি করেছেন, আরেক ভাগ দিয়ে 'আরশ বহনকারী এবং কুরসীর গুপ্ত রহস্য সৃষ্টি করেছেন। চতুর্থ ভাগ মাকামে হুব্ব-প্রেমের স্ড়রে বার বৎসর স্থির ছিলেন, তারপর একে চারভাগে বিভক্ত করেছেন, একভাগ দিয়ে ক্বলম, অপরভাগ দিয়ে লাওহ এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে জান্নাত তারপর চতুর্থ ভাগ মাকামে খাওফ-ভীতির স্ড়রে বার বৎসর স্থির ছিলেন। একে আবার চারভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম অংশ দিয়ে ফিরিস্ড়া, দ্বিতীয় অংশ দিয়ে সূর্য এবং তৃতীয় অংশ দিয়ে চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজী সৃষ্টি করেছেন। চতুর্থ ভাগ মাকামে রজা-আশার স্ড়রে বার বৎসর স্থির ছিলেন, একে আবার চার অংশে বিভক্ত করেছেন, প্রথম ভাগ দিয়ে 'আকল-বিবেক, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে 'ইলম ও হিকমত, তৃতীয় ভাগ দিয়ে নিষ্কলুষতা ও সামর্থ সৃষ্টি করেছেন এবং চতুর্থ ভাগ মাকামে হাইয়া-লজ্জার স্ড়রে বার বৎসর স্থির ছিলেন। তারপর আল-াহ তা'আলা উক্ত নূরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন ফলে নূরটি ঘামে ভিজে গেলো অতঃপর তা থেকে এক লক্ষ চার ফোটা অথবা ২৪ হাজার ফোটা নূরের ঘাম ঝরে পড়লো। আল-াহ সে নূরের ফোটা দিয়ে নবী ও রাসূলগণের রূহ-আত্মা সৃষ্টি করলেন। তারপর নবীগণের রূহ ফোঁক দিলেন, অতঃপর আল-াহ তাঁদের শ্বাস প্রশ্বাস দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ড় যত আউলিয়া, শোহাদা, সৌভাগ্যবান এবং নেককার আসবেন তাঁদের সৃষ্টি করেছেন।

ওহে জাবের জেনে রাখ ! 'আরশ কুরসী আমার নূর হতে সৃষ্টি, খোদার ভয়ে ভীতগণ আমার নূর হতে, রূহানী জগতের বাসিন্দারা আমার নূর হতে, ফিরিস্ড়াগণ আমার নূর হতে, বেহেস্ড় এবং এর মধ্যস্থিত সমস্ড় নি'আমত আমার নূর

হতে, সপ্ত আকাশের ফিরিস্ড়গণ আমার নূর হতে, সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজী আমার নূর হতে, বিবেক ও সামর্থ আমার নূর হতে, নবী রাসূলগণের আত্মা আমার নূর হতে, শহীদ, সৌভাগ্যবান ও সৎকর্ম পরায়ণশীলগণ আমার নূরের নতীজা-ফলাফল, হতে সৃষ্টি। তারপর আল-াহ তা'আলা বার হাজার পর্দা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আল-াহ তা'আলা আমার নূরকে স্থির রেখেছেন, আর এটাই চতুর্থ ভাগ। প্রত্যেক হিজাবে-পর্দার আড়ালে হাজার বৎসর ছিলেন। আর এটাই হচ্ছে 'উবুদিয়্যাত (বন্দেগীর) প্রশাস্ড়ি, ধৈর্য্যের, সততা ও ইয়াক্বিনের তথা আস্থাশীলদের স্ড়র। অতঃপর পর্দার ভিতর থেকে সে নূরকে যখন বের করলেন তখন আল-াহ সে নূরকে পৃথিবীতে আরোহণ করালেন। ফলে পূর্বে, পশ্চিমে এবং উভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু আলোকিত হয়ে গেল যেমন অন্ধকার রাত্রে লণ্ঠন আলোকিত করে। তারপর আল-াহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) কে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর সে মহান নূর তাঁর কপালে রাখলেন, তারপর হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত শীস (আ.) এর নিকট স্থানান্ড়রিত হল। আর এ স্থানান্ড়র পবিত্র ব্যক্তি হতে নিষ্কলুষ ব্যক্তির নিকট , নিষ্কলুষ ব্যক্তি হতে পূতঃপবিত্র ব্যক্তির নিকট চলতে থাকলো এভাবে আল-াহ তা'আলা সে মহান নূরকে হযরত 'আবদুল-াহর পৃষ্ট দেশে পৌছিয়ে দিলেন, এবং তাঁর থেকে হযরত আমেনার পবিত্র শেকম মুবারকে স্থানান্ড়র করে দিলেন, তারঁপর আমাকে দুনিয়াতে বের করে আনলেন, আমাকে রাসূলদের সরদার, নবীদের পরিসমাপ্তি এবং বিশ্ববাসীর জন্য রহমত-কর"নার আধার, হাশরের ময়দানে কপালে শুভ্রতাময় নূরের আলোতে চমকানো ব্যক্তিদের সরদার বানালেন।

ওহে জাবির ! এভাবে তোমার নবীর সৃষ্টির সূচনা।

হাদীসটি আশ-শায়খুল আকবার মহিউদ্দীন ইবনুল 'আরবী (রহ.) তালক্বীহুল ফহুম (تلقيح الفهوم) গ্রন্থের ১২৮ পৃষ্ঠায় হুবহু বর্ণনা করেছেন। 'আল-ামা খারকূশী (রহ.) শরফুল মুসত্বাফা (شرف المصطفى) গ্রন্থের ১ম খ. ৭০৩ পৃষ্ঠায় হযরত 'আলী (ক.) হতে কিছুটা সমার্থবোধক শব্দযোগে বর্ণনা করেছেন। 'আল-ামা 'আজুলূনী (রহ.) কশফুল খিফা (كشف الخفا) গ্রন্থের ১ম খ. ৩১১ পৃষ্ঠায়, ইমাম ক্বাসতুলানী (রহ.) মাওয়াহিবুল লাদুন্নীয়্যাহ (المواهب اللدنية) গ্রন্থের ১ম খ. ৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন, অনুরূপ একটি দীর্ঘ হাদীস 'আবদুল

মালিক ইবন যিয়াদাতুল্লাহ ফাওয়ায়িদ গ্রন্থে হযরত 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

يا عمر اتدرى من أنا ؟ انا الذى خلق الله عز و جل اول كل شئ نورى ، فسجد لله فبقى فى سجوده سبعمائة عام ، فاول كل شئ سجد نورى و لا فخر يا عمر أتدرى من أنا ؟ أنا الذى خلق الله العرش من نورى و الكرسى من نورى ، و اللوح و القلم من نورى ، و الشمس و القمر من نورى ، و نور الابصار من نورى ، و العقل الذى (رؤوس) الخلائق من نورى ، و نور المعرفة فى قلوب المؤمنين من نورى و لا فخر ،

অর্থ : ওহে 'উমর তুমি জান কি আমি কে ? আমিই সে সত্ত্বা, যাঁর (আমার) নূরকে আল-াহ তা'আলা সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেছেন অতঃপর সে নূর আল-াহকে সিজদা করল, সে তাঁর সিজদার মধ্যে সাতশত বৎসর অবশিষ্ট ছিলেন। অতঃপর প্রত্যেক প্রথম বস্তু আমার নূরকে সিজদা করেছে, এতে কোন অহংকার নেই। ওহে 'উমর তুমি জান কি আমি কে ? আমিই সে সত্ত্বা 'আরশ আমার নূর হতে, কুরসী আমার নূর হতে লাওহ-ক্বলম আমার নূর হতে, সূর্য-চন্দ্র আমার নূর হতে, চোখের জ্যোতি আমার নূর হতে, সৃষ্টির মাথার মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি আমার নূর হতে, মূমিনের ক্বলবের খোদা পরিচিতি মূলক যে জ্যোতি তা আমার নূর হতে সৃষ্টি। এতে আমার কোন অহংকারবোধ নেই।

শায়খ মুহাম্মদ 'উসমান 'আবদুহু আল-বুরহানী তাঁর তাবরিয়াতুয যিম্মাতি ফী নুসাহিল উম্মাহ ((تبرئة الذمة فى نصح الامة) গ্রন্থের ৯-১০ পৃষ্ঠায় হাদীসের শব্দগত ভিন্নতাসহ একই জাতীয় হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন,

روى عبد الرزاق بسنده فى كتابه (جنة الخلد) عن جابر بن عبد الله الانصارى رضى الله تعالى عنه، قال : قلت : يا رسول الله بأبى و أمى أخبرنى عن اوّل شئ خلقه الله قبل الاشياء ؟ قال : يا جابر ان الله خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره ، فجعل ذالك النور يدور بالعذره حيث شاء الله تعالى ، و لم يكن فى ذالك الوقت لوح و لا قلم و لا جنة و لا نار ، و لا ملك و لا سماء و لا أرض و لاشمس و لا قمر و لا جن ولا إنس ، فلما اراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاءٍ ، فخلق من الجزء الاول الارض والقلم ، و من الجزء الثانى اللوح ، و من الثالث العرش ، ثم قسم الجزء الرابع اربعة أجزاءٍ فخلق

من الجزء الاول حملة العرش ، و من الثانى الكرسى ، و من الثالث باقى الملائكة ، ثم قسم الجزء الرابع اربعة أجزاء ، فخلق من الجزء الاول السموت ، و من الجزء الثانى الأرضين ، و من الثالث الجنة و النار ثم قسم الجزء الرابع الى اربعة اجزاء ، فخلق من الجزء الاول نور أبصار المؤمنين و من الثانى نور قلوبهم ، و هى معرفة بالله تعالى و من الثالث نور أنسهم ، و هو التوحيد لاإله الا الله محمد رسول الله ثم نظر اليه فترشح النور عرقا ، فقطرت منه مائة الف قطرة و عشرين ألفا و اربعة ألاف قطرة ، فخلق الله من كل قطرة روح نبى و رسول ، ثم تنفست أرواح الأنبياء ، فخلق الله من أنفاسهم ارواح الأولياء و السعداء و الشهداء و المطيعين من المؤمنين الى يوم القيامة ، فالعرش و الكرسى من نورى ، و الكروبيون من نورى ، و الروحانيون من نورى ، و الجنة و ما فيها من النعيم من نورى ، و الشمس و الكواكب من نورى ، و العقل و العلم و التوفيق من نورى ، و أرواح الأنبياء و الرسل من نورى ، و السعداء و الصالحون من نتائج نورى ، ثم خلق الله ادم من الارض و ركب فيه النور و هو الجزء الرابع ، ثم انتقل منه الى شيئ ، و كان ينتقل من ظاهر الى طيب الى أن وصل الى صلب عبد الله و منه الى وجه أمى أمنة ثم أخرجنى الى الدنيا ، فجعلنى سيد المرسلين ، و خاتم النبيين ، و قائد الغر المحجلين هكذا بدأ خلق نبيك يا جابر ، حديث صحيح

হাদীসে জাবির (রা.)-এর মর্মার্থ

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দাদা উস্ড়াদ, বিখ্যাত মুহাদ্দিস 'আবদুর রায্যাক ইবন হুম্মাম আস-সান'আনী (রহ.) স্বীয় সনদে তাঁর 'জান্নাতুল খুলদ' গ্রন্থে হযরত জাবির ইবন 'আবদুল-াহ আল-আনসারী (রা.) হতে বর্ণনা করেন। হযরত জাবির (রা.) বলেন, আমি 'আরয করলাম; ওহে আল-াহর রাসূল, আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হউন, আমাকে সংবাদ প্রদান কর ন, প্রথম বস্তু সম্পর্কে যা আল-াহ তা'আলা বস্তুসমূহের পূর্বে সৃষ্টি করেছেন ?

রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বললেন : ওহে জাবির, নিশ্চয় আল-াহ তা'আলা সব কিছুর পূর্বে স্বীয় নূর হতে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন।

অতঃপর আল-াহ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী সে নূরকে তাঁর কুদরতের মধ্যে প্রদক্ষিণ করেছেন। সে সময় লাওহ, কলম, বেহেস্ড়-দোযখ, মালাইকা, নভোমন্ডল ভূ-মন্ডল, চন্দ্র-সূর্য, মানব-দানব কিছুই ছিলনা।

অতঃপর যখন মাখলূকাত সৃষ্টি করতে আল-াহ তা'আলা ইচ্ছা করলেন, তখন সে নূরকে চারভাগে বিভক্ত করলেন, প্রথম অংশ দিয়ে 'ক্বলম' দ্বিতীয় অংশ দিয়ে 'লাওহ' তৃতীয় অংশ দিয়ে 'আরশ' তারপর চতুর্থ অংশকে আবার চারভাগে বিভক্ত করলেন, প্রথম ভাগ দিয়ে 'আরশ বহনকারী' দ্বিতীয় অংশ দিয়ে 'কুরসী' তৃতীয় অংশ দিয়ে অবশিষ্ট মালাইকা সৃষ্টি করেছেন। চতুর্থ ভাগকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রথম ভাগ দিয়ে 'নভোমন্ডল' দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে ভূ-মন্ডল তৃতীয় ভাগ দিয়ে 'বেহেস্ড়-দোযখ' সৃষ্টি করেছেন। চতুর্থ ভাগকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করলেন, অতঃপর প্রথম ভাগ দিয়ে 'মূ'মিনগণের চোখের জ্যোতি' দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে 'মূ'মিনগণের ক্বলবের জ্যোতি' আর ইহাই মা'রফত বিল-াহ (আল-াহ তা'আলা সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্পর্কীয় জ্যোতি) তৃতীয় ভাগ দিয়ে মূ'মিনগণের জ্যোতি তথা পবিত্র কলেমা লা-ইলাহা ইল-াল-াহু, মুহাম্মাদুর রাসূলুল-াহ (আল-াহ তা'আলা ব্যতীত এবাদতের উপযুক্ত আর কোন মা'বূদ নেই মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আল-াহর প্রেরিত রাসূল) সৃষ্টি করলেন।

অতঃপর আল-াহ তা'আলা এর দিকে দৃষ্টি দিলেন অতঃপর সে নূর থেকে ঘর্ম প্রবাহিত হলো অতঃপর সেখান হতে এক লক্ষ চলি-শ হাজার ফোটা ঝড়ে পড়ল। সে ফোঁটা থেকে আল-াহ তা'আলা নবী রাসূলগণের 'রূহ' সৃষ্টি করলেন। তারপর তাঁদের রূহ থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস বের হল, তাঁদের সে শ্বাস থেকে আল-াহ তা'আলা আউলিয়া, সৌভাগ্যবান, শহীদগণ, আল-াহ-রাসূলের অনুগত অনুসারী মুমিনগণের 'রূহ' সৃষ্টি করলেন।

অতঃপর জেনে রাখ হে জাবির ! 'আরশ ও কুরসী আমার নূর হতে, কার্ববীয়্যন আমার নূর হতে, আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্নগণ আমার নূর হতে, বেহেস্ড় এবং এর মধ্যস্ড়িত যত নি'আমত আছে সব আমার নূর হতে, সূর্য এবং নক্ষত্র আমার নূর হতে, বিবেক (আকল) জ্ঞান ('ইলম) এবং সামর্থ (তাওফীক্ব) আমার নূর হতে,

নবী-রাসূলগণের আত্মা আমার নূর হতে, সৌভাগ্যবান-সৎকর্মপরায়নশীল ব্যক্তিবর্গ আমার নূরের প্রতিদান।

তারপর আল-াহ তা'আলা আদমকে মাটি হতে সৃষ্টি করলেন এবং তাতে সে মহান নূর প্রতিস্থাপন করেছেন, (আর এটাই চতুর্থ অংশ) তারপর সে মহান নূর শীস (আ.)-এর নিকট স্থানান্ড়রিত হন।

এভাবে পবিত্র সত্ত্বাগণের ভিতর দিয়ে 'আবদুল-াহর নিকট এবং তাঁর থেকে আমার মাতা আমিনার (রা.) নিকট পৌছেছে। তারপর আমাকে দুনিয়াতে বের করে এনেছেন, অতঃপর আমাকে রাসূলগণের সরদার নবীগণের পরিসমাপ্তকারী উজ্জ্বল চন্দ্রাকৃতি বিশিষ্ট মুখমন্ডদের সরদার বানিয়েছেন। ওহে জাবির ! এভাবে তোমার নবীর শুর ।[২৯]

রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নূর সম্পর্কে অপর একটি হাদীস ইমাম 'আবদুর রায্যাক্ব বর্ণনা করেছেন,[৩০]

عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن السائب بن يزيد قال : انّ الله تعالى خلق شجرة و لها اربعة اغصان فسماها شجرة اليقين، ثم خلق نور محمد صلى الله عليه و سلم فى حجاب من درة بيضاء مثله كمثل الطاووس وضعه على تلك الشجرة فسبح عليها مقدار سبعين الف سنة ، ثم خلق مرأة الحياة ووضعها باستقباله ، فلما نظر الطاووس فيها راى صورته أحسن صورة و ازين هيئة ، فاستحى من الله فسجد خمس مرات ، فصارت علينا تلك السجدات فرضا مؤقتا ، فامر الله تعالى بخمس صلوت على النبى صلى الله عليه وسلم و امته ، و الله تعالى نظر الى ذلك النور فعرق حياء من الله تعالى ، فمن عرق رأسه خلق الملائكة ، ومن عرق وجهه خلق العرش و الكرسى و اللوح و القلم و الشمس و القمر والحجاب و الكواكب و ماكان فى السماء ، ومن عرق صدره خلق الانبياء و الرسل و العلماء والشهداء و الصالحين ، و من عرق /

---

[২৯]. দ্র. আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নীয়া, খ. ১ম; পৃ. ৬৮; ড. আস-সাদিক : খাসায়িসুল মুস্ড়ফা সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম পৃ. ৭৮-৭৮। মুহাম্মদ 'উসমান 'আবদুহু আল-বুরহানী : তাবরীয়্যাতুস যিম্মাহ পৃ. ৯-১০।

[৩০]. ড. 'ঈসা হিমাইরী : প্রাগুক্ত, খ. ১ম ; পৃ. ৫১ - ৫৫।

حاجبيه خلق امة من المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات ، و من عرق اذنيه خلق ارواح اليهود و النصارى والمجوس و ماشبه ذلك ، و من عرق رجليه خلق الارض من المشرق و ما فيها ، ثم امر اللّٰه نور محمد صلى اللّٰه عليه وسلم انظر الى امامك فنظر نور محمد صلى اللّٰه عليه وسلم فرأى من امامه نورًا وعن ورائه نورًا ، وعن يمينه نورًا وعن يساره نورًا وهو ابوبكر و عمر و عثمان و على رضى اللّٰه عنهم اجمعين ، ثم سبح سبعين الف سنة ثم خلق نور الانبياء من نور محمد صلى اللّٰه عليه وسلم ثم نظر الى ذلك النور فخلق ارواحهم فقالوا لااله الا اللّٰه محمد رسول اللّٰه ، ثم خلق قنديلا من العقيق الاحمر يرى ظاهره من باطنه ، ثم خلق صورة محمد صلى اللّٰه عليه وسلم كصورته فى الدنيا ، ثم وضع فى هذه القنديل قيامه كقيامه فى الصلواة ثم طافت الارواح حول نور محمد صلى اللّٰه عليه وسلم فسبحوا و هللوا مقدار مائة الف سنة ، ثم امر لينظروا اليها كلهم فمنهم من رأى رأسه فصار خليفة و سلطانا بين الخلائق ، و منهم من رأى وجهه فصار اميرا عادلا ، ومنهم من رأى عينيه فصار حافظا لكلام اللّٰه تعالى ، و منهم من رأى حاجبيه فصار مقبلا ، و منهم من رأى خديه فصار محسنا و عاقلا و منهم من رأى انفه فصار حكيما و طبيبا وعطارًا ، و منهم من رأى شفتيه فصار احسن الوجه ووزيرًا ، ومنهم من رأى فمه فصار صائما و منهم من رأى سنّه فصار احسن الوجه من الرجال والنساء ، و منهم من رأى لسانه فصار رسولا بين السلاطين ، و منهم من رأى حلقه فصار واعظا و مؤذنا و ناصحا ، و منهم من رأى لحيته فصار مجاهدا فى سبيل اللّٰه ، و منهم من رأى عنقه فصار تاجرًا ، و منهم من رأى عضديه فصار رماحا و سيافا ، و منهم من رأى عضده اليمنى فصار حجاما ، ومنهم من رأى عضده اليسرى فصار جلادا و جاهدًا ، ومنهم من رأى كفه اليمنى فصار صرافا وطرازا ، و منهم من رأى كفه اليسرى فصار كيالا ، و منهم من رأى يديه فصار سخيا و كياسا ، و منهم من رأى ظهر كفه اليمنى فصار صباغا ، و منهم من رأى ظهر كفه اليسرى فصار حاطبا ، و منهم من رأى انامله فصار كاتبا ، ومنهم من رأى ظهور اصابعه اليمنى فصار خياطا ، و منهم من رأى ظهور اصابعه اليسرى فصار حدادًا ، و منهم من رأى صدره فصار عالما و شكورًا و مجتهدا ، و منهم من رأى ظهره فصار متواضعا و مطيعا بأمر الشرع ، و منهم من رأى جبينه

فصار غازيا ، و منهم من رأى بطنه فصار قانعا و زاهدا ، و منهم من رأى ركبتيه فصار ساجدا و راكعا ، و منهم من رأى رجليه فصار صيادًا ، و منهم من رأى تحت قدميه فصار ماشيا ، ومنهم من رأى ظله فصار مغنيا ، و صاحب الطنبور ، و منهم من لم ينظر اليه فصار مدعيا بربوبية كالفراعنة وغيرها من الكفار ، و منهم من نظر اليه ولم يره فصار يهوديا و نصرانيا و غيرهم من الكفار-

সৈয়্যদুনা 'আবদুর রাযযাক্ব মা'মার থেকে তিনি যুহরী হতে তিনি আস সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আস-সায়িব (রা.) বলেন, নিশ্চয় আল-াহ তা'আলা একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করলেন। এর চারটি শাখা রয়েছে। অতঃপর এর নাম রাখলেন শাজরাতুল ইয়াক্বীন (বিশ্বাসের বৃক্ষ) তারপর আল-াহ তা'আলা শুভ্র ধবধবে মুক্তার ভিতরে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নূর (জ্যোতি) সৃষ্টি করলেন। এটা দেখতে মুয়ুরের মত খুবই সুন্দর আর এটাকে ঐ বৃক্ষের উপর রাখলেন। অত:পর এটা সত্তর বৎসর আল-াহ তা'আলার তাসবীহ গুণকীর্তন করলেন। তারপর লজ্জার আয়না সৃষ্টি করলেন। এবং তা তার সম্মুখে রাখলেন। অতঃপর শুভ্র মুক্তার মুয়ুর যখন এর দিকে তাকালেন তখন নিজেকে খুব সুন্দর আকৃতি ও আকর্ষণীয় গঠনে দেখতে পেলেন। অতঃপর তা আল-াহ তা'আলাকে লজ্জাবণতঃ পাঁচবার সিজদা করলেন। অতঃপর ঐ সিজদাসমূহ আমাদের জন্য সুনির্দিষ্ট ভাবে আবশ্যক হয়ে গেল। আল-াহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ও তাঁর উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। আল-াহ তা'আলা যখন সে নূরে মুহাম্মদীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তখন তা লজ্জায় ঘর্মাক্ত হয়ে গেলো। অতঃপর তাঁর মাথা মুবারকের ঘাম দ্বারা মালাইকা সৃষ্টি করলেন। এবং তিনি তাঁর চেহারা মুবারকের ঘাম দিয়ে আরশ, কুরসী, লাওহ, ক্বলম, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি এবং নভোমন্ডলে যা কিছু আছে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনি তাঁর বক্ষ মুবারকের ঘাম দিয়ে নবীগণ, রাসূলগণ, উলামা, শুহাদা, এবং সৎকর্ম পরায় ব্যক্তিবর্গ সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর চোখের ভ্রূ মুবারকের ঘাম দিয়ে মূমিন - মূমিনাত, মুসলিম-মুসলিমাত সৃষ্টি করেছেন।

তিনি তাঁর দু'কান মুবারকের ঘাম দিয়ে ইয়াহুদী, নাসারা, অগ্নিপূজক, এবং তাদের মত আরো যারা রয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

আল-াহ তা'আলা তাঁর দু'পা মুবারকের ঘাম দিয়ে পৃথিবী ও এর মধ্যস্থিত বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন।

তারপর আল-াহ তা'আলা নূরে মুহাম্মদী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে নির্দেশ দিলেন, 'আপনি আপনার সামনের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। অত:পর নূরে মুহাম্মদী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম দেখলেন। তিনি দেখতে পেলেন তাঁর সামনেও নূর, তাঁর পিছনেও নূর, ডানেও নূর বামেও নূর এবং তাঁরা হলো হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত 'আলী (আল-াহ তা'আলা তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হউন)। তারপর সে নুরী মুহাম্মদী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম সত্তর হাজার বৎসর আল-াহ তা'আলার গুণ কীর্তন করলো।

তার পর নূরে মুহাম্মদী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে নবীগণের সৃষ্টি করলেন। তারপর আল-াহ তা'আলা ঐ নূরের দিকে তাকালেন, অত:পর তাঁদের রূহমুবারক সমূহ সৃষ্টি করলেন , অত:পর তাঁরা বললেন,

لا اله الا الله محمد رسول الله

আল-াহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আল-াহর রাসূল"

তার পর লাল 'আক্বীক্ব বর্ণের এক ফানুস সৃষ্টি করলো যার ভিতর থেকে বাহিরে দৃষ্টি গোচর হয়। তারপর মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর আকৃতি দুনিয়াভী আকৃতির ন্যায় সৃষ্টি করলেন। তারপর সে ফানুসে তাঁর কায়া রাখলেন যেরূপ তিনি সালাতে দন্ডায়ান হতেন সেরূপ।

তার পর সমস্ড় রূহ নূরে মুহাম্মদী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করলেন।

অত:পর তাঁরা সত্তর বৎসর পর্যন্ড় তাসবীহ ও তাহলীল পাঠ করলেন।

তার পর আল-াহ তা'আলা সমস্ড় রূহকে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাতের নির্দেশ দিলেন। অত:পর তাঁরা সকলেই তাঁর দিকে দৃষ্টি পাত করলেন। তাঁদের মধ্যে যারা তাঁর

মাথা মুবারক দেখেছেন তাঁরা সৃষ্টির মধ্যে খলীফা ও সুলতান হয়েছেন। যারা তাঁর মুখ মুবারক দেখেছেন তারা আমীর ও ন্যায় পরায়ন শাসক হয়েছেন।
যারা তাঁর চোখ মুবারক দেখেছেন- তারা আল-াহর কালামের হাফিয সংরক্ষক হয়েছেন।
যারা তাঁর ভ্রু মুবারক দেখেছেন- তারা অগ্রবর্তী হয়েছেন।
যারা তাঁর দু'গাল মুবারক দেখেছেন- তারা মুহসিন-সৎকর্মশীল ও বিবেকবান হয়েছেন।
যারা তাঁর নাক মুবারক দেখেছেন- তারা শাসক / বিচারক , ডাক্তার ও সুগন্ধি ব্যবসায়ী হয়েছেন।
যারা তাঁর দুঠোঁট মুবারক দেখেছেন- তারা সুন্দর চেহরা বিশিষ্ট ও মন্ত্রী-মিনিষ্টার হয়েছেন।
যারা তাঁর মুখ মুবারক দেখেছেন- তারা রোযাদার হয়েছেন।
যারা তাঁর দাঁত মুবারক দেখেছেন- তারা সুন্দর চেহরা বিশিষ্ট নারী-পুর"ষ হয়েছেন।
যারা তাঁর জিহ্বা মুবারক দেখেছেন- তারা বাদশাহ-সুলতানগণের দূত / প্রতিনিধি হয়েছেন।
যারা তাঁর হলক/কণ্ঠনালী মুবারক দেখেছেন- তারা বক্তা ,মুআয্যিন ও উপদেশকারী হয়েছেন।
যারা তাঁর দাড়ি মুবারক দেখেছেন- তারা আল-াহর রাস্ড়ায় যুদ্ধকারী হয়েছেন।
যারা তাঁর ঘাড় মুবারক দেখেছেন- তারা ব্যবসায়ী হয়েছেন।
যারা তাঁর দু' বাহু মুবারক দেখেছেন- তারা তীরন্দাজ-যোদ্ধা হয়েছেন।
যারা তাঁর ডান বাহু মুবারক দেখেছেন- তারা কৌরকর্মকার হয়েছেন।
যারা তাঁর বাম বাহু মুবারক দেখেছেন- তারা জল-াদ ও যোদ্ধা হয়েছেন।
যারা তাঁর ডান কপ মুবারক দেখেছেন- তারা ব্যাংকার ও সূচিশিল্পী হয়েছেন।
যারা তাঁর বাম কপ মুবারক দেখেছেন- তারা ওযনদার হয়েছেন।
যারা তাঁর দু'হাত মুবারক দেখেছেন- দানবীর ও সম্পদশালী হয়েছেন।
যারা তাঁর ডান কপের পিঠ মুবারক দেখেছেন- তারা শিল্পী / রঙ তুলি হয়েছেন।
যারা তাঁর বাম কপের পিঠ দেখেছে- তারা কাঠুরিয়া হয়েছেন।

যারা তাঁর আঙ্গুলের মাথা মুবারক দেখেছেন- তারা লিখক হয়েছেন।
যারা তাঁর ডান আঙ্গুলের পিঠ মুবারক দেখেছেন তারা সেলায়কারী হয়েছেন।
যারা তাঁর বাম আঙ্গুলের পিঠ মুবারক দেখেছেন- তারা কামার হয়েছেন।
যারা তাঁর বক্ষ মুবারক দেখেছেন- তারা জ্ঞানী , কৃতজ্ঞ , গবেষক হয়েছেন।
যারা তাঁর পিঠ মুবারক দেখেছেন তারা বিনয়ী-শরীয়াতের নিদের্শ বাস্ড়বায়ন কারী হয়েছেন।
যারা তাঁর কপাল মুবারক দেখেছেন- তারা গাজী- ধর্ম যোদ্ধা হয়েছেন।
যারা তাঁর পেট মুবারক দেখেছেন- তারা অল্পেতুষ্ট ও দুনিয়াত্যাগী হয়েছেন।
যারা তাঁর দু'হাটু মুবারক দেখেছেন- তারা সিজদাকারী , র"কুকারী হয়েছেন।
যারা তাঁর দু'পা মুবারক দেখেছেন- তারা শিকারী হয়েছেন।
যারা তাঁর দু'পা মুবারকের নীচে দেখেছেন- তারা চলাচলকারী হয়েছেন।
যারা তাঁর ছায়া মুবারক দেখেছেন- তারা গায়ক ও বাদ্য-বাদক হয়েছেন।
যারা তাঁকে দেখেনি তারা প্রভূ দাবীদার যেমন ফেরাউন ও কাফির হয়েছেন।
যারা তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করেছে কিন্ড়ু দেখেনি তারা ইয়াহুদী ও নাসারা কাফির হয়েছেন।

হাদীসে জাবির (রা.)-এর সমালোচনার উত্তর- ১

হাদীসটির সনদ যাচাই-বাচাই করার সুযোগ হয়নি ঠিক তবে কেন বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস, ফক্বীহ যাঁর সম্পর্কে হাফিয সাহাবী, প্রমূখ ভূয়ুসী প্রশংসা করেছেন, তিনি হাদীসটি তাঁর বিখ্যাত, দূর্লভ গ্রন্থ আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নীয়্যাতে বর্ণনা করলেন, শব্দের গ্রন্থনায় বুঝা যাচ্ছে তিনি এ হাদীসের সনদের ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় আস্থাশীল। কোন জীবনীকারকই হাফিয কাসতুলানীর সম্পর্কে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা কিংবা জাল হাদীস রচনার অপবাদ দেননি। তাঁর সমসাময়িক মনীষী থেকে শুর" করে বর্তমান যুগের অগণিত পন্ডিত ও ইসলামী চিন্ড়াবিদ সকলে একবাক্যে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, বিশ্বস্ড়তা, নির্ভযোগ্যতা ও হাদীস বিষয়ে পারদর্শীতা সম্পর্কে একমত পোষণ করেছেন। সনদ বিহীন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 'আল-মাসাবীহ' সংকলক ইমাম মহিউস সুন্নাহ আল-বাগভীর সমালোচনা করা হলে ইমাম মহিউদ্দীন আল-খত্বীব আত্-তিবরিযী (রহ.) উক্ত হাদীসের অধিকাংশ

হাদীসের সনদ একত্রিত করেন। এবং আরো কিছু হাদীস সংযুক্ত করে নাম রাখেন মিশকাতুল মাসাবীহ এই কিতাবটি আরব 'আজম সর্বস্ড়রের মুসলিমগণের নিকট গ্রহণযোগ্য ও পাঠ্য সূচীর অন্যতম কিতাব। এবং উক্ত কিতাবে কিছু কিছু হাদীসের সনদ পাওয়া যায়নি বলে খত্বীব তিবরিযী স্বীকার করেছেন। এখন উক্ত হাদীস গুলোকে কি জাল আখ্যায়িত করা হয়েছে ? উত্তর হলো না।

আরো লক্ষনীয় বিষয় হলো নাসির"দ্দীন আলবানী প্রমূখের গুটিকয়েক মুহাদ্দিস আমাদের আসলাফ পূর্বশুরী, নির্ভযোগ্য, বিশুদ্ধ ও ইসলামী দুনিয়ার স্ড়জ্ঞ তাঁদের বর্ণিত হাদীসকে জাল-দূর্বল বলতে ছাড়েননি। তিনি হাদীস সমালোচক তাই হাদীসের সনদের চুলছেরা বিশে-ষণ করাই তাঁদের কর্তব্য। তাঁদের দায়িত্ব তারা পালন করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। তাই বলে আমরা ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবন মাজা, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল প্রমুখ মুহাদ্দিসদের বর্ণিত হাদীস গুলোকে ত্যাগ করতে পারি না। মুসলমানগণ তাঁদের বর্ণিত হাদীসের উপর বিশ্বাস-আস্থা রেখে আমল করে আসছেন এবং আমল করে যাবেন। তাঁদের কথামতে উক্ত হাদীস 'আবদুর রাযযাক্ব (রহ.) থেকে তিনি জাবির ইবন আবদুল-াহ (রা.) বর্ণনাটি প্রমাণিত নয়, তাহলে প্রথম সৃষ্টি কি ? 'আরশ, কলম, পানি ইত্যাদি ? তবে নিম্নে বর্ণিত হাদীস ও আল-কুরআনের আয়াতের উত্তর কি হবে ?

و إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به و لتنصرنه الى و انا معكم من الشاهدين -
(ال عمران ت ৮১)

মমার্থ : 'আলী ইবন আবূ ত্বালিব (রা.) থেকে বর্ণিত আল-াহ তা'আলা আদম (আ.) থেকে তৎপরবর্তী পর্যন্ড় যত নবী প্রেরণ করেছেন, প্রত্যেক থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছেন মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম কে যদি প্রেরণ করা হয় অথচ তিনি যদি জীবিত থাকেন তাহলে তিনি অবশ্যই তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতেন। তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন এবং এ অঙ্গীকার তিনি তাঁর সম্প্রদায় থেকেও গ্রহণ করতেন। হাদীসটি ইবন কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

এ অঙ্গীকারটি কখন নেয়া হয়েছিলন' ?

আল-াহ তা'আলা যখন কুলকায়েনাত সৃষ্টি করতে এবং রিযিক/বন্টিত অংশ নির্ধারণ করতে ইচ্ছা করলেন, তখন একক সত্ত্বা আল-াহ তা'আলার উপস্থিতিতে আল-আনওয়ার্স সামাদীয়্যাহ তথা চির শাশ্বত প্রভু আল-াহর নূর হতে আল-হাকীকাতুল মুহাম্মদীয়া তথা মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রকৃতরূপ প্রকাশ করলেন। সে মহান নূর হতে সমস্ড় আলম, আলমে কুলকায়েনাত সৃষ্টি করলেন যেরূপ আল-াহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল। তাঁরপর মহান আল-াহ তা'আলা তাঁর হাবীবকে নুবয়্যাতের স্বীকৃতি দিলেন এবং রেসালতের সুসংবাদ দিলেন। তখন এ আদম (আ.) ছিলেন না।

শায়খ তকীউদ্দীন আস-সুবুকী বলেন, 'নিশ্চয় আল-াহ তাঁর শরীরের পূর্বে 'রূহ' সৃষ্টি করেন। এদিকে নূর নবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'আমি রূহানীভাবেও নবী ছিলাম' অথবা প্রকৃত সত্ত্বার দিকে ইঙ্গিত। আর প্রকৃত সত্ত্বা কি ? তা হৃদয়াঙ্গঁম করতে আমাদের বিবেক তথা আকল অক্ষম। তবে স্রষ্টাই ভাল জানেন। হাদীস সমালোচকগণ নিজেদের দায়িত্ব সুনিপুনভাবে পালন করেছেন। মতনে হাদীসের কোন গরমিল-দোষত্রুটি থাকলে তাঁরা তা সরাসরি খোলাখুলিভাবে আলোচনা করেন। ফলে নির্ভুল তথ্য সঠিক হাদীসটি পাওয়া যায়, রাবীর সমালোচনা করার মাধ্যমে হাদীসটি বর্ণনা পরস্পর সনদ যথাযথ ব্যক্তির মাধ্যমে, যথাযথাভাবে নুবয়্যতের আলোকবর্তিকা পর্যন্ড় পৌছেছে কি না সে বিষয়ে সুদৃঢ় জ্ঞান লাভ করা যায়। হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনালেখ্য নিয়ে চুলছেরা বিশে-ষণ, হাদীসের মতন নিয়ে যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই-বাচাই করার যে ইলম, (علم الجرح و التعديل) ও (اسماء الرجال) মুসলমান জাতীর একটি গৌরবজনক সম্পদ। পৃথিবীর কোন জাতির কাছে এ ধরণের সম্পদ নেই। মূলত ঃ হাদীস নুবয়্যতী নূরানী জবানে বর্ণিত বিষয়। যার স্বাদ যিনি পাবেন তিনি তার চর্চা গবেষণা, করেই যাবেন। বাঘ যেমন হরিণের লোভনীয় মাংসের স্বাদ একবার পেলে সে তা বার বার পেতে চায়। অনুরূপভাবে হাদীসের চর্চার স্বাদ একবার পেলেই তা আজীবন আস্বাধনে অনুধাবনে ব্যস্ড় থাকে। এমনকি নিজের শর্ত-শরায়েত পর্যন্ড় ভুলে গিয়ে তা বর্ণনা করেন। যেমন বুখারীর শর্ত হলো রাবী ও মরবী আনহুর মাঝে জীবনে একবার দেখা হলেই কেবল معنعن হাদীস গ্রহণ করা হবে। অথচ সে তিনি উন্নতমানের হাদীস পেয়ে উক্ত শর্ত ভুলে এমন রাবীর

৬-৭টি হাদীস খোদ বুখারীতে বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে তা'লীক হাদীস বর্ণনায় ঘোর বিরোধী ইমাম মুসলিম নিজের এ শর্ত বেমালুম ভুলে মুক্বাদ্দামার শুর"তে হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটির সনদ তা'লীক করে বসেন, একেই বলে হাদীস প্রেম- হাদীসের স্বাদ আস্বাধনে নিমগ্নতা।

সুতরাং উপরোক্ত বর্ণিত হাদীস সমূহের সনদান, মতনান সমালোচনা বিচার-বিশে-ষণ থাকাই গৌরবের বিষয়ে। আলোচনার সমালোচনার পরেও বিখ্যাত হাদীস বেত্তা, সমালোচকগণ ঐ হাদীস গুলো বর্ণনা করেছেন সুনিপুনভাবে।

আসলে হাদীস বর্ণনার লোভ সামলানো মশকিল এতো গেলে ড. আস-সাদিক মুহাম্মদ এর মত যারা হাদীসে জাবির (রা.) ইমাম আবদুর রায্যাক (রহ.)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-মুসান্নাফ' বার বার পাঠ করে পাননি তাদের কথা। প্রকৃত সত্য হচ্ছে ঐ কিতাবটি বৈর"তের একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেছে। এতে উক্ত কিতাবের বেশ কিছু পর্ব/বাব অসাবধানতা বশতঃ বাদ পড়তেই পারে, সে বাদ পড়া হাদীস গুলোর পান্ডুলিপি একত্র করেছেন ডুবাই 'দাইরাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামীয়্যাহ' এর জেনারেল সেক্রেটারী এবং ডুবাই আল-ইমাম মালিক কলেজের আশ-শরী'য়া ওয়াল-ক্বানুন বিভাগের ডীন ড. 'ইসা ইবন 'আবদুল ইবন মুহাম্মদ ইবন মানি' আল-হিমাইরী সাহেব। তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

সমস্ড় প্রশংসা আল-াহ তা'আলার জন্য এবং দর"দ ও সালাম পরিপূর্ণ উপমা, পূর্ণ আলো, প্রারম্ভের ও সমাপ্তির প্রতি, আমাদের সরদার মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি যাঁর মাধ্যমে স্থান ও কালের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করেছেন, আল-াহ তা'আলা তাঁকে মানব-দানবের সরদার বানিয়েছেন। অতঃপর হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের বিশুদ্ধতা নিয়ে অত্যধিক মতবিরোধ, বাগ-বিতন্ডা পরিলক্ষিত হয়। অথচ অনেক ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিস উক্ত হাদীসটি স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। তারা সকলে হাদীসটি হযরত ইমাম 'আবদুর রায্যাক ইবন হুম্মাম (রা.)-এর প্রতি সনদ বিষয়ে সম্পৃক্ত করেছেন। তাই হাদীসটির পান্ডুলিপির প্রত্যাশায় আমাদের সমকালীন মাওলানা, হাদীসুল 'আসর আহমদ ইবন আস-সাদিক আল-গুমারী এবং 'আল-ামা আশ-শায়খ 'উমর হামদান মুহাদ্দিসে হিজাজ (রহ.)ও ইয়ামন সফর করেছেন। যাতে তার মূল

পান্ডুলিপি থেকে হাদীসটি শ্রবণ করা যায়। ঠিক মাওলার মনশা ছিল অন্যরকম। হাদীস গবেষকগণ ইয়ামানের সে দূর্লভ পান্ডুলিপিটি পাওয়ার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করলেন, এমনকি ইস্ড়াম্বুলের বিভিন্ন গ্রন্থগারেও তালাশ করেন। যা পেল তা অপূর্ণাঙ্গ। এটি ত্রুটি মুক্ত নয়। তবে বর্তমানে আল-ামা, মুহাক্কিক, শায়খ হাবীবুর রহমান আল-আ'যমী (রহ.)-এর বিশে-ষণ সম্বলিত যে মুদ্রণটি রয়েছে সেখানে উক্ত পান্ডুলিপি গুলোর বর্ণনা বিদ্যমান আছে।

দিন এভাবে চলল, আমি এ বিষয়ে আল-াহর প্রিয় হাবীবের সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নেক নযর ও দয়ার প্রত্যাশী হলাম। আল-াহর সৎকর্মপরায়ন বান্দাদের রূহানী তাওয়াজ্জু ও তাঁদের মঙ্গল কামনা করলাম এবং সে মুহুর্তটির অপেক্ষায় রইলাম কখন সে অতীব দূর্লভ পান্ডুলিপিটি হস্ড়গত হবে। এমনি অবস্থায় আমি নূর নবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নূরানী রাওদ্বায় ছিলাম আল-াহ তা'আলা আমাকে সে পান্ডুলিপি সম্পর্কে অবগত করালেন যে, মুসান্নাফে 'আবদুর রায্যাকের প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডের পান্ডুলিপি ভারতবর্ষের অধিবাসী সৎকর্মশীল আল-াহর বান্দা ড. আস-সৈয়দ মুহাম্মদ আমীন বারকাতী ক্বাদেরী (আল-াহ তাঁকে রহম করুন) সাহেবের নিকট রয়েছে।

আল-াহ তা'আলার অশেষ দয়ায় সে পান্ডুলিপিতে হযরত জাবির (রা.)-এর বহুল আলোচিত হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ সনদসহ বিদ্যমান আছে। বাজারে মুদ্রিত আল-মুসান্নাফ হাদীসটি গ্রন্থ ও পান্ডুলিপি সব মিলিয়ে দেখা হলো তখন আরো সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুদ্রিত গ্রন্থটিতে দশটি পর্ব বাদ পড়ে গেছে।

ড. আস-সাদিক মুহাম্মদ-এর সমালোচনা উত্তর-

মুহাম্মদ 'উসমান 'আবদুহু আল-বুরহানী, (যিনি সুদানের বুরহানীর ত্বরীকার ইমাম/শায়খ) تبرئة الذمة فى نصح الامة / তাবরীয়াতুয যিম্মা ফী নুসাহিল উম্মাহ্ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সে সূত্রে ড. আস-সাদিক ইবন মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم بين الغلو و الجفاء / খাসায়িসুল মুস্ড়ফা বাইনাল গুলভ্যি ওয়াল জাফা (যার বংলা অর্থ দাড়ায় : আতিশয্য ও রূঢ়তার মাঝে মুসত্বাফা সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বৈশিষ্ট্যাবলী) গ্রন্থে আতিশয্য তথা বাড়াবাড়ি অধ্যায় হাদীসটি সংকলন করেছেন।

তার মতে ; তিনি যেহেতু হাদীসটি 'আবদুর রায্যাক্ব ইবন হুম্মাম আস-সান'আনী (রহ.)-এর রচিত কোন গ্রন্থে খুঁজে পাননি সেহেতু এটা সূফীদের বানানো হতে পারে। হাদীসটি প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী (রহ.) সেটাকে, আল-া মা ইমাম ফক্বীহ বহু গ্রন্থ প্রণেতা আল-হাফিয শিহাবুদ্দীন আবূল 'আব্বাস, আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর, ইবন 'আবদুল মালিক ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হুসাইন ইবন 'আলী আল-কাসতুলানী, আল-মাসরী আশ-শাফি'য়ী (রহ.)-এর প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নীয়া বিল মিনাহিল মুহাম্মদীয়্যা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, সেহেতু তা গ্রহণযোগ্য। কারণ 'আল-া মা আল-ক্বাসতুলানী (রহ.)-র মত মহান মনীষী জাল হাদীস বর্ণনা করবেন এ ধরণের কোন সাক্ষী প্রমাণ নেই। অর্থাৎ তাঁর জীবনী ও তাঁর গ্রন্থটির চুলছেরা বিশে- ষণ করলে তা অনায়াশে বুঝা যাবে। পৃথিবীর কোন হাদীস সমালোচক তাঁকে জাল হাদীস বর্ণনাকারী কিংবা রচয়িতাকারীর তালিকায় উলে- খ করেননি। বরং সকলেই তাঁর এহেন মর্যাদাশীল গ্রন্থটির ভুয়ূসী প্রশংসা করেছেন। যেমন হাজী খলীফা (রহ.) বলেন, هو كتاب جليل القدر ، كثير النفع ليس له نظير فى بابه (এটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, অধিক উপকারী, এর কোন উপমা নেই।) তাঁর সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন : হাফিয সাখাভীর আদ্ব-দ্বু'উল লামি', ২য় খ. পৃ. ১০৩-১০৪, ইবনুল 'ইমাদ : শাযরাতুয যাহাব, ৮ম খ. পৃ. ১২১-১২৩, আল-গায্যী : আল-কাওয়াকিবুস সায়িরা, ১ম খ. পৃ. ১২৬-১২৭, আল-'ঈদরূসী : আন-নুর স সাফি, ১১৩-১১৫, আশ-শাওকানী : আল-বদর ত্ব ত্বালি'উ, ১ম খ. ১০২-১০৩, আল-কাত্তানী : ফিহ্রিসুল ফাহারিস, ২য় খ. পৃ. ৩১৮-৩২০, হাজী খলীফা : কাশফুয যুনূন, পৃ. ৬৯, ১৬৬, ৩৬৬, ৫৫২, ৫৫৮, ৬৪৭, ৮৬৭, ৯১৯, ৯৬০, ২০৯০, ১২৩২, ১২৩৫, ১২৩৬, ১৫১৯, ১৫৩৪, ১৫৫১, ১৫৫২, ১৫৬৮, ১৬৬২, ১৬৬৩, ১৬৮৮, ১৭৯৯, ১৮৪৭, ১৮৯৬, ১৯৩৮, ১৯৬৫, আল-ইশ : ফিহ্রিস মাখ্তূত্বাতয-যাহিরীয়্যা ৬ষ্ঠ খ. পৃ. ৫৮, আল-বাগদাদী : ইদ্বাহুল মাকনূন, ২য় খ. পৃ. ৪৮৪-৬৮৪ ফূ'য়াদ সিস্গীন : মু'জামুল মাত্ববূ'আতিল আরবীয়্যা ওয়াল মাসরীয়্যা পৃ. ১৫১১। কাহ্হালা : মু'জামুল মুআলি- ফীন ২য় খ. পৃ. ৮৫ প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ।

হাদীসে জাবির (রা.)-এর সমালোচনা উত্তর- ২

নূরের হাদীসটি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাদীস সমালোচক ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) দালাইলুন নবুয়াত গ্রন্থে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও 'আশিকে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ইমাম কাস্তুলানী (রহ.) মাওয়াহিবুল লাদুন্নীয়্যা গ্রন্থে, ইমাম ইবন হাজর মক্কী, আফদ্বালুল কুরা গ্রন্থে, 'আল-ামা ফারসী (রহ.) মাত্বালি'উল মুসাররাত গ্রন্থে, 'আল-ামা যারক্বানী (রহ.) শরহু মাওয়াহিব গ্রন্থে, 'আল-ামা সিয়ারে বিকরী (রহ.) খামীস গ্রন্থে, শায়খ 'আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) মাদারেজুন্ নবুয়াত গ্রন্থসহ অসংখ্য মুহাদ্দিস, মুফাসিসর, ইসলামী চিন্ড়াবিদ, হাদীস খানা সনদান মতনান গ্রহণ করেছেন। ফলে হাদীসটি تلقى الامة بالقبول তথা সর্বজন 'গৃহীত হাদীস'-এর মর্যাদায় উপনীত হয়ে 'হাসান' স্ড়রে উন্নীত হয়েছে। আর এ স্ড়রে উন্নীত হাদীসের সনদ বর্ণনার প্রয়োজন পড়ে না। এমতাবস্থায় সনদ 'দ্ব'য়ীফ' হলেও বিশ্বাস এবং 'আমল করতে কোন সমস্যা নেই।[৩১]

'মনির ল 'আইন ফী হুক্মি তাক্বীলিল ইবহামইন' গ্রন্থে ইমাম আহমদ রদ্বা (রহ.) এ বিষয়ে যথাযোগ্য আলোচনা করেছেন।

'আল-ামা মুহাক্বিক 'আরিফ বিল-াহ সৈয়দ 'আবদুল গণী নাবলুসী (রহ.) ত্বরীকাতুল মুহাম্মদীয়া গ্রন্থের 'শরাহ' হাদীক্বায়ে নাদীয়্যা কিতাবেও 'নূর' সম্পর্কীয় হাদীস সমূহকে বিশুদ্ধ বলে অভিমত দিয়েছেন।[৩২]

রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর শানে সৃষ্টির প্রথম থেকেই সর্বক্ষেত্রে 'নূর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তদুপরি শব্দটি 'মুত্বলাক্ব' (শর্তহীনভবে সাধারনার্থক) তাই 'নূর' শব্দটি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হলেই অধিক গ্রহণযোগ্য হবে।[৩৩]

---

[৩১]. আ'লা হযরত : নূর ল মোস্ড়াফা সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

[৩২]. যেমন তিনি বলেন,

قد خلق كل شئ من نوره صلى الله عليه و سلم كما
ورد به الحديث الصحيح -

দ্র. হাদীক্বায়ে নদীয়্যাহ ২য় অধ্যায়, ৬০তম পর্ব।

[৩৩]. মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম : বিশ্বনবীর নূর' পৃ. ৩৪।

এখানে স্বর্তব্য যে, রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে প্রকৃত অর্থে 'নূর' বললে তাঁর 'বাশারিয়াত' বা মানব হওয়ার দিকটিকে অস্বীকার করা হয় না। কারণ 'বাশারিয়াত' এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা আল-কুরআনে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। সঠিক আক্বীদা বিশ্বাস হচ্ছে তিনি 'নূরও, অতুলনীয় বশরও। কোন বিশেষ সৃষ্টির মধ্যে নূরানিয়্যাত ও বাশারিয়াত-এর সমাবেশ ঘটানো মহান আল-াহর জন্য মোটেই অসম্ভব নয়। বাস্ড়বেই তাই ঘটেছে। কারণ ঐ সৃষ্টির সত্তার মধ্যে নূরানিয়াত ও বাশারিয়াত একত্রিত হতে কোন বাধা নেই। জিব্রাইল (আ.) নূরের তৈরী এ বিষয়ে সকলেই একমত। তিনি যে একজন সুঠামদেহী মানব বেশে মরিয়ম (আ.)-এর নিকট এসছিলেন তা আল-াহর কুদরতেই প্ররিস্পুটিত [৩৪]

এ ছাড়াও তিনি রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে কখনো ধবধবে সাদা কাপড় পরিধান করে পরিপূর্ণ যুবকের সুরূতে আগমন করতেন। তাতে কিন্তু তাঁর নূরানিয়াত বিলুপ্ত হয়নি। সুতরাং নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম নূরী বশর হওয়ার মধ্যে কোন ধরণের প্রতিবন্ধকতা নেই। সুতরাং বুঝা গেল তিনি বাহ্যিক আকারে মানুষ হাক্বীক্বতের মধ্যে নূর।[৩৫]

মূলত তিনি মানব জাতি হয়েও কোন মানুষের মতই নন। যেমন 'ইয়াকূত' পাথর জাতীয় হয়েও পাথরের মত নয়। নূরের মালাইকা যে সীমায় গেলে জ্বলে পুড়ে যায়-সেখানে ওহে প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম আপনি নিরাপদে বিচরণ করেছেন। প্রমাণিত হলো তিনি মাটির দেহ ছিলেন না, তিনি ছিলেন নূরানী মহামানব।[৩৬] আপন চাচা 'আব্বাস ইবন 'আবদুল মুত্তালিব (রা.) কতইনা সুন্দর গেয়েছেন।[৩৭]

(১) وانت لما ولدت اشرقت الارض + وضاءت بنورك الافق

(২) فنحن فى ذلك الضياء و فى النور + و سبل الرشاد نخترق -

---

[৩৪]. সূরা মরইয়াম আয়াত নং - ১৭।

[৩৫]. মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম : বিশ্বনবীর নূর' পৃ. ৪০।

[৩৬]. শরফুদ্দীন বুয়ূসরী : কাসীদাতুল বুরদা।

[৩৭]. অধ্যক্ষ হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল জলীল : (প্রাগুক্ত) পৃ. ৩৪।

'ওহে প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আপনি যখন ভূমিষ্ট হন, তখন পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এবং আপনার নূরের আলোতে চতুর্দিক আলোময় হয়ে গিয়েছিল।'

ছায়া বিহীন কায়া মুবারক :

তিনি যেহেতু নূরী মহামানব সেহেতু তার কোন ছায়াও ছিল না। এ বিষয়ে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি রয়েছে। যেমন-

اخرج الحكيم الترمذي عن ذكوان ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يرى له ظل في شمس ولاقمر قال ابن سبع من خصائصه ان ظله كان لايقع على الارض و انه كان نورا فكان اذا مشى في الشمس او القمر لاينظر له ظل ـ قال بعضهم و يشهد له حديث قوله صلى الله عليه و سلم في دعائه و اجعلني نورا ـ

হাকেম তিরমিযি হযরত যাকওয়ান (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,[৩৮]

নিশ্চয় নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ছায়া সূর্য ও চন্দ্রের আলোতে দেখা যেত না।

ইবন সিবা' (রা.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জমিতে তাঁর ছায়া পতিত না হওয়া, নিশ্চয় তিনি নূর। অতঃপর তিনি যখন সূর্য ও চন্দ্রের আলোতে চলতেন তখন তাঁর ছায়া দেখা যেত না।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ছিলেন নূর ও সিরাজাম্ মুনীরা। নূর নিজে আলোকিত এবং অপরকে আলোকিত করে। সিরাজাম মুনীরাও হলো ঐশী সূর্য যা নিজে আলোকিত এবং অপরকে আলোকিত করে। কাজেই তাঁর কোন অবস্থাতে তাঁর ছায়া ছিল না এবং ছায়া পড়ত না।

---

৩৮. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : আল-খাসায়িসুল কুবরা, খ. ১ম; পৃ. ৬৮; আ'লা হযরত : নুর˗˗ল মোস্ড়ফা সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৬

আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে ছায়া হলো আলোকের গতি বাধা প্রাপ্ত হলে অস্বচ্ছ পদার্থের পিছনে অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। পদার্থ স্বচ্ছ হলে সেখানে আলোক বাধা প্রাপ্ত হয় না।[৩৯]

রোদের সময় হউক বা রাতের বেলায় আলোর সামনেই হোক মানুষের ছায়া পড়ে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ছায়া পড়ত না। তিনি ছিলেন জ্যোতির্ময়।

নিম্নের বর্ণনায় তা স্পষ্ট হয়ে যায় ঃ

قال وهب بن منبه قرأت فى احد وّ سبعين كتابا فوجدت فى جميعها ان النبى صلى الله عليه وسلم ارجع الناس عقلا و افضلهم رايا وكان يرى فى الظلمات كما يراى فى الضوء كما روت عائشة وكان يراى من بعيد كما يراى من قريب يرى من خلفه كما يراى من امامه و كان راى جنازة النجاشى انه راى بيت المقدس من مكة حين وصفه لقريش و الكعبة قريب انه حين بده فى المدينة وكان يراء فى الثريا احد عشر كواكبا ـ

হযরত ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ (রা.) বলেছেন, আমি একাত্তর খানা কিতাব পড়েছি। সব কিতাবেই পেয়েছি যে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ছিলেন বুদ্ধিতে সকলের চেয়ে প্রখর এবং রায় প্রদানে ছিলেন সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তিনি আলোকে যেরূপ দেখতেন অন্ধকারেও সেরূপ দেখতেন এটা হযরত 'আয়িশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি দূর হতে যেরূপ দেখতেন, কাছ থেকেও সেরূপ দেখতেন। তিনি পশ্চাৎ দিকটাতে যেরূপ দেখতেন সেরূপ সম্মুখের দিক হতে দেখতেন। তিনি মদিনায় থেকে আবিসিনিয়ায় নাজ্জাশীর জানাযা দেখতে পেয়েছিলেন তিনি মক্কায় থেকে সবে মে'রাজের প্রভাতে কুরাইশদের নিকট বায়তুল মুক্বাদ্দাস দেখে এর বর্ণনা দিয়েছিলেন। তিনি যখন মদীনায় নিজ মসজিদ নির্মাণ করছিলেন তখন তিনি খানা-ই-কা'বা দেখেছিলেন। সুরাইয়া নক্ষত্র পুঞ্জে এগারটি নক্ষত্র দেখতে পেতেন।

---

৩৯. মাওলানা মুহাম্মদ নুর-ল হক : নূরে মুজাস্সাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইফাবা প্রকাশনা : ২৫৬১) পৃ. ২০০-২০১।

সাহাবায়ে কেরাম যখনই উপমা দিতেন তখন তা চন্দ্র ও সূর্যেও সঙ্গে উপমা দিতেন। কেননা পরিদৃশ্য মানব জগতে এই দু'টির চেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় পদার্থ আর কিছুই নেই। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,

ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشمس تجرى فى وجهه و اذا ضحك يتلالاء نوره فى الجدور ـ

আমি রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম অপেক্ষা আর সুন্দর কাউকে দেখিনি। তাঁর মুখমন্ডলে যেন সূর্য জ্বলত আর যখন তিনি হাসতেন, তার দীপ্তি প্রাচীরে ঠিকরে পড়ত।

হযরত জাবের ইবন সামুরা (রা.) কে কেউ বললেন,

كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف ـ

রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মুখমন্ডল তলোয়ারের ন্যায় উজ্জ্বল ও চকচকে ছিল।

তিনি বললেন, لابل كالشمس و القمر না, বরং সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় ছিল।

হযরত 'আবদুল-াহ ইবন মুবারক এবং ইবন জাওযী হযরত ইবন 'আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন,

لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظل لم يقم فى الشمس الا غلب منوأه ضوئها ولا مع السراج الا غلب ضوئه

রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর কোন ছায়া ছিল না। তিনি রোদে দাঁড়ালে তাঁর কিরণ রোদের কিরণ অপেক্ষাও প্রখর থাকত এবং তিনি প্রদীপের আলোকে দাঁড়ালে প্রদীপের আলোক অপেক্ষা তাঁর আলোক প্রখর থাকত।

ইমাম নাসাফী কমান গণী (রা.) মাদারেক তাফসীর হতে বর্ণনা করেছেন,

قال عثمان رضى الله تعالى عنه ان الله ما اوقع ظلك فى الارض لئلا بضع انسان قدمه على ذالك الظل ـ

হযরত 'উসমান (রা.) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় আল-াহ তা'আলা আপনার ছায়াকে জমিনে পতিত হতে দেননি যাতে কোন মানুষ ঐ ছায়ার উপর পা রাখতে না পারে।

وقال الامام و يشهد له حديث قوله صلى الله عليه وسلم

و دعائه فاجعلنى نورًا

হাদীসের ইমামগণের কেউ কেউ বলেছেন, এর সাক্ষ্য গ্রহণ করছে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-ামের এই উক্তি ও দোয়া সুতরাং (হে আল-াহ) আমাকে কর নূর।

রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর একটি নাম হলো নূর, ইমাম রাগেব বলেন,

ومن اسمائه صلى الله عليه وسلم النور قيل من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه اذا مشى فى الشمس لاينظر له ظل -

রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নামপুঞ্জের মধ্যে একটি নাম হলো নূর। বলা হয়েছে যে, তাঁর বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন তিনি রোদে যেতেন তাঁর কোন ছায়া দৃষ্টিগোচর হতো না।

সীরাতে হালাভীর লেখক বলেন,

اذا مشى فى الشمس او القمر لايكون له ظلا له كان نورًا (جلد / ২ صفحه /৪২২)

যখন তিনি রোদে বা চাঁদের আলোতে চলতেন, তাঁর কোন ছায়া হতো না। কেননা তিনি ছিলেন নূর।

হযরত জাবের ইবন সমুরা (রা.) বলেন,

رايت النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة اضحيان فجعلت انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى القمر وعليه حلة حمراء فاذا هو احسن عندى من القمر (رواه الترمذى و الدارمى) -

এক চাঁদনী রাতে আমি রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম ও চাঁদের প্রতি বার বার চেয়ে দেখছিলাম। তাঁর পরিধানে লাল বর্ণের হুল-া ছিল। তাঁকে আমার নিকট চাঁদ হতেও সুন্দর মনে হচ্ছিল।

হযরত কা‘ব ইবন মালিক (রা.) বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سرًا استنار وجهه كانه وجهه قطعة قمر و كنا نعرف ذالك (رواه البخارى و مسلم)

রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম যখন খুশি হতেন, তখন তাঁর চেহারা মুবারক জ্বলমল করত, এমনকি মনে হতো তা এক টুকরা চাঁদ। আমরা সকলেই তা চিনতাম। তাঁর মুখমন্ডলে গাছ-পালার ছায়া প্রতিবিম্বিত হতো।

শেখ 'আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী বলেন,

ونمی افتاد حضرت سایه برزمین

রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ছায়া জমিনের উপর পড়ত না।

সুতরাং বুঝা গেল রাসূলে করীম রউফুর রহীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম নূরের তৈরী মহা মানব। এ ক্ষেত্রে তাঁর মহান নূর নিয়ে ব্যাপক আলোচনার পর যা জানা একান্ড় প্রয়োজন তা হলো যে নূরে 'আযীম এর আদী উৎস কি ছিল ?

এ পর্যায়ে 'আল-ামা কাস্তলানী (রহ.) এর মন্ড়ব্য প্রণিধান যোগ্য-[৪০]

انه لما تعلقت الارادة الحق بایجاد خلقه ، و تقدیر رزقه ، ابرز الحقیقة المحمدیة من الانوار الصمدیة فی الحضرة الاحدیة ، ثم سلخ منها العوالم کلها ، علوها و سفلها ، علی صورة حکمه ، کما سبق فی سابق ارادته وعلمه ، ثم اعلمه بنبوته ، و بشره برسالته ، هذا و ادم لم یکن الا ، کما قال ، بین الروح والجسد ، ثم انبجست منه ، صلی الله علیه وسلم و عیون الارواح ، فظهر بالملاء الاعلی ، وهو بالمنظر الاجلی ، فکان لهم المورد الاحلی ، فهو صلی الله علیه وسلم الجنس العالی علی جمیع الاجناس ، و الاب الاکبر لجمیع الموجودات و الناس ـ

অর্থ এ বর্ণনাটি এরূপ, যখন হক সুবহানাহু তা'আলার ইরাদা সৃষ্টি রূপায়ণ ও এদের জীবিকা নির্ধারণ ইচ্ছা সংশি-ষ্ট হল। তখন তিনি বার-ই-গাহে আহাদীয়তের আনওয়ার-ই-সামাদীয়া হতে প্রকাশ করলেন হাক্বীকৃত -ই-মুহাম্মদীয়া। অনন্ড়র তিনি রূপ দিলেন সব কিছুর যা পরিব্যক্ত ও পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে উর্ধ্বলোক ও অধোলোকে তাঁরই হুকুম বাস্ড় বায়ন মুতাবিক যা নির্ধারিত ছিল তাঁর নবুওয়াতের কথা এবং সুসংবাদ দান করলেন তাঁকে। তাঁর এই রিসালাতের কথা আদম তখনও ছিলেন রূহ্ ও দেহের অন্ড়র্বর্তী অবস্থায়, এটা তাঁরই রসনারই কথা। অনন্ড়র তা হতে প্রবাহিত হল রূহ সকলের ঝর্ণাধারাসমূহ। অতঃপর তিনি সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম প্রকাশিত হলেন মালা-উল-আ'লা সমীপে। তখন তিনি দৃষ্টিতে উজ্জ্বল-প্রোজ্জ্বল। কাজেই সৃষ্টিতে যত জাতি আছে সব জাতির

[৪০]. কাস্তলানী : মাওয়াহিবুল লাদুন্নীয়্যা, খ. ১ম পৃ. ৩৯।

চাইতে তিনি হলেন বুলন্দ। আর তিনি হলেন মহান পিতা মানুষের ও যত মওজুদাত আছে সমুদয়ের। [আনওয়ার-ই-সামাদীয়ার ব্যাখ্যা নূরের ব্যাখ্যার অনুরূপ।]

অপরাপর যত হাক্বীক্বত[৪১] আছে, সব হাক্বীক্বতের মূল হল হাক্বীক্বত-ই-মুহাম্মদী। হাক্বীক্বত-ই-মুহাম্মদীয়ার প্রকাশ হতে অপরাপর হাক্বীক্বত সমূহের প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ড় যা মওজুদ ছিল তা ছিল ঐ নূর-ই-মুহাম্মদী। তখনও ঐ নূরের মধ্যে প্রকাশিত হয়নি কোন নাম বা কোন গুণ। যদিও ঐ নূর ঐ সময়ে ছিল আল-াহ তা'আলার জামাল-জালালের ছায়া। তাঁর কিবরীয়ায়ী ও আয্মতের ছায়া। তারই ইঙ্গিত বহন করেছে এই হাদীস, اول ما خلق الله نورى 'আল-াহ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করলেন আমার নূর।' অতঃপর ঐ নূর হল সকল নূরের মূল এবং সকল রূহের পিতা।

ইমাম যারক্বানী (রহ.) বলেছেন,[৪২]

وبهذا الاعتبار سمى المصطفى بنور الانوار وبابى الانوار و بابى الارواح -

এই হিসেবে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে বলা হয় নূর ল আনওয়ার-আলোকরশ্মির আলোক এবং আবূল আরওয়াহ্- রূহ সকলের পিতা। হাক্বীক্বত-ই-মুহাম্মদীয়া সম্বন্ধে মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (রহ.) বলেছেন,[৪৩]

---

৪১. হাক্বীক্বত অর্থ মূল রূপ, মূল পদার্থ, মৌল পদার্থ, সত্য। ১. সত্য, ২. সত্যের বিপরীত রূপক। কোন বস্তুও হাক্বীক্বত-এর শেষ সীমা ও এর মূলরূপ। কাজেই হাক্বীক্বত-ই-মুহাম্মদীয়া হল রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মূল বা আদি রূপ। তাঁর আদি হাক্বীক্বত হল নূর এবং ঐ হাক্বীক্বতের প্রকাশ হল তাঁরই নূরের প্রকাশ। এ হাক্বীক্বত-ই-মুহাম্মদীয়াকেই বলা হয় হাক্বীক্বাতুল হাক্বাইক্ব। আল-ামা কাশী (রহ.) লাতায়েফ কিতাবে লিখেছেন, হাক্বীক্বত-ই-মুহাম্মদীয়া বলে তাঁর ঐ হাক্বীক্বতের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন যাকে বলা হয় হাক্বীক্বাতুল-হাক্বাইক্ব। তাতে শামিল রয়েছে অপর সকল হাক্বীক্বত এবং তা পরিব্যাপ্ত সামগ্রিক ভাবে অপর সকল হাক্বীক্বতে।

দ্র. 'আল-ামা যারক্বানী : শরহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নীয়্যা, খ. ১ পৃ. ৫৪; মাওলানা মুহাম্মদ নূর ল হক : নূরে মুজাস্সাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশকাল ২০১১) পৃ. ৩৮৫

৪২. ইমাম যারক্বানী : শরহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নীয়্যা, খ. ১ পৃ. ৫৪।

ومن جوهر الامام الربانى الشيخ احمد الفاروقى ايضا اعلم ان الحقيقة المحمدية ظهور اول وحقيقة الحقائق بمعنى ان سائر الحقائق سواء كانت حقائق الانبياء الكرام و حقائق الملائكة العظام عليهم الصلوة و السلام كالظل لها و انها اصل و جميع الحقائق قال عليه و على اله الصلوة والسلام اول ما خلق الله نورى و قال عليه الصلوة والسلام خلقت من نور الله و المؤمنون من نورى فبالضرورة تكون تلك الحقيقة بين سائر الحقائق و بين الحق جل وعلا و يكون وصول احد الى المطلوب بلا واسطة عليه واله الصلوة و السلام محالا فهو نبى الانبياء و المرسلين و ارساله رحمة للعالمين و من هنا يتعين الانبياء واولوا العزم مع وجود الاصالة فيهم تبعيته و الدخول فى عداد امته كما ورد عنه عليه و على اله الصلوة والسلام -

ইমাম-ই-রাব্বানী শেখ আহমাদ ফারূকী (রহ.) আরও বলেছেন, তোমরা জ্ঞাত হও, হাক্বীক্বত-ই-মুহাম্মদী হল প্রথম প্রকাশ এবং সকল হাক্বীক্বতের হাক্বীক্বত। আম্বিয়া (আ.) ও ফেরেশ্তা-ই-ইযামের যাবতীয় হাক্বীক্বত তাঁরই হাক্বীক্বততের ছায়া সদৃশ এবং তাঁর হাক্বীক্বত হল সকল হাক্বীক্বততের মূল। রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম -এর উক্তি এই- "আল-াহ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করলেন আমার নূর।" তাঁর অপর উক্তি এই- "আমি আল-াহর নূর হতে এবং ঈমানদারগণ আমার নূর হতে সৃষ্টি।" কাজেই আল-াহ তা'আলার মধ্যেও যাবতীয় হাক্বীক্বতের মধ্যে ঐ হাক্বীক্বত অবশ্যই বিদ্যমান এবং তাঁর মাধ্যম ছাড়া কেউই মনযিল-ই-মাকছুদে পৌঁছতে সক্ষম হবে না। কাজেই তিনি হলেন আম্বিয়া ও মুরসালীনের নবী এবং বিশ্ব জগতের প্রতি তাঁর প্রেরণ হল রহমত। এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যদিও তাঁদের মাধ্যমে মনজিলে মকছুদে পৌঁছাটা পাওয়া যায় ও তাঁরা তাঁর তাবেদার ও তাঁর উম্মাতের মধ্যে দাখিল। তাঁর হাদীসেই এর বর্ণনা রয়েছে।

মুহাম্মদুর রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মহান নূরকে সম্মানার্থে আল-াহর নূর বলা হয়। সে নূরকে কেউ কেউ সিফাতী নূর বললেও অধিকাংশ মুহাক্বিক আলিম জাতি নূর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন-

[৪৩]. দ্র. মাওলানা নুরুল হক : নূরে মুজাস্সাম, পৃ. ৩৮৭।

আল-ামা ইউসুফ নাবহানী বলেন,[৪৪]

اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد النور الذاتى السر السارى فى سائر الاسماء و الصفات

ওহে আল-াহ ! আপনি খাস রহমত, সালাম ও বরকত বর্ষণ কর ণ আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর উপর যিনি হলেন জাতি নূর এবং ঐ রহস্য যা আল-াহ তা'আলার সমূদয় নাম ও গুণাবলীতে রয়েছে।

তিনি আরো বলেছেন,[৪৫]

اول الخلق نوره كان قدما منه عرش الرحمن ثم وثما و هو للانبياء قد جاء ختما فهو الكل خاتم مختوم فعليه الصلاة و التسليم -

রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ছিলেন সৃষ্টির প্রথম, তাঁর নূর ছিল ক্বাদীম। ঐ নূর হতেই সৃজিত হলো দয়াময়ের 'আরশ। তারপর (যা সৃষ্টি হবার তাই সৃষ্টি হলো) তারপর পর্যায় ক্রমে যা সৃষ্টি হবার তাই সৃষ্টি হলো। তিনি নবীগণের মোহর স্বরূপ আবির্ভূত হলেন। কাজেই তিনিই সব তিনি নবুওয়াতের মোহর এবং প্রাপ্ত নবী। তাঁর উপর বর্ষিত হউক আল-াহর রহমত ও সালাম।

ইমাম আহমদ সাবী (الصاوى) বলেছেন, এ দরূদ শরীফের নাম হলো সালাত-ই-নূরী। এর প্রবর্তক হলেন ইমাম আবূল হাসান শাখেলী (রহ.)।[৪৬]

শায়খ 'আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন,[৪৭]

انبیاء اللہ کے اسمائے ذاتیہ سے پیدا ہوئے اور اولیاء اسمائے صفاتیہ بقیہ کائنات

صفات فعلیہ سے اور سید رسل ذات حق سے اور حق کا ظہور بالذات ہے

আম্বিয়া কেরামের সৃষ্টি আল-াহর যাতী নূর হতে, আওলিয়ায়ে কেরাম সিফাতী নূর হতে, এবং ঈমানদারগণ ফে'লী নূর হতে। আর সাইয়্যিদুল আম্বিয়া

---

৪৪. 'আল-ামা ইউসুফ নাবহানী : আফদ্বালুস-সালাওয়াত পৃ. ১১২

৪৫. আল-ামা ইউসুফ নাবহানী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৩।

৪৬. দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল হক : প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

৪৭. মাদারেজুন নবুয়্যত, দ্র. আ'লা হযরত : নূর ল মোস্ড়ফা সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম, পৃ. ১১।

সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম আল-াহর যাত হতে পয়দা হয়েছেন। আর আল-াহর প্রকাশ সত্ত্বাগত।

ইমাম যারক্বানী (রহ.) বলেছেন,

ای من نور هو ذاته لابمعنی انها مادة خلق نوره منها بل بمعنی تعلق الارادة به بلاواسطة شیئ فی وجوده ۔

ঐ নূর হতেই প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম পয়দা হয়েছেন যা আল-াহর যাত। তদ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, আল-াহ তাঁর মূল, যা হতে তাঁর নূর পয়দা হয়েছে। বরং উদ্দেশ্য এটাই যে, আল-াহর ইচ্ছা তাঁর নূর হতে কোন রকম মাধ্যম ছাড়াই বাস্ড়বায়ন হয়েছে।

আ‘লা হযরত (রহ.) বিষয়টি আরো পরিস্কার করার উদ্দেশ্যে বলেন,[৪৮]

মনে কর“ন, সূর্য একটি বড় আয়নায় কিরণ ফেলল, আয়না এতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই আলো অন্যান্য আয়নায় পানির ফোয়ারা ইত্যাদির মধ্যে কেবল প্রকাশই ফেলে না, বরং সেগুলোর মাঝেও আপন অবস্থান অনুযায়ী অন্যকে আলোকিত করার শক্তি এসে গেল। যেখানে সরাসরি সূর্যের আলো পৌঁছেনি। যেমন ছাদওয়ালা ঘরের ভিতর সেখানে যাওয়ার মাধ্যমে আলো পৌঁছে গেল। এখন দেখুন, প্রথম আয়নাখানা কোন মাধ্যম ছাড়াই সূর্য্য রশ্মি দ্বারা আলোকিত, আর তা হতে অন্যান্য বস্তু আলোকিত। এভাবে আলো এক মাধ্যম হতে অন্য মাধ্যমে অন্যান্য জিনিসকে আলোকিত করছে। এখন প্রথম আয়নায় যে নূর পতিত হয়েছে, তা সরাসরি সূর্যেরই নূর। এতে সূর্য বা সূর্যের কোন অংশ আয়না হয়ে যায়নি। এভাবে অন্যান্য আয়না সমূহ এবং অন্যান্য বস্তুসমূহে যে আলো পতিত হয়েছে তাও নিঃসন্দেহে সূর্যের নূর। মাঝখানে আয়না এবং অন্যান্য বস্তু শুধু মাধ্যম এবং বাহক মাত্র। অথচ এগুলোর সত্ত্বাগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এগুলো নূর হওয়া তো দূরের কথা প্রকাশের ক্ষমতাও রাখে না। কবির ভাষায়-

یک چراغ ست دریں خانہ کہ از پرتواں
ہر کجا می نگری انجمنے ساختہ اند

[৪৮]. আ‘লা হযরত : নূরে মোস্ড়ফা (প্রাগুক্ত) পৃ. ১৩-১৮।

অর্থাৎ- এই বিশ্ব সভার আপনি প্রদীপ, আপনার আলো হতেই সবকিছু যেদিকে তাকাই, আপনার নিঃসৃত আলোর প্রভা।

কিন্তু এই উদাহরণ শুধু মাত্র বিষয়টি অনুধাবনের সহজের জন্য। যেমন- এরশাদ হয়েছে উলে-খিত আয়াতে- مثل نوره كمشكوة فيها مصباح

অর্থাৎ আল-াহর নূরের মেছাল ঐ চেরাগদানীর মত যেখানে চেরাগ আছে। নতুবা কোথায় চেরাগ আর কোথায় সে নূরে হাক্বিক্বী। و لله المثل الاعلى

অর্থাৎ : আল-াহ তা'আলার দৃষ্টান্তই মহান।

মোট কথা আমি এখানে দু'টি বিষয়ই পরিষ্কার করতে চাই। একটি হচ্ছে, সূর্য দ্বারা সকল বস্তু আলোকিত হয়েছে, কিন্তু এতে সূর্য্য আয়না হয়ে যায়নি, অথবা তা হতে কিছু অংশ পৃথক হয়েও আয়না তৈরী হয়নি।

দ্বিতীয়ত ঃ আয়না সত্ত্বাগত বৈশিষ্টের কারণে কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি সূর্যরশ্মি দ্বারা আলোকিত। আর অন্যান্য বস্তু কোন কিছুর মাধ্যমে আলোকিত। এটিই বুঝানো উদ্দেশ্য, নতুবা কোথায় উদাহরণ আর কোথায় রব্বে জালাল ! অন্যান্য দ্রব্যেও মধ্যে মাধ্যম নির্ধারণ করতঃ যে নূরের কথা উদাহরণে আনা হয়েছে, তার পেছনে সূর্য আড়ালে রয়েছে। অথচ আল-াহ হচ্ছে সকল জাহেরের উপর জাহের। সূর্য অন্যান্য দ্রব্যে স্বীয় রশ্মি পৌঁছাতে মাধ্যমের মুখাপেক্ষি অথচ আল-াহ তা'আলা মুখাপেক্ষিতা হতে পূত-পবিত্র। বস্তুতঃ উদাহরণে কোন কিছুতেই সামঞ্জস্য বিধান উদ্দেশ্য নয়। তা সম্ভবও নয়। আর মাধ্যম নির্ধারণেও আল-াহ পাকের অন্য কোন কিছু বরাবর নয়, যা সকলের নিকট সুস্পষ্ট।

ছ্যায়্যিদী আবূ ছালেক 'আবদুল-াহ আয়্যাশী, তিনি 'আল-ামা মুহাম্মদ যারক্বানী সমকালীনগণের উস্ত্বাদ, আবূল হাছান শিবরাতছী স্বীয় কিতাব আর রহল এর মধ্যে এবং ছ্যায়্যিদী আল-ামা উসমাভী শরহে ছালাত এর মধ্যে এবং হযরত ছ্যায়্যিদী আহমদ বদভী কবীর এর মধ্যে এরশাদ করেন-

انما يدركه على حقيقة من عرف معنى قوله تعالى الله نور السموات والارض وتحقيق ذالك على ماينبغى ليس مما يدرك ببضاعة العقول ولامما تسلط عليه الاوهام وانما يدرك بكشف الهى و اشراق حقه من اشعة ذالك النور فى قلب

العبد فيدرك نور الله بنوره واقرب تقرير يعطى القرب من فهم معنى الحديث انه لما كان النور المحمدى اول الانوار الحادثة التى تجلى بها النور القديم الازلى وهو اول التعينات للوجود المطلق الحقانى وهو مدد كل نور كائن او يكون و كما اشرق النور الاول فى حقيقة فتنورت بحيث صارت هو نورا اشرق نوره المحمدى على حقائق الموجودات شيئا فشيئا فهى تستمد من على قدر تنورها بحسب كثرة الوسائط و قتلها وعدمها و كلما اشرق نوره على نوع من انواع الحقائق ظهر النور فى مظهر الاقسام فقد كان النور الحادث اولا شيئا واحدا ثم اشرق فى حقيقة اخرى فاستنارت بنوره تنورا كاملابحسب ما تقتضيه حقيقتها فحصل فى الوجود الحادث نوران مفيض و مفاض و فى نفس الامر ليس هناك الا نور واحد اشرق فى قابل الاستنارة فتنور بتعددات المظاهر و الظاهر واحد ثم كذالك كلما اشرق فى محل ظهر بصورة الانقسام وقد يشرق نور المفاض عليه ايضا بحسب قوته على قوابل اخر فتنور بنوره فيحصل انقسام اخر بحسب المظاهر و كلها راجعة الى النور الاول الحادث اما بواسطة او بدونها قال وهذا غابة ما اتصل اليه العبارة فى هذا التقرير و مثل فى قصر باعه وعدم تضلعه من العلوم الالهية ان زاد فى التقرير خشى على و اقرب مثال يضرب لذالك نور المصباح تصبح منه مصابيح كثيرة وهو فى نفسه باق على ماهو عليه لم ينقص منه شيئ و اقرب من هذا المثال الى التحقيق و ابعد عن الافهام نور الشمس المشرق فى الاهلة و الكواكب على القول بان الكل مستنير بنوره و ليس لها نور من ذاتها فقد يقال بحسب النظر الاول ان نور الشمس منقسم فى هذا الاجرام العلوية و فى الحقيقة ليس هذا الا نورها وهو قائم بها لم ينقص منه شيئ ولم يزايلها منه شيئ ولكنه اشرق فى اجرام قابلة الاستنارة فاستنارت و اقرب من هذا الفهم مايحصل فى الاجرام السفلية من اشراق اشعة الشمس على الماء او قوارير الزجاج فيستنير مايقابلها من الجدران بحيث يلمح فيها نور كنور الشمس مشرق باشراقه و لم ينفصل شيئ من نور الشمس عن محله الى ذالك المحل و من كشف الله حجاب الغفلة عن قلبه و اشرقت الانوار المحمدية على قلبه يصدق اتباعه له ادرك الامر ادراكا اخر لايحتمل شكا و لاوهما نسأل الله تعالى ان ينور بنور العلم الالهى بصائرنا ويحجب عن ظلمات الجهل سرائرنا ويغفر لنا ما اجترانا عليه من

الخوض فيما لسنا له باهل و نسأله ان لايؤاخذنا بما تقتضيه العبارة من تقصير فى حق ذالك الجناب اهـ مختصرا -

অর্থাঃ 'ওটির অনুধাবন মূলত ঐ ব্যক্তিই করতে পারে। যিনি আল-াহর এরশাদ- الله نور السموات و الار এর ব্যাখ্যা জানেন। কেননা আমরা ধারণা এবং আকলের দ্বারা এর হাক্বীক্বত অনুধাবন করতে পারি না। এই নূরকে শুধু বান্দাহর দিলে আল-াহ প্রদত্ত রশ্মি দ্বারাই অনুধাবন করা যায়। অতএব নূরে এলাহীকে এই নূর দ্বারাই বুঝা যায়। হাদীসের অর্থ বুঝার জন্য সহজ পথ এই যে, নূরে মুহাম্মদী যখন কাদিম এবং আজলী (যার কোন শুর্ু নেই) নূরের প্রথম তাজাল-ী, তাহলে কায়েনাতের মধ্যে তিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ। আর অস্ড়িত্বে প্রকাশ সমস্ড় নূরের তিনিই মূল। যখন প্রথম এই নূর চমকালো, তখন এই নরে মুহাম্মদী প্রত্যেক কিছুর উপরই একের পর এক কিরণ ফেলল, এতে মাধ্যম অথবা মাধ্যম ব্যতিরেকে প্রত্যেক বস্তু স্বীয় শক্তি মোতাবেক চমকে উঠল। এতে সমগ্র হাক্বীক্বত এবং বিষয়াদিও এই নূরের চমকের প্রকাশ হয়ে গেল। এমনিতো অস্ড়িত্বে প্রকাশ প্রথম নূর একটাই ছিল। কিন্তু এর চমকে অন্যান্য সব কিছু স্বীয় হাক্বীক্বত মোতাবেক চমকাতে লাগল। এতে গোটা কায়েনাত নূরের মাঝে নূরে ভরে উঠল। অস্ড়িত্বশীল নূর দু'প্রকার। ফয়েজ প্রদানকারী আর ফয়েজ প্রাপক। অথচ হাক্বীক্বতে এই দু'নূরই অভিন্ন। হাক্বিক্বী নূরই যথাযথ দ্রব্যে চমক পয়দা করতঃ বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয় এবং প্রতিটি অংশে সেটির বৈশিষ্ট্য মোতাবেকই আলোকিত হয়। ঠিক এমনিভাবে ফয়েজ প্রাপ্ত নূরও স্বীয় শক্তি মোতাবেক অন্যান্য দ্রব্যে চমক পয়দা করতঃ তা আলোকিত করে দেয়। যদ্বারা অধিক প্রকাশের বিষয়াদি অর্জিত হয়। কিন্তু এই সব নূরই মাধ্যম অথবা মাধ্যম ব্যতিরেকে সর্বপ্রথম নূর হতেই ফয়েজ প্রাপ্ত।

উক্ত বিষয়ে এই ব্যাখ্যাই শেষ কথা। এটি খোদায়ী 'ইলমের মোতাবেকই। এখানে এর থেকে বেশী কথাবার্তা বিপদজনক হতে পারে। এই ব্যাখ্যার সুন্দর উদাহরণ ঐ চেরাগই, যা হতে অসংখ্য চেরাগ জ্বালানো হয়েছে। কিন্তু প্রথম চেরাগ তার আপন অবস্থায় বাকি রয়ে গেছে। তাঁর নূরের মাঝে কোন প্রকারের হ্রাস হয়নি। আরও পরিষ্কার উদাহরণ সূর্যের মধ্যে যদ্বারা আলোবিহীন সমস্ড় তারকায় আলোকিত হল। বাহ্যিকভাবে ধারণা করা হয় যে, সূর্যের নূর এই সমস্ড়

তারকায় ভাগ হয়ে গেছে। বাস্ড়বতঃ এই সমস্ড় তারকায় সূর্যেরই তো নূর। যে নূর সূর্য হতে পৃথকও হয়নি বা সূর্যের নূর কমেও যায়নি। তারকাগুলোতো শুধুমাত্র নিজের বৈশিষ্ট্য মোতাবেক সূর্যের রশ্মি দ্বারাই আলোকিত হয়েছে।

আরও অধিক অনুধাবনের জন্য পানি এবং আয়নার উপর পতিত সূর্যের রশ্মি দেখা যেতে পারে। যার দ্বারা পানি এবং আয়নার বিপরীতে দেয়ালের উপর পতিত হয়। যদ্বারা দেয়াল আলোকিত হয়। দেয়ালের উপর পতিত এই রশ্মি সূর্যেরই। যেটি পানি বা আয়নার মাধমে দেয়ালে পতিত হয়েছে। কেননা সরাসরি দেয়ালে সূর্য রশ্মি পড়েনি আর এই রশ্মি সূর্য হতে পৃথকও হয়নি। তা সত্ত্বেও এই নূর সূর্যেরই। যখন আল-াহ তা'আলা কারো কলবকে গাফলতের পর্দা হতে পবিত্র করেন এবং ক্বালব নূরে মুহাম্মদী দ্বারা ভরপুর হয়ে যায়। তখন এই বান্দাহর অনুধাবন শক্তি এত পরিপূর্ণ হয় যে, তার মধ্যে সন্দেহের আর কোন অবকাশই থাকে না।

মহান আল-াহর নিকট মুনাজাত এই যে, তিনি যেন আমাদেরকে দৃষ্টি শক্তি তাঁর 'ইলমের নূর দ্বারা আলোকিত করে দেন। আমাদেও বাতেনকে তিনি যেন জিহালতের অন্ধকার থেকে মাহফুজ রাখেন। আর যে বিষয়াদিতে আমরা চিস্ড়ার যোগ্যতা রাখি না- ঐ বিষয়াদিতে আমাদের বাড়াবাড়ি মাফ করে দেন। সাথে সাথে তিনি যেন তাঁর শানে আমাদের কথোপকথনের সংকীর্ণতার উপর ধরে না বসেন। আমীন।

উক্ত বিশে-ষণ থেকে উলে-খিত বিষয়াদি ছাড়াও আরও কিছু ফায়েদা অর্জিত হচ্ছে। প্রথমত ঃ এ-কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তামাম 'আলম নূরে মুহাম্মদী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম হতে কিভাবে পয়দা হয়েছে। তাছাড়া নূরনবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নূর কিভাবে বন্টন হয়েছে বা এটির কোন অংশ হতে কি সৃষ্টি হয়েছে।

এই ফায়েদাও হাছিল হয়েছে যে, হাদীসের মধ্যে যা এরশাদ হয়েছে, উক্ত নূরকে পুনরায় চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম তিন অংশ দ্বারা কলম, লাউহ এবং আরশ পয়দা হয়েছে।

চতুর্থ অংশকে পুনরায় চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এভাবে হাদীসের শেষ পর্যস্ড় এটি হচ্ছে নূরের শিখার বন্টন। যেমন হাজার আয়নার মধ্যে যদি সূর্যের

আলো চমকায়, তখন নূর হাজার আয়নার মধ্যে বিভক্ত প্রতীয়মান হবে। অথচ সূর্য বিভক্তও হয়নি অথবা সূর্যের কোন অংশও আয়নার মধ্যে আসেনি-।

শেখ মহিউদ্দীন 'আবদুল ক্বাদির জিলানী (রহ.) বলেন,[৪৯]

قال الله عز وجل خلقت روح محمد صلى الله عليه وسلم من نور وجهى كما قال النبى صلى الله عليه وسلم اول ما خلق نورى -

পরম গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত আল-াহ বলেছেন, আমি সৃষ্টি করেছি মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর রূহ, আমার নিজ যাতের নূর হতে (এ দলীল হলো) নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর উক্তি আল-াহ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করলেন আমার নূর।

'দালাইলুল খায়রাতে' একটি দরূদ আছে যাতে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সমস্ড়শান প্রকাশ পাচ্ছে। ঐ দরূদ শরীফ এই :

اللهم صل على سيدنا محمد بحر انوارك و معدن اسرارك و لسان حجتك وعروس مملكتك و امام حضرتك و طراز ملكك و خزائن رحمتك و طريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك انسان عين الوجود و السبب فى كل موجود عين اعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلوة تدوم بدوامك و تبقى ببقائك لامنتهى لها دون علمك صلوة ترضيك و ترضيه و ترضى بها عنا يا رب العالمين -

হে আল-াহ ! তুমি খাস্ রহমত নাযিল কর আমাদের সরদার মুহাম্মদ মুস্ড়াফা সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম -এর উপর, তিনি সমুদ্র হলেন তোমরা সমুদয় নূরের, আকর হলেন সমুদয় রহস্যের, রসনা হলেন তোমার হুজ্জতের, দুলহ্ হলেন তোমার রাজ্যের, ইমাম হলেন তোমার দরগাহের, শোভা হলেন তোমার রাজত্বের, সমুদয় খাযিনা হলেন তোমার রহমতের (যত রহমত বান্দার উপর বর্ষিত হচ্ছে। সবই তাঁর মারফতে বর্ষিত হচ্ছে) সত্য পথ হলেন তোমার শরী'আতের, যিনি স্বাদ গ্রহণকারী হলেন তোমার তাওহীদের সমগ্র সৃষ্টির নয়নমণি। প্রতিটি সৃষ্টির অস্ড়িত্বের আদি কারণ; (প্রতিটি সৃষ্টির অস্ড়িত্ব হলো

[৪৯]. 'আবদুল ক্বাদের জিলানী (রহ.) : বাহজাতুল আসরার, পৃ. ১২।

তোমার হাবীবের মহিমা বিঘোষক !) তোমার মনোনীত বান্দাদের (আম্বিয়া, সিদ্দীকান, শহীদান, সালেহান, মুকাররাবীন, ফেরেশতা) আঁখি তোমার তাজাল-ীয়ে যাতের নূরের আদি সৃষ্টি তাঁর উপর এমন রহমত বর্ষণ কর যা কায়েম থাকবে তোমার দাওয়ামের সাথে, বাকি থাকবে তোমার 'বাকা'-এর সহিত, যার কোন ইতি নেই তোমার ইস্ম ছাড়া, এমন রহমত যাতে তুমি রাজী হবে, তিনিও রাজী হবেন, যাতে তুমি রাজী হবে আমাদের উপর, হে রাব্বুল আলামীন।

নূর ও আধুনিক বিজ্ঞান :

রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম

يا جابر ان الله خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره -

ওহে জাবির ! নিশ্চয় আল-াহ তা'আলা সব কিছুর পূর্বে স্বীয় নূর হতে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন। انا نور الله و كل شيئ من نورى

আমি আল-াহর নূর এবং সমুদয় বস্তু আমার নূর হতে সৃষ্টি।

বুঝা যাচ্ছে প্রত্যেক কিছুর মধ্যে নূরে মুহাম্মদী বিদ্যমান রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানও তাই বলে, Thomson, Rutherford প্রভৃতি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ঘোষণা করলেন, সমস্ড় পদার্থের মূলে আছে বিদ্যুৎ (Electricity) সে বিদ্যুৎ আবার দু'প্রকার যথা : Electron ও Proton. Electron হচ্ছে ঋণাত্মক (Negative) বিদ্যুৎ। আর Proton হচ্ছে ধনাত্মক (Positive) বিদ্যুৎ। ইলেকট্রন ও প্রোটন হচ্ছে সকল পদার্থের মওল। অনেক গুলি Electron ও Proton নিয়ে একটি Atom গঠিত। এক একটি Atom কে ঘিরে Electron ও Proton সমূহ নৃত্য করছে। এ Electron ও Proton অবিরত একটা তাপ বিকীর্ণ হচ্ছে, সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় সে তড়িত-তরঙ্গ নেচে চলছে, আর এটাই হলো পদার্থ সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ।[৫০]

পুরাতন বিজ্ঞান বলছিল, এ জড় প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র উপাদান (Electron) রয়েছে। তাদের মোট সংখ্যা কত, তাও বিজ্ঞানীরা গণনা করে স্থির করে রেখেছিলেন, কিন্তু

---

[৫০]. গোলাম মোস্ড়ফা : বিশ্বনবী (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস ৪৬ তম সং ২০১০ খৃ.) পৃ. ৩৪০।

নতুন বিজ্ঞান বলছে, পদার্থের মূলে গেলে কোন স্বাতন্ত্রই দেখতে পাওয়া যায় না, সেখানে শুধু নূরের লীলা-সেখানে শুধুই জ্যোতির তরঙ্গঁ-দোলা।

আমাদের কথা এই যে, বাহির হতে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম কে জড়দেহী মানবরূপে দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি জড়ধর্মী ছিলেন না, পদার্থের যার-সেই জ্যোতি বা নূর দ্বারাই তাঁর দেহ মুবারক গঠিত ছিল। এ জন্যেই প্রমাণ আছে-রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর দেহ মুবারকের কোন ছায়া ছিল না।[৫১]

এ সমস্ড় তথ্য হতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর দেহ মুবারক আমাদের মত স্থুল উপাদানে গঠিত ছিল না, তাঁর দেহ মুবারক গঠনের উপাদান ছিল নূর বা জ্যোতি। এ নূরের দেহ নিয়ে মি'রাজ গমন সম্ভব হয়েছিল। কারণ নূরের কোন ওজন নেই।[৫২]

উপসংহার

সসীমে বসে অসীম সম্পর্কে গবেষণা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু মানবাত্মার অবিরত প্রচেষ্টা হলো স্রষ্টা ও সৃষ্টির গুঢ় রহস্য ভেদ করে নিজের আমিত্বকে একত্ববাদে বিলিন করে 'বাক্বায়' উপনীত হওয়া। এটা তার সর্বশেষ স্ড়র। মূলত আল-াহ তা'আলা নিজেই এক গুপ্ত খনী ছিলেন, হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হন, সৃষ্টির মূলে তিনি সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম । আল-াহ তা'আলার বাণীর নির্যাস হলো তোমাদের নিকট এসেছেন একটি মহান নূর আর এটাই প্রথম সৃষ্টি। অপরাপর সৃষ্টি ঐ নূর মুবারক হতেই সৃজিত ও বিকশিত। তাইতো প্রত্যেক পদার্থের মূলে সে নূরেরই লীলা খেলা, জ্যোতি তরঙ্গঁ দোলা দেখা যায়।

তিনি সৃজিত না হলে মহাপ্রভু কিছুই সৃষ্টি করতেন না। এ মহা বিশ্ব কুলকায়েনাত তাঁরই জন্য সাজানো। পৃথিবী নামক এ মঞ্চে প্রত্যেক নবী-রাসূল এসেই ঘোষণা দিয়েছেন আল-াহ একজন মাত্র আর তাঁর হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি

---

[৫১]. গোলাম মোস্ড়ফা : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮।

[৫২]. গোলাম মোস্ড়ফা : প্রাগুক্ত, (কিছুটা সংক্ষেপিত) পৃ. ৩৫৯।

ওয়াসাল-াম এ ধরণীতে অবশ্যই শুভাগমন করবেন। সমস্ড় সৃষ্টি তাঁরই আগমনে উদগ্রীব ছিল। কখন মহা সত্য নবী আসবেন এ অপেক্ষায় থেকেছে। অবশেষে প্রতীক্ষার পালা শেষ হলো মহান নূর দুনিয়া আলোকিত করে উদ্ভাসিত হলেন, স্বীয় জননী তাঁর নূরের আলোতে শামের প্রসাদ দেখতে পেলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ, প্রকৃত স্রষ্টার কথা ভুলে মানুষ দেব-দেবী, বৃক্ষ-লতা অর্চনায় বিভোর। পথ হারা, দিশাহারা মানবজাতিকে হেদায়ত করার জন্য দোযখীকে বেহেস্ড়ী বানানোর জন্য, রহমাতুলিল 'আলামীন-এর আবির্ভাব। তাঁর তেজদিপ্ততায় উদ্ভাসিত হলো গোঠা জগত।

সৃষ্টির শুর" থেকে তিনি নবী ছিলেন, সমস্ড় ফিরিস্ড়া মূলত আদম (আ.)-এর মাঝে বিদ্যমান নূরে মুহাম্মদীকে বিনয়াবনত মস্ড়কে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। সিজদায় লুঠিয়ে পড়েছেন। একমাত্র ইবলিছ ছাড়া। সে তো মালউন-অভিশপ্ত শয়তান, হযরত সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর গুণ-কীর্তন, শান-শাওকত, মান-সম্মান, ইয্যত-ইহতেরাম, মর্যাদা ও মাহাত্ম শ্রবন করলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে।

আল-াহ তা'আলাই তাঁর স্মরণকে সুউচ্চ করেছেন। এখানে কারো কিছু বলার বা করার নেই। নবী প্রেমিকগণ তাঁর শান-মান শুনেই খুশীতে আত্মহারা হয়, না'রায়ে রেসালত ইয়া রাসূলুল-াহর শে-াগান মুখরিত করে ধরণীতল।

উম্মতের জন্য বড় আফসোস হলো নবীকে প্রকৃত অর্থে চিনতে নাপারা। কেউ মনে করে তিনি আমাদের মত মানুষ, আবার কেউ মনে করে তিনি রক্তে মাংশে গড়া আমাদের মত মানুষ। নবীকে আমাদের মত মানুষ বলা কাফিরগণের বৈশিষ্ট্য।

মূলত নিস্পাপ নিষ্কলুস এক অনুপম অনন্য সৃষ্টি হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম যাঁর দিকে চেয়ে থাকা, তাঁর তাঁর সামনে বসে থাকা, তাঁর জন্য সম্পদ ব্যয় করা মহা ইবাদত।

তাঁর এমনই শান যে, সালাতে তাঁকে সালাম দেয়া ওয়াজিব। আর তিনি নামাযীকে ডাক দিলে তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া ওয়াজিব। যাঁর হৃদয় সবসময় উম্মতের মায়ায় ক্রন্দন করে, উম্মতের ব্যথায় ব্যথিত হন। প্রত্যেক নবী-রাসূল কিয়ামত দিবসে নফসী-নফসী করবেন আর আমাদের নবী উম্মতী-উম্মতী বলে আল-াহর দরবারে

তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। জান্নাত যাঁর জন্য উম্মুখ থাকবে, হাউজে কাওসারের পানি উম্মতদের পান করাবেন, লিওয়া-এ-হামদ যাঁর হাতে থাকবে তিনি হলেন আমাদের আক্বা-মনিব, নূরে মুজাস্‌সাম হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম।

গ্রন্থপঞ্জি

১. সৈয়্যদুনা ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) : তানভীর ল মিক্ববাস মিন তাফসীরে ইব্‌ন ‘আব্বাস, করাচী:ক্বাদীমী কুতুবখানা তা. বি.

২. সৈয়্যদুনা কা‘ব ইব্‌ন যুহাইর (রা.): বানাত সু‘আদু।

৩. সৈয়্যদুনা হযরত ওয়াইস করণী (রা.) : মাদ্‌হুন নবী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম, চট্টগ্রাম : ইসলামিয়া লাইব্রেরী।

৪. ইমাম ‘ আবদুর রায্‌যাক্ব : আল-মুসান্নাফ (ড. ‘ঈসা আল-হিমাইরী কর্তৃক সংকলিত)

৫. ইমাম কাস্তুলানী : আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নীয়্যাহ বিল মিনাহিল মুহাম্মদিয়্যাহ, কায়রো : আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ,

৬. জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী : কিফাইয়াতুত্ব ত্বালিবিল লবীব ফী খাসায়িসিল হাবীব যা আল-খাসায়িসুল কুবরা নামে প্রসিদ্ধ, বৈর ত : দার ল কিতাবিল আরবী, দক্ষিণ হায়দারাবাদ থেকে ৪ঠা রজব ১৩২০ হি. সালে প্রকাশিত প্রাগুক্ত, বঙ্গানুবাদ মহিউদ্দীন খান, ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স,৯ম সং২০১১খৃ.

: তাফসীর জালালাইন, দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুল আশরাফীয়া, ১৩৭৬ হি .

৭. খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী : মাজামু'আয়ে সালাওয়াতে রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম, চট্টগ্রাম : আঞ্জমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কর্তৃক বাংলায় অনূদিত, ১৪১৪হি./২০০৭খৃ.

৮. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান আল-জাযুলী : দালায়িলুল খায়রাত। (উর্দু অনুবাদও পাদটীকা যুক্ত), দিল-ীর কুতুব খানা ইশা'আতে ইসলাম, তা.বি. ।

৯. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (বাঙ্গানুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান), চট্টগ্রাম : গুলশান-ই-হাবিব ইসলামি কমপে- ক্স, ১ম সং ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খৃ.

: ফাতওয়ায়ে রদ্বভীয়্যাহ, ভারত : মুবারকপুর

: ফাতাওয়া-ই-আফ্রিকা (বাংলায় অনুদিত)

: নুর ল মুস্ড়াফা সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম (বাংলায় অনুদিত) (মদীনা মনোয়ারা শাখা : আন্জুমান-এ-খোদ্দামুল মোছলিমীন, ১ম সং ১৪২৫হি. ২০০৪ খৃ.

: নুর ল মুস্ড়াফা সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম (বাংলায় অনূদিত), চট্টগ্রাম ছিরাতুল মুসতাকিম প্রকাশনী , ২০০৪ খৃ.

১০. মুফতী আহমদ ইয়ার খান ন'ঈমী : তাফসীরে নুর ল 'ইরফান যা তাফসীরে ন'ঈমী নামে বিখ্যাত, লাহোর : মাকতাবাতু ইসলামীয়্যা তা . বি।

: রেসালায়ে নূর (বাংলায় অনুদিত), ২য় সং ১৯৯৯ খৃ.

১১. মান্না'আল-কাত্তান : মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন, বৈর ত : মুআস্সাতুর রিসালা, ৫ম সং ১৪১৮হি./১৯৯৮খৃ.

১২. মুহাম্মদ'আলী সাবূনী : আত্-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন, বৈর ত: 'আলামুল কুতুব' ১ম সং ১৪০৫ হি. /১৯৮৫খ

১৩. ড.রূহী আল-বা'লাবাক্কী : আল-মাওরিদ আস-সুলাসী, বৈরুত: দারুল 'ইলম লিল মালাঈন' ১ম সং ২০০৪ খৃ.

১৪. ইলিয়াস আন্তুন : Elias Modern Dictonary (Arabi– Eng) কায়রো : শিরকাতু দারি ইলিয়াস আল-'আসরীয়্যাহ, তা.বি.

১৫. ফিরূযাবাদী : আল - ক্বামূসুলমুহীত্ব, কায়রো: দারুলহাদীস,১৪২৯হি./২০০৮খৃ.

১৬. ওয়াজদী : দায়িরাতু মা'আরিফ আল কুরনিল ইশরীন, বৈরুত : মা 'আরিফা' ৩য় সং, তা.বি

১৭. রাগিব ইস্পাহানী : মুফরাদাত আলফাযিল কুরআন, বৈরুত:দারুশ শামীয়্যাহ, দামিস্ক: দারুল ক্বলম, ২য় সং ১৪১৮ হি/১৯৯৮ খৃ.

১৮. সামিহ 'আত্বিফ আয্-যাইন : মু'জামু তাফসীরে মুফরাদাত আলফাযিল কুরআনিল কারীম, কায়রো : দারুল কিতাব আল-মাসরীয়্যাহ, বৈরুত : দারুল কিতাব আল-লিবনানী, ৫ম সং, ১৪২৮ হি/২০০৭খৃ.

১৯. মুফতী 'আমীমুল ইহসান : ক্বাওয়াইদুল ফিক্বহ, ইউ পি: দারুল কিতাব দেওবন্দ, ১ম সং, ১৯৯১ খৃ:

২০. ড. মুহাম্মদ মুস্তফিজুর রহমান : আল-মুনীর (আরবী-বাংলা অভিধান), ঢাকা: দারুল হিকমাহ বাংলাদেশ,১ম সং ২০১০খৃ.

২১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : আল-মুজামুল ওয়াফী, (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান), ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী ৬ষ্ঠ সং , ২০০৯ খৃ.

২২. আবুল ফযল মাওলানা আবদুল হাফিয বালয়াভী (র:) : মিছবাহুল লুগাত (বঙ্গানুবাদ : হাফেজ মাওলানা নাজমুল হুদা), সাহারানপুর/ ইউ.পি সাহারা লাইব্রেরী ১৯৯৮ খ.

২৩. খাফাজী : শরহুশ-শিফা লিল ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪২১ হি./২০০১ খৃ.

২৪. মুহাম্মদ ফুআদ'আবদুল বাক্বী : আল-মুজামুল মুফাহারিসু লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম, ইস্তাম্বুল: আল-মাকতাবাতুল ইসলামীয়্যাহ, ১৯৮৪ খ.

২৫. পবিত্র কোরআনুল করীম : খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মূদ্রণ প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত।

২৬. মুহাম্মদ 'আলী সাবূনী : সাফওয়াতুত্ তাফসীর (বৈর"ত : 'আলমুল কুতুব, ১ম সং, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খৃ.

২৭. মাওলানা মুহাম্মদ জামাল : জামালাইন শরহি উর্দু জালালাইন, দেওবন্দঃ কুতুব খানা ন'ঈমিয়া, ১ম সং, ১৪২৩ হি.

২৮. ইসমা'ঈল হক্কী : রূহুল বয়ান, বৈর"ত : দার"ল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ ২য় সং , ২০০৯খৃ.

২৯. হাফিয আবূ নু'আইম ইসপাহানী : দালাইলুন্ নবুওয়াত (ড. মুহাম্মদ রাওয়াস ও 'আবদুল বার 'আব্বাস কর্তৃক বিশে- ষণকৃত), বৈর"তঃ দার"ন নাফায়িস, ২য় সং , ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খৃ.

: দালাইলুন্ নবুওয়াত, বৈর"তঃ দার"ন নাফাই, ২য় সং , ১৪০৬ হি.

৩০. ইব্ন হিশাম : আস-সিরাতুন নববীয়্যাহ, বৈর"ত : দার" ইয়াহইয়ায়িত তুরাসিল 'আরবী, ৩য় সং, ১৪২১ হি.

৩১. ড. 'আলী মুহাম্মদ সাল- াবী : আস-সিরাতুন নববীয়্যাহ, কায়র" : দার"ল ফজর লিত-তুরাস, ১ম সং, ১৪২৪ হি./২০০৩খৃ.

৩২. ইব্ন জারীর আত্ব-ত্বাবারী : জামি'উল বায়ান 'আন' তাবীলি আইয়িল কুরআন যা তাফসীরে ত্বাবারী নামে বিখ্যাত (ড. 'আবদুল- াহ ইব্ন 'আবদুল মুহসিন আত-তুরকীর বিশে- ষণ কৃত), রিয়াদ্বঃ দার" 'আলমিল কুতুব, ১ম সং ১৪২৪হি./২০০৩খৃ.

৩৩. 'আবদুর রয্যাক্ব ইবন 'আবদুল মুহাসিন আলবদর : ফিক্বহুল আসমায়িল হুসনা,মদীনা মুনাওয়ারা ফিহরাসাতু মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ আল-ওয়াতানিয়া,১ম সং ২০০৮খৃ./১৪২৯হি.

৩৪. আবু ইসহাক্ব সা'লাবী : আল-কাশ্ফ ওয়াল বায়ান যা তাফসীরে সা'লাবী নামে বিখ্যাত (বিশে- ষক : ইমাম আবু মুহাম্মদ ইব্ন 'আশুর), বৈর"ত : দার" ইয়াহ্ইয়ায়িত তুরাসিল 'আরবী'১ম সং, ১৪২২হি.

৩৫. আবু 'আবদুল- াহ আহমদ আল-কুরতুবী : আল-জামিউল আহকাম (রিয়াদ্ব : দার"

ত্বৈয়্যবা, ১ম সং, ১৪০৯হি./১৯৮৯ খৃ.

৩৬. আবুল ফরজ' আবদুর রহমান যিনি ইব্ন জাওযী নামে খ্যাত : যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর, বৈর"ত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ সং, ১৪০৭ হি. / ১৯৮৭ খৃ.

৩৭ আবুল হাসান আলী আন-নিশাপুরী : আল-ওয়াসীত্ব ফী তাফসীরিল কুরআনিল মাজীদ (মক্কা আল-মুকাররমা : দার"ল বায্, বৈর"ত : দার"ল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সং , ১৪১৫ হি. /১৯৯৪ খৃ.

৩৮. আবূ মুহাম্মদ ' আবদুল হক আল-উন্দুলূসী : আল-মুহাররর"ল ওয়াজীস ফী তাফ্সীরিল কিতাবিল 'আযীয যা তাফসীরে ইব্ন 'আত্বীয়্যাহ নামে বিখ্যাত, দৌলতুল কাত্বার এর মহামান্য আমীর আশ্শায়খ খলীফা ইব্ন হাম্দ আলে সানী কর্তৃক প্রকাশিত, ১ম সং , ১৪০২ হি./১৯৮২ খৃ.

৩৯. আবু হাফস 'উমর আদ-দামিশক্বী : আল-লুবাব ফী 'উলূমিল কিতাব, বৈর"ত : দার"ল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪১৯ হি. / ১৯৯৮ খৃ.

৪০. শায়খ ' আবদুল গণী আল-দকর : মুখতাসার" তাফসীরিল খাযিন (লুবাবুত-তাবীল ওয়া মা'আনীয়িত তানযীল-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ) দামিশক্ব : আল-ইয়ামামা লিত্ব ত্বাবা'আ ওয়া নশর,১ম সং ১৪১৫হি./১৯৯৪ খৃ.

৪১. সুলাইমান ইব্ন 'উমর যিনি জুমাল নামে খ্যাত : আল - ফতুহাতুল ইলাহিয়্যাহ বিতাওদ্বীহি তাফসীরিল জালালাইন লিদ্ দাক্বায়িক্বিল খফীয়্যাহ, হালবী : দার" ইয়াহইয়ায়িল কুতুবিল 'আরবীয়্যাহ . তা.বি।

৪২. শায়খুত্ব- ত্বায়িফা আবু জাফর

আত্ব-তুসী : আত্ তিবইয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, মাকতাবুল আ 'লামিল ইসলামী, ১ম সং, ১৪০৯ হি.

৪৩. ফখরুদ্দীন আর-রাযী : আত্- তাফসীরুল কবীর/মাফাতীহুল গাইব যা তাফসীরে কবীর নামে বিখ্যাত, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪২২ হি./২০০২ খৃ.

৪৪. সিদ্দীক্ব হাসান আল-কুনুজী : ফতহুল 'বয়ান ফী মাক্বাসিদিল কুরআন, বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল 'আসরীয়্যাহ।

৪৫. আস-সৈয়্যদ মাহমূদ আল-আলুসী : রূহুল মা'আনী, মুলতানঃ মাকতাবাতু ইমদাদীয়া, তা. বি।

৪৬. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ : হাশিয়াতুল 'আল্লামাতুস-সাভী' আলা তাফসীরিল জালালাইন, দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুল আশরাফীয়্যাহ, ১ম সং, ২০০০খৃ.

৪৭. শিব্বির আহমদ'উসমানী : তাফসীর, দিল্লীর তাজ কোম্পানী

৪৮. ইমাম দারেমী : আস-সুনান

৪৯. আল-হাকিম নিশাপুরী : আল-মুসতাদারক,

৫০. আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : মাদারিজুন নবুওয়াত,

৫১. ইব্ন হিশাম : আস-সিরাতুন নববীয়্যাতু, বৈরূত : দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাসিল 'আরবী ৩য় সং,১৪২১হি.

৫২. 'আল্লামা যারক্বানী : শরহুল মাওয়াহিব, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং ১৪১৭হি./১৯৯৬ খৃ.

৫৩. মুহাম্মদ 'উসমান 'আবদুহু আল-বুরহানী : তাবরিয়াতুয যিম্মাহ ফী নুসাহিল উম্মাহ, সুদান : খুরতুম থেকে প্রকাশিত,

৫৪. ওলিউদ্দীন আল-খত্বীব : মিশকাতুল মাসাবীহ,

৫৫. ইমাম তিরমিযী : আল-জামি',

৫৬. ইব্ন মাজাহ : আস-সুনান,

৫৭. মোল্লা'আলী ক্বারী : মিরকাতুল মাফাতীহ (ইন্ডিয়াঃ ইউ.পিঃ আন্ওয়ার বুক ডিপো, তা. বি.

৫৮. আহমদ ইব্ন হাজর হায়তামী : আন-নিমাতুল কুবরা 'আলা 'আলাম, ইস্তাম্বুল : হাক্বীক্বাত কিতাবী,দারুস সাফাক্বা, ২০০৩ খৃ.

৫৯. আশরাফ আলী থানভীত : 'শুকরুন নি'মাতি বিযিক্রি রাহমাতির রাহমাতি, : নশরুত্ত্ব-ত্বীব (বঙ্গানুবাদ ইফাবা সে ফুলের)

৬০. আবূল হাসান ইব্ন 'আবদুল-াহ আল-বিকরী : আল-আনওয়ার ওয়া মিসবাহুস সুরূর ওয়াল আফকার ওয়া যিকর ূ নূর মুহাম্মদ আল-মুসত্বাফা আল-মুখতার, মিসর : দার ূল কুতুবিল 'আরবীয়্যাতিল কুবরা, তা. বি,
৬১. ইউসুফ নাবহানী : আন্ওয়ার ূ মুহাম্মদী,
৬২. ইব্ন আবদুল বার : আল-ইস্ড়িআব,
৬৩. ইব্ন কাসীর : আল-বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া
৬৪. : আস-সিরাতুল হালাভীয়্যা,
৬৫. 'আল-ামা সৈয়দ আহমদ সা'ঈদ কাযেমী : ইসলামী মো'আশেরে মে ত্বোলাবা কা কিরদার (বাংলায় অনুদিত), চট্টগ্রাম : রেযা ইসলামিক একাডেমী , ২য় সং, ১৪২০ হি. /১৯৯৯ খৃ.
৬৬. ছৈয়দ মোহাম্মদ আযীযুল হক শেরে বাংলা : দেওয়ানে 'আযীয(বাংলায় অনুদিত) (প্রকাশক : সাহেব যাদা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ বদর ূল হক আলক্বাদেরী) ১ম সং ১৪৩০হি / ২০০৯ খৃ.
৬৭. মুফতী কালালুদ্দীন আহমদ আমজাদী : আনওয়ার ূল হাদীস, ইউ. পি. মিহরাজগঞ্জ : কুতুবখানা আমজাদীয়া তা. বি।
৬৮. জালালুদ্দীনরূমী : মসনবীয়ে রূমী (বাংলায় অনুদিত), ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্ড়কালয়।
৬৯. সানাউল-াহ পানিপথী : মালাবুদ্দা (উর্দু ভাষায় অনুদিত), ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা তা.বি।
৭০. শেখ সা'আদী : বোঁসতা (বাংলায় অনুদিত), ঢাকা : আল-কাউসার প্রকাশনী, ১৪২২ হি.
৭১. মাওলানা 'আবদুল মান্নান : কাশফুল মু'দ্বিলাত ফী হালি- লামিয়াতিল মু'জাযাত, চট্টগ্রাম : ইদারায়ে এশা'আত দ্বীনিয়াত, ১৪১৭ হি.
৭২. সৈয়্যদ 'আবদুলগণী কাঞ্চনপুরী : আয়নায়ে বারী (প্রকাশক : সৈয়্যদ এমদাদুল

হক মাইজভান্ডারী ; ২য় সং ২০০৭ খৃ.

৭৩. সৈয়্যদ দেলাওয়ার হোসাইন
মাইজভান্ডারী : বেলায়তে মোতলাকা, চট্টগ্রাম : ভান্ডার শরীফ :
গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিল : ২০০৬ খৃ.

৭৪. অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ
আবদুল জলিল : নূরনবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম, প্রকাশক:
সুন্নী প্রকাশনা কেন্দ্র৪র্থ সং, ২০০৭খৃ.

৭৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
চৌধুরী : জবল-এ-নূর বা আলোর পাহাড়, ঢাকা :
স্টুডেন্ট ওয়েস .১ম সং ২০১০ খৃ.

৭৬. গোলাম মোস্ড়ফা : বিশ্বনবী, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস,
৪৬ তম সং ২০১০খৃ.

৭৭. মুহাম্মদ ইবরাহীম আলকাদেরী : বিশ্বনবীর নূর, চট্টগ্রাম : ইমাম আহমদ রেযা
রিসার্চ একাডেমী, ১ম সং ১৪২৫ হি/২০০৪খৃ.